যৌবন-স্মৃতি

ম্যাকসিম গোর্কি

অনুবাদ

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস,
২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

ম্যাকসিম গোর্কির আত্মচরিত "যৌবন-স্মৃতি" বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। রুশসাহিত্যে গোর্কির রচনায় যে নবভাবধারা, যে সতেজ প্রাণরস সঞ্চারিত হয়েছিল, তার উৎস কোথায় নিহিত তা তাঁর আত্মচরিতে সুপ্রকাশিত। তাঁর উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে যে চরিত্রগুলির দেখা আমরা পাই তারা তাঁর নিছক কল্পলোকের নয়। তারা এই পৃথিবীর, সমাজের নিম্নস্তরের, অতি সাধারণ জন; দৈনন্দিন জীবনে তিনি তাদের অনেকেরই গাঢ় সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁর আত্মচরিত পড়তে পড়তে মনে হয় যেন একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস পাঠ করছি। বস্তুতঃ সকল মানুষেরই জীবন এক একখানি কাব্যবিশেষ। গোর্কি সত্যকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা বা নিজেকে পাঠকের চোখে বৈশিষ্ট্য দান করতে কোথাও এতটুকু প্রয়াস পান নি, অতিরঞ্জন কিম্বা বাক-চাতুর্য্য অবলম্বন করেন নি। যা সত্য, যা বিশিষ্ট তাঁর রচনায় তা আপনিই বিকশিত হয়েছে। কুৎসিৎ ও মিথ্যা যা তাকে তিনি মেলে ধরেছেন ঘৃণায়, বেদনায়, পরিবর্জ্জনের উদ্দেশ্যে, সত্য, সুন্দর ও ভালোবাসাকে জীবনের কাম্যরূপে গ্রহণ করতে। দুঃখকে তিনি দেখেছেন, জীবনের আকস্মিক ঘটনারূপে; আর জ্ঞান ও সত্য প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ ফল।

"যৌবন-স্মৃতি" বিরাট। কিন্তু তার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদে সাধারণ পাঠকের যথেষ্ট অসুবিধা ঘটবে এই ধারণায় আমি কোন কোন অংশ বাদ দিয়েছি। তবে সেগুলি খুব বেশি নয়।

কলিকাতা
ফাল্গুন, ১৩৫৩

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

স্কুলের সাধারণ পড়াগুলো শেষ ক'রে কয়েকটা" পরীক্ষায় পাশ করবো। বলতো "কয়েকটা আর, বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার ঢুকতে পারলে, আমাকে বৃত্তি দেওয়া হবে এবং পাঁচ বছর পরে আমি সেখান থেকে বার হব একজন বৈজ্ঞানিক হ'য়ে। তার কাছে এসব লাগতো সহজ। কারণ সে ছিল মাত্র উনিশ বছরের। তার অন্তরও ছিল দরদভরা।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে সে চ'লে যায়। আমিও তার অল্পকার পরেই উত্তীর্ণ হ'য়ে তার অনুসরণ করি।

দিদিমা আমাকে ষ্টীমারে তুলে দিতে এসে কিছু উপদেশ দেন। বলেন, "লোকের ওপর রাগ করো না—তুমি সব সময় রেগে থাক। তুমি রুক্ষ আর মারমুখো হয়ে উঠেছো। এটা পেয়েছো তোমার দাদামশায়ের কাছ থেকে। তাতে তাঁর কি ভাল হয়েছে? তিনি জীবন কাটালেন ওই ভাবে; আর জীবনের শেষ করলেন আহাম্মকের মতো। বেচারী! একটা জিনিষ মনে রেখো: ভগবান মানুষের বিচার করেন না, করে শয়তান। বিদায়…" এবং তাঁর কুঞ্চিত কালো গাল দু'খানিতে যে সামান্য চোখের জল পড়েছিল তা মুছে আবার বললেন, "জানি আমাদের আর দেখা হবে না। তুমি চঞ্চল, ভবঘুরে। কোন্ দূর দেশে চ'লে যাবে, আর আমি ম'রে যাব…"

বৃদ্ধার সঙ্গে কিছুদিন থেকে দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছিল অল্পই। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে আমি হঠাৎ অনুভব করলাম, আর কোন মানুষ আমার এত নিকটে আসবে না, আমার অন্তরের এমন কাছের হবে না।

আমি ষ্টীমারের পিছনের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগলাম, তিনি ঘাটে দাঁড়িয়ে এক হাতে বুকে ক্রুশের চিহ্ন আঁকছেন এবং অপর হাতে তাঁর ময়লা শালখানির খুঁট দিয়ে মানুষের প্রতি অটুট ভালোবাসার দ্যুতিভরা চোখ দুটি থেকে মুছছেন অশ্রু।...

জুলাই মাসে এলাম সেই আধ-খ্যাচড়া শহরটিতে। বাসা নিলাম একখানা একতলা বাড়ির শেষ দিকে। সেই ছোট্ট বাড়িখানা ছিল একটা সরু বিশ্রী রাস্তার শেষে একটা টিলার ওপর। তার একটা দেওয়ালের বিপরীত দিকে ছিল একটা আগুনে-পোড়া বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। সেখানে সমস্ত জায়গাটাতে গজিয়ে ছিল আগাছা। নানা জাতের গাছগাছড়ার মাঝে দাঁড়িয়ে ছিল একটা পাকাবাড়ির ভাঙা কাঠামোটা। তার মধ্যে ছিল একটা বড় কুঠুরি। তাতে বাস করতো নেড়ী কুকুরের দল। সেখানেই তারা মরতো। এই কুঠুরিটাকে আমার বেশ ভাল মনে পড়ে। সেটাও ছিল আমার একটি বিশ্ববিদ্যালয়।

ইভ্রেইনভরা, মা ও তাঁর দুই ছেলে, সামান্য সরকারী বৃত্তিতে ক্লায়ক্লেশে দিনপাত করতেন। প্রথম দিন থেকেই লক্ষ্য করি, বৃদ্ধা বিধবাটি কি কষ্টে তিনটি লোকের খাদ্যের সংস্থান করছেন। ঘরে তাঁর নিজেকে বাদ দিয়ে, তিনটি সুস্থ সবল কিশোর। তাদের পেট ভ'রে খাওয়ানো কঠিন ব্যাপার। কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু তিনি মুখবুজে কাজ ক'রে যাচ্ছিলেন। তাঁর ধূসর চোখ দুটিতে লুকানো ছিল একেবারে পরিশ্রান্ত অশ্বের মতো হতাশ, বিনম্র, হার-না-মানা

ভাব। বুঝছেন, আর টানতে পারবেন না, তবুও হার না মেনে বোঝাটি সমানে ওপরে টেনে তুলছেন!

আমার পৌঁছবার তিনদিন পরে ছেলেরা তখনও ঘুমোচ্ছে, আমি তাঁকে রান্নাঘরে আলু ছাড়াতে সাহায্য করছি, তিনি সাবধানে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার এখানে আসবার উদ্দেশ্য কি ছিল?"

—"বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া।"

তিনি ভ্রূকুটি করলেন। ছুরিতে তাঁর একটি আঙুল কেটে গেল। রক্ত চুষতে চুষতে একখানা চেয়ারে ব'সে পড়লেন। তারপরই লাফ দিয়ে উঠে কাটা আঙুলটিতে একখানি রুমাল জড়িয়ে বাঁধলেন। বললেন, "তুমি চমৎকার আলু ছাড়াতে পার।"

পারতাম বটে! আমি যে ষ্টীমারে চাকরি করতাম সে-কথা বললাম।

তিনি বললেন, "তুমি কি মনে কর, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পক্ষে তাই-ই যথেষ্ট?"

ঠিক সেই মুহূর্তে চোখ-মুখ ধুতে নিকোলই রান্নাঘরে ঢুকলো। তার চোখে তখনও ঘুম লেগে, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, কিন্তু সে তেমনি হাসি-খুশি ভরা।...

যৌবনের আত্মম্ভরিতা ও আনন্দ তাকে লক্ষ্য করতে দিত না, তার মা কত পরিশ্রমে ও কৌশলে সংসার চালাচ্ছেন। তার ছোট ভাইটি লক্ষ্য করতো তার চেয়েও কম। সে ছিল স্কুলের ছাত্র। কিন্তু আমি রন্ধনের কলাকৌশল আগেই শিখে-

ছিলাম। তাই পরিষ্কার দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম, নারীটি কি কৌশলে তাঁর সন্তানদের জঠরকে প্রতারিত করতে বাধ্য হচ্ছেন এবং কোন অজ্ঞাত কারণে এক অপ্রিয়দর্শন ও অশিষ্ট যুবককেও খাওয়াচ্ছেন। স্বভাবতই আমার ভাগের রুটির প্রত্যেকটি টুকরোই আমার বুকে লাগতো পাথরের টুকরোর মতো। তাই আমি অবিলম্বে কাজ খুঁজতে লাগলাম। দুপুরের খাবার সময় অনুপস্থিত থাকবার উদ্দেশ্যে আমি সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতাম এবং আবহাওয়া খারাপ হ'লে পাশের সেই পোড়া-বাড়ির কুঠুরিটাতে সময় কাটাতাম। বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দের মাঝে মরা কুকুর-বিড়ালের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে অবিলম্বে বুঝতে পারলাম বিশ্ববিদ্যালয় একটা স্বপ্ন। পারস্যে যদি চ'লে যাই সেই অনেক ভাল হবে। স্বপ্ন দেখলাম, যেন আমি এক পাকা দাড়িওয়ালা যাদুকর হ'য়ে গেছি। আপেলের মতো বড় বড় দানাওয়ালা শস্য উৎপন্ন করবার উপায় উদ্ভাবন করেছি; আলু ফলাচ্ছি, তার প্রত্যেকটির ওজন একসের। এ ছাড়া পৃথিবীতে যেখানে কেবল আমার একার নয় আরও কত লোকের বাঁচা ভীষণ কষ্টকর সেখানে কত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যে আনবো!

সে বয়সে অসাধারণ দুঃসাহসিকতার ও বীরত্বপূর্ণ কার্য্যের স্বপ্ন দেখ্‌তে শিখেছিলাম। জীবনের কঠোর দিনগুলিতে এই সব স্বপ্ন আমাকে যথেষ্ট আরাম দিত। আর এম্নি দিনের সংখ্যাও বেশি ছিল ব'লে আমি সেই সব স্বপ্নে কতদিন আনন্দ উপভোগ করেছি। বাইরে থেকে কোন সাহায্য প্রত্যাশা

করতাম না এবং অপ্রত্যাশিত সুখেও বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু আমার মন ক্রমে দৃঢ়তা লাভ করছিল। আর জীবন যত কঠোর হ'য়ে উঠছিল, নিজাকে ততই শক্তিমান ও বুদ্ধিমান ব'লে অনুভব করছিলাম। খুব অল্প বয়সেই উপলব্ধি করেছিলাম, পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে প্রতিরোধ ক'রেই মানুষ হওয়া যায়।

যাতে উপবাস না করতে হয় সেজন্য গেলাম ভলগার জাহাজ-ঘাটে। সেখানে প্রত্যহ পনেরো বা বিশ কোপেক উপার্জ্জন করা ছিল সহজ। সেখানে ভুবুরি, ভবঘুরে ও জুয়াচোরদের মাঝে গিয়ে আমার বোধ হতে লাগলো আমি যেন একটা লোহার টুকরোর মতো কয়লার টকটকে লাল আগুনের মধ্যে এসে পড়লাম।.প্রত্যেকটি দিন আমাকে অসংখ্য তীক্ষ্ণ, জ্বলন্ত রেখায় ও ছাপে তৃপ্ত করতো। আমার সম্মুখে ঘুরতো মানুষের ঝড়—উদগ্র, বুভুক্ষু ও রুক্ষ। তাদের জীবনের বিরুদ্ধে তিক্ততা, সমগ্র জগতের প্রতি পরিহাসময় বিদ্বেষ ও নিজেদের সম্বন্ধে উদাসীনতা আমার ভালো লাগতো। আমার সমগ্র অতীত জীবন সেই মানুষগুলির সেই ক্ষয়কর অতলে আমার অন্তরে নিজকে ডুবিয়ে দেবার বাসনা জাগিয়ে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। এই জীবনের প্রতি আরও সহানুভূতি জাগিয়ে ছিল ব্রেট হার্ট ও এক শ্রেণীর প্রচুর উপন্যাস।

পেশাদার চোর, বাশকিন, আমাকে প্রলুব্ধ করতো। সে ছিল টিচারস´ইনষ্টিটিউটের এক প্রাক্তন ছাত্র ও ক্ষয়-রোগী। তাকে লোকে মারতো নিষ্ঠুর ভাবে। সে আমাকে বলতো,

"তুমি মেয়েদের মতো জড়সড় হও কেন? সতীত্ব হারাবার ভয় কর না কি? মেয়েদের যা কিছু আছে তা ঐ সতীত্ব; কিন্তু তোমার কাছে ওটা কেবল জোয়ালের মতো। 'ষাঁড় ধার্ম্মিক কিন্তু বিচালি খায়।'"

তার মাথার চুল ছিল লাল, মুখখানা ছিল অভিনেতার মতো পরিষ্কার ক'রে কামানো, দেহটি ছিল ছোট-খাট। তার নিঃশব্দ চলাফেরায় বিড়াল-ছানার কথা মনে পড়তো। সে নিজেকে ভাবতো আমার শিক্ষক ও রক্ষক এবং আমি দেখতে পেতাম সে অন্তরের সঙ্গেই চাইতো আমার সাফল্য ও সুখ। সে ছিল খুব বুদ্ধিমান এবং অনেক বই পড়েছিল।

নারীর প্রতি ছিল তার টান। তার ভগ্ন দেহখানির বিশেষ একটি ভঙ্গির সঙ্গে, জিভে চক্ চক্ শব্দ করতে করতে সে খুব উৎসাহের সঙ্গে মেয়েদের কথা বলতো। তার দেহের ভঙ্গি আমার মনে বিরক্তি জাগাত। তার মধ্যে নক্কারজনক একটা ভাব ছিল। কিন্তু আমি খুব মনোযোগ দিয়ে তার সৌন্দর্য্যময় কথাগুলি শুনতাম।

সে বলতো, "একটি নারীর জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি। যেমন শয়তানের কোন কিছুতে পাপ নেই ওতেও তেমনি পাপ নেই। সারা জীবন প্রেমে প'ড়ে থেকে কাটিয়ে দাও। ওর চেয়ে ভাল আর কিছু আবিষ্কার করতে পারবে না।"

তার গল্প বলবার ক্ষমতা ছিল। সে সহজেই বাজারে মেয়েদের নিয়ে হতাশ প্রেমের বেদনা সম্বন্ধে মর্ম্মস্পর্শী কবিতা

রচনা করতে পারতো। ভলগার তীরে সমস্ত শহরে তার রচিত গান গাওয়া হ'ত।

ট্রুসভের সঙ্গেও আমার ভাব ছিল। সে লোকটা ছিল অজ্ঞ, প্রিয়দর্শন। তার বেশভূষা ছিল বাবুর মতো। তার বাজনা বাজাবার খাশা হাত ছিল। সে একখানি ছোট দোকান করতো। দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা ছিল "ঘড়ি মেরামত হয়।" কিন্তু তার ব্যবসা ছিল চোরাই মাল বেচা।

তার কাঁচা-পাকা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে, শঠতাভরা রুক্ষ চোখ দুটো পাকিয়ে ভারিক্কী চালে সে বলতো, "পেশকফ, চুরি বিদ্যেটা শিখো না। আমি দেখছি, তোমার পথ অন্য। তুমি হচ্ছ আধ্যাত্মিক ধরণের মানুষ।"

—"আধ্যাত্মিক—তার মানে?"

—"যার মনে হিংসে নেই, আছে কেবল কৌতূহল।"

আমার নিজের কথা যতদূর বলতে পারি, এটা সত্য নয়। কারণ আমি ছিলাম খুব হিংসুটে। উদাহরণস্বরূপ, বাশকিনের কবিতার মতো ক'রে, অপ্রত্যাশিত উপমা ও অলঙ্কার দিয়ে গল্প বলবার ক্ষমতা আমার মনে হিংসা জাগাতো...

ট্রুসভকেও হিংসে করতাম। লোকটা সাইবেরিয়া, খিবা ও বোখারার চালচলনের গল্প এমন কৌশলে বলতো যে, মনে কৌতূহল জেগে উঠতো। সে পাদ্রিদের জীবন-যাত্রার গল্প বলতো খুব রস দিয়ে ও নির্ম্মমভাবে। ট্রুসভকে আমার মনে হ'ত সেই ধরণের শয়তানদের মধ্যে একজন, যে,

উপন্যাসের উপসংহারে গিয়ে পাঠকগণের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে এক হৃদয়বান বীরে রূপান্তরিত হয়।

এই লোকগুলো গ্রীষ্মের রাতে কখন কখন ছোট কাজানকা নদীটি পার হ'য়ে ওপারের ঝোপ-ঝাড়েভরা মাঠে যেত। সেখানে খানা-পিনা করতে করতে তাদের বৈষয়িক আলোচনা করতো। প্রায়ই আলোচনা করতো মানুষের সম্পর্কের মধ্যে বিচিত্র জটিলতার কথা; আর বলতো নারীদের কথা অনেক ক'রে। আমি তাদের সঙ্গে কয়েকটি রাত একটা নালা-পথের গুমসো গরমে কালো আকাশ, ম্লান নক্ষত্রের তলায় কাটিয়ে ছিলাম। নালা-পথটার দু'পাশে ছিল ঝোপ-ঝাড়। ভলগার কাছে ব'লে স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকারে মাস্তুলের মাথার আলোগুলো সোনালি মাকড়শার মতো চারধারে গুড়গুড় ক'রে যেন চলা-ফেরা করতো। দূরে পাহাড়ে জায়গাটার কালো ঢিপিটা ছিল আগুনের স্তবক ও রেখায় খচিত। সেগুলো ছিল বস্কিক্তু আসলন গ্রামের ঘর-বাড়ি ও সরাইখানা-গুলোর আলোকিত জানলা। জলে ষ্টীমারের চাকার থপ্ থপ্ আওয়াজ হতো। শোনা যেতো, বজরা-সারির মাঝিদের নেকড়ের মতো প্রচণ্ড চীৎকার; কোথায় যেন লোহার ওপর হাতুড়ি পড়ছে; বাতাসে করুণভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একটি গান—যেন কার অন্তর শান্তভাবে দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। গানখানি থেকে জেগে উঠতো এমন এক বেদনা যা হৃদয়কে ভস্মের মতো ঢেকে ফেলতো।

আবার তার চেয়েও দুঃখের শুনতে লাগতো সেই

তাই আমি বাসা নিলাম সেই বিচিত্র আনন্দময় মারুসোভকাতে। সেটা ছিল যেন একটা গর্ত। জায়গাটা কাজানের ছাত্রদের কাছে সম্ভবত পঞ্চাশ বছর ধ'রে পরিচিত ছিল।

সেটা ছিল মেছোবাজারের একটা আধভাঙ্গা বাড়ি। দেখে মনে হ'ত, বাড়িখানাকে যেন ক্ষুধার্ত ছাত্র, গণিকা ও ভূতের মতো মানুষগুলো বাড়িওয়ালার কাছে থেকে কেড়ে নিয়েছে। তার অন্তরালে ছিল তাদের জীবনযাত্রা। প্লেটনেভের বাসা ছিল চিলে-কোঠায় ওঠবার সিঁড়ির তলায়। সেখানে ছিল তার মোড়া খাটখানা। আর বারান্দার শেষ দিকে জানলাটার পরেই ছিল একখানা টেবিল ও একখানা চেয়ার। এই তার সমস্ত সম্পত্তি। বারান্দার দিকে ছিল তিনটে দরজা। দুটো দরজার পিছনে থাকতো দুটি গণিকা; আর তৃতীয়টির পিছনে ছিল সেমিনারির ক্ষয়রোগগ্রস্ত একটি অঙ্কের ছাত্র। তার শরীরটা ছিল লম্বা, রোগা, মাথায় ছিল খোঁচা খোঁচা লালচে চুল। তাকে দেখলে ভয় হ'ত। তার গায়ে ছিল ন্যাকড়ার মতো ছেঁড়া, ময়লা পোশাক। পোশাকের গর্ত্তের ভেতর দিয়ে দেখা যেত তার গায়ের নীলাভ চামড়া, কঙ্কালটার পাঁজরার হাড়গুলো। এবং তা দেখলেই ভয়ে শরীর শিউরে উঠতো। তার একমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য ছিল তার নিজেরই আঙ্গুলের নখগুলো। নখগুলো সে দাঁত দিয়ে কেটে রক্ত বার ক'রে ফেলতো। দিন-রাত সে ক্ষেত্র আঁকতো, অঙ্ক কষতো আর খড় খড় ক'রে কাশতো। গণিকারা তাকে পাগল মনে

ক'রে ভয় পেত ; কিন্তু করুণাবশে তার দরজায় রেখে দিত পাঁউরুটি, চা ও চিনি। সে সেগুলো তুলে ঘরে নিয়ে গিয়ে ক্লান্ত ঘোড়ার মতো কচ কচ ক'রে চিবতো। কিন্তু তারা যখনই ভুলে যেত বা কোন কারণে উপহারগুলো তাকে দিতে পারতো না, সে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে গাঁক্ গাঁক্ ক'রে চীৎকার করতো—"রুটি।"

তার কোটরগত চোখ দুটিতে জ্বল জ্বল করতো উন্মাদের গর্ব্ব যে নিজকে শ্রেষ্ঠ জেনে সুখ বোধ করে। তার কাছে কদাচিৎ আসতো এক কুব্জপৃষ্ঠ ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ। তার একখানি পা ছিল খোঁড়া, মাথার চুলগুলো পাকা, নপুংসকের মুখের মতো হলদে মুখখানাতে লেগে থাকতো চতুর হাসি। সে ফোলা নাকে পরতো মোটা চশমা। তারা দুজনে দরজাটা চেপে বন্ধ ক'রে বিচিত্র নীরবতার মাঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতো। মাত্র একবার অনেক রাত্রে গণিতবিশারদটির ভাঙ্গাগলার ক্রুদ্ধ চীৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। সে বলছিল, "বলছি এটা কয়েদখানা! জ্যামিতি হচ্ছে তার কুঠরি। হাঁ, ইঁদুর ধরবার ফাঁদ।"

আর সেই ক্ষুদে কুঁজোটা কিচ কিচ আওয়াজ ক'রে একটা অদ্ভুত কথা বার বার বলছিল। গণিতবিদ্ হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলো, "জাহান্নামে যাও। এখান থেকে বেরিয়ে যাও।"

অতিথিটি যখন রাগে গর গর করতে করতে বেরিয়ে এল, গণিতবিদমশায় তার ঘরের দরজায় কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে মাথার চুলের মধ্যে আঙ্গুলগুলি ঢুকিয়ে খড় খড় শব্দে বলতে লাগলো,

"ইউক্লিড হচ্ছে আহাম্মক। বোকা! আমি প্রমাণ করবো যে, ভগবান একটা গ্রীকের চেয়ে চতুর।" তারপরই সে এত জোরে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে যে, তার ঘরে ধপ ক'রে কি একটা প'ড়ে গেল।

শীঘ্রই জানতে পারলাম, লোকটা অঙ্কের সাহায্যে ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চাইছিল। কিন্তু কাজটা শেষ করবার আগেই সে মারা যায়।

প্লেটনেভ একটা ছাপাখানায় খবরের কাগজের প্রুফ দেখে প্রত্যেক রাতে রোজগার করতো এগারো কোপেক। আমি যখন কিছু রোজগার করতে পারতাম না তখন দুজনে সামান্য রুটি ও চা খেতাম। আমাকে পড়াশুনো করতে হ'ত। কাজের সময় পাওয়া যেত কমই। বিজ্ঞানশাস্ত্রটি খুবই কষ্টে আয়ত্তে এনেছিলাম; বিশেষ ক'রে নাজেহাল হয়েছিলাম ব্যাকরণ নিয়ে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই জেনে খুশী হ'য়ে ছিলাম যে, আমি আরম্ভ করেছিলাম খুবই আগে। গ্রাম্য-শিক্ষকের পরীক্ষায় পাশ করলেও বয়সের জন্য চাকরি পেতে পারতাম না।

প্লেটনেভ আর আমি একই বিছানায় শুতাম,—আমি শুতাম রাত্রে, সে শুতো দিনে। সারারাতের অনিদ্রায় ক্লান্ত হ'য়ে ভোরবেলা যখন সে ফিরে আসতো তার চোখ দুটো থাকতো ফুলে, কালো মুখখানা হ'য়ে থাকতো আরও কালো। আমি তৎক্ষণাৎ ছুটে যেতাম গরম জল আনতে সরাইখানায়। কারণ আমাদের কেট্‌লি ছিল না। আমরা দুজনে জানলায়

ব'সে চা-রুটি খেতাম। সে আমাকে খবরের কাগজের সব খবর বলতো।... জীবনের প্রতি তার রহস্যভরা ভাব আমাকে বিস্মিত ক'রে তুলতো। মনে হ'ত সে গোবদামুখী গালকিনার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করতো জীবনের সঙ্গেও ব্যবহার করতো ঠিক সেই রকম। স্ত্রীলোকটি মহিলাদের পুরোনো পোশাক-পরিচ্ছদ ও তার চেয়ে কম সন্দেহজনক পণ্যের ব্যবসা করতো। প্লেটনেভ তার কাছ থেকে সিঁড়ির নীচের একটা কোণ ভাড়া নিয়েছিল। কিন্তু তার " ফ্ল্যাটটির " ভাড়া দেবার টাকা তার ছিল না, তাই তার বদলে তার সঙ্গে করতো রসিকতা, বাজাতো হারমোনিয়াম, গাইতো রসের গান। গালকিনা নিজেও যৌবনে অপেরাতে ছুকরীদের সঙ্গে গান গাইতো। সেই জন্য গানে তার কিছু জ্ঞান ছিল। প্রায়ই তার রুক্ষ চোখ দুটো থেকে, মাতাল ও পেটুকের মতো ফোলা লাল গাল দুখানাতে চোখের জলের ধারা নেমে আসতো। হড়হড়ে আঙুলে জলটা ঝেড়ে ফেলে, আঙুলগুলো নোংরা রুমালে মুছে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলতো, " ও গুরোচকা, তুমি কি ওস্তাদ গাইয়ে! যদি তুমি দেখতে একটু সুন্দর হ'তে আমি তা'হলে তোমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতাম! কত যুবককে না আমি ঐ যে-সব মেয়েদের মন শূন্যতায় হাহাকার করে তাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়েছি!"

"এই যুবকদের" একজন থাকতো আমাদের ওপরতলায়। সে ছিল একজন ছাত্র। সে মাথায় ছিল মধ্যমাকার। তার বুক-খানা ছিল চওড়া, কিন্তু নিতম্ব দুটি ছিল বিকট রকমে সরু।

তাকে দেখাতো ধারভাঙ্গা একটা ওল্টানো ত্রিভুজের মতো। তার মাথায় ছিল লাল চুল, আর শাদা, ফ্যাকাশে মুখে ছিল দুটি সবজে চোখ। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতো। এবং দৃষ্টি ছিল রুক্ষ।

সে প্রচণ্ড প্রয়াসে তার বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অনাহারক্লিষ্ট গৃহহীন কুকুরের মতো জীবন যাপন করতে করতে কোন রকমে ইস্কুলের পড়া শেষ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছিল। কিন্তু হঠাৎ সে আবিষ্কার করে তার গানের দরাজ গলা আছে। তখন থেকে গান শিখবার সঙ্কল্প করে। গালকিনা সেই সুযোগ নিয়ে এক ধনী ব্যবসায়ীর স্ত্রীর সঙ্গে তাকে "ভিড়িয়ে" দেয়। স্ত্রীলোকটির বয়স হবে প্রায় চল্লিশ বছর। তার ছেলে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ছেলেটির পড়া প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল। আর তার মেয়েটিও স্কুলের পড়া প্রায় শেষ ক'রে এনেছিল। ব্যবসায়ীর স্ত্রীটি ছিল রোগা। তার দেহটি ছিল একেবারে সমান ও সৈনিকের মতো সোজা। তার মুখ খানা ছিল তপস্বিনীর মতো শুকনো; চোখ দুটো ছিল ধূসর রঙের ও কোটরগত। সে সব সময় কালো পোশাক প'রে থাকতো; মাথায় দিত পুরোনো ফ্যাসানের টুপি। তার কানে দুলতো বিষের মতো সবজে পাথর বসানো ইয়াররিং।

কখন কখন সন্ধ্যায় অথবা খুব ভোরে সে তার ছাত্রটিকে দেখ্‌তে আসতো। প্লেটনেভ আর আমি তাকে লক্ষ্য করতাম। তার মুখখানা আমাদের কাছে মনে হ'ত ভয়ঙ্কর; চোখ দুটো অন্ধ। কেউ বল্‌তে পারতো না, সে বিকট। তবে মনে হ'ত

শরীরটা সে টান ক'রে আছে; সেই জন্যেই তার বিশ্রী লাগছে।

প্লেটনেভ বলতো, "দেখ, ওকে দেখাচ্ছে পাগলের মতো।"

ছাত্রটি ব্যবসায়ীর স্ত্রীটাকে ঘৃণা করতো। তার কাছ থেকে পালাতো, কিন্তু স্ত্রীলোকটি তাকে যন্ত্রণা দিত নিষ্ঠুর পাওনাদার বা গুপ্তচরের মতো।

খানিকটা মদ টেনে ছাত্রটি বলতো, "আমার দফা-রফা। আমি গান গাইতে চাই কেন? এই রকম চেহারায় কে আমাকে স্টেজে যেতে দেবে?"

প্লেটনেভ তাকে পরামর্শ দিত, "এ সব ছেড়ে দাও ...."

—"হাঁ, দেব...কিন্তু ওই মাগীটার জন্যে দুঃখ হয়। ওকে আমি সইতে পারি না, তবুও দুঃখ হয়। যদি জানতে ও কি রকম...ওঃ!"

আমরা তা জানতাম। আমরা শুনেছিলাম, রাত্রে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কম্পিত অলস স্বরে স্ত্রীলোকটি কেমন কাতর কণ্ঠে বলছে, "ঈশ্বরের দিব্যি...প্রিয় আমার, ঈশ্বরের দিব্যি।"

সে ছিল একটা বড় কারখানা, অনেকগুলো বাড়ি ও ঘোড়ার মালিক। প্রসব-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য হাজার হাজার টাকা দান করতো। অথচ সেখানে দাঁড়িয়ে ভিখারীর মতো তার কাছে প্রেম-সোহাগ ভিক্ষা করতো।

চা খেয়ে প্লেটনেভ ঘুমোত আর আমি কাজের খোঁজে বেরিয়ে যেতাম এবং ফিরতাম অনেক রাতে। তখন গুরির ছাপাখানায় থাকবার কথা। যদি আমি বাড়িতে কিছু রুটি,

কলেজ বা সিদ্ধ মাছ আন্‌তে পারতাম তা'হলে দুজনে ভাগ ক'রে নিতাম। সে তার ভাগটা সঙ্গে নিয়ে যেত।

তখন একা বারান্দায় ও বাড়িটার এ-কোণে ও-কোণে বেড়াতে বেড়াতে লক্ষ্য করতাম, সেখানকার লোকগুলো কি ভাবে জীবন যাপন করে। তারা সকলেই ছিল আমার কাছে নূতন। বাড়িখানা ছিল সে-সব লোকেই ভরা এবং দেখাতো একটা পিঁপড়ের ঢিপির মতো। সারা বাড়িতে ছিল টক, ক্ষয়কর গন্ধ। তার কোণে কোণে লুকিয়ে থাকতো মানুষের জীবনের প্রতিকূল জমাট অন্ধকার। সকাল থেকে রাত অবধি বাড়িখানা গম্ গম্ করতো। মেয়ে দর্জ্জিদের সেলাইয়ের কল অবিরাম খররর্ শব্দ করতো, অপেরার নাচওয়ালীরা গান সাধতো, সেই ছাত্রটিও গলা সাধতো, গণিকারা মদের নেশার ঘোরে থেকে থেকে চীৎকার ক'রে উঠতো আর আমার মনে এই স্বাভাবিক ও অমীমাংসিত প্রশ্নটি জাগাতো—

" এ সব কিসের জন্যে ?"

সেই ক্ষুধার্ত্ত তরুণদের মধ্যে একটিকে প্রায়ই লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। তার মাথায় ছিল টাক ও লাল চুল, চোয়াল দুখানা ছিল উঁচু, পেটটা ছিল মোটা পা দুখানা সরু। তার মুখের হাঁ-টা ছিল প্রকাণ্ড, দাঁতগুলো ছিল ঘোড়ার মতো। তাই সকলে তাকে বলতো, "ঘোড়া।' তার জনকতক আত্মীয়ের সঙ্গে সে অনবরত মামলা করতো সেই আত্মীয়রা ব্যবসা করতো সিমবারসকে। লোকটা সকলের কাছে ব'লে বেড়াতো, "যদি মরি কুচ্ পরোয়া নেহি! কিন্তু

আমি ওদের সর্ব্বনাশ করবো। ওরা তিন বছর ভিখিরীর মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াবে। তারপর আমি ওদের সব ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করবো, 'কেমন লেগেছিল ? বটে ! বটে !!! ' ”

—“ খোড়া, এই কি তোমার জীবনের লক্ষ্য ? ”

—“হাঁ। এইটেই সফল করবার চেষ্টায় আমার সারা দেহ-মন পরিশ্রম করেছে। আমি আর কিছু করতে পারি না। ”

সে সারাদিন নানা আদালতে আর তার উকিলের বাড়িতে কাটাতো এবং প্রায় সন্ধ্যায়ই ফিরে আসতো সঙ্গে নিয়ে অনেকগুলো মোড়ক ও বোতল। তারপর তার ছাদভাঙ্গা, মেজে-ওঠা নোংরা ঘরখানাতে দিত ভোজ। সে তাতে নিমন্ত্রণ করতো ছাত্র ও মেয়ে দর্জ্জিদের। বস্তুত যারাই খানা-পিনা করতে চাইতো তাদেরই।

সে নিজে কেবল খেত রাম্। খানকটা রাম্ টেনেই চীৎকার ক'রে উঠতো, “ওগো আমার ক্ষুদে পাখীর ঝাঁক ! আমি তোমাদের ভালোবাসি। তোমরা সকলে বড় সৎ প্রকৃতির—কিন্তু আমি হচ্ছি শয়তান, একটা কু-কুমীর—আমার আত্মীয়দের ধ্বংস করতে চাই। আমি তাদের ধ্বংস করবোই, ঈশ্বরের দিব্যি, করবোই। আমি তার জন্যে মরবো, কিন্তু...”

তার চোখ দুটি করুণ ভাবে মিট মিট করতো, দু' গাল বেয়ে পড়তো জল। সে হাতের চেটো দিয়ে তা মুছে হাতখানা

সসেজ বা সিদ্ধ মাছ আন্‌তে পারতাম তা'হলে দুজনে ভাগ ক'রে নিতাম। সে তার ভাগটা সঙ্গে নিয়ে যেত।

তখন একা বারান্দায় ও বাড়িটার এ-কোণে ও-কোণে বেড়াতে বেড়াতে লক্ষ্য করতাম, সেখানকার লোকগুলো কি ভাবে জীবন যাপন করে। তারা সকলেই ছিল আমার কাছে নূতন। বাড়িখানা ছিল সে-সব লোকেই ভরা এবং দেখাতো একটা পিঁপড়ের ঢিপির মতো। সারা বাড়িতে ছিল টক, ক্ষয়কর গন্ধ। তার কোণে কোণে লুকিয়ে থাকতো মানুষের জীবনের প্রতিকূল জমাট অন্ধকার। সকাল থেকে রাত অবধি বাড়িখানা গম্ গম্ করতো। মেয়ে দর্জ্জিদের সেলাইয়ের কল অবিরাম' খররর্ শব্দ করতো, অপেরার নাচওয়ালীরা গান সাধতো, সেই ছাত্রটিও গলা সাধতো, গণিকারা মদের নেশার ঘোরে থেকে থেকে চীৎকার ক'রে উঠতো আর আমার মনে এই স্বাভাবিক ও অমীমাংসিত প্রশ্নটি জাগাতো—

" এ সব কিসের জন্যে ?"

সেই ক্ষুধার্ত্ত তরুণদের মধ্যে একটিকে প্রায়ই লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। তার মাথায় ছিল টাক ও লাল চুল, চোয়াল দুখানা ছিল উঁচু, পেটটা ছিল মোটা, পা দুখানা সরু। তার মুখের হাঁ-টা ছিল প্রকাণ্ড, দাঁতগুলো ছিল ঘোড়ার মতো। তাই সকলে তাকে বলতো, "ঘোড়া।" তার জনকতক আত্মীয়ের সঙ্গে সে অনবরত মামলা করতো। সেই আত্মীয়রা ব্যবসা করতো সিমবারসকে। লোকটা সকলের কাছে ব'লে বেড়াতো, "যদি মরি কুচ্ পরোয়া নেহি! কিন্তু

আমি ওদের সর্ব্বনাশ করবো। ওরা তিন বছর ভিখিরীর মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াবে। তারপর আমি ওদের সব ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করবো, 'কেমন লেগেছিল?' বটে! বটে!!! ' "

—" ঘোড়া, এই কি তোমার জীবনের লক্ষ্য?"

—"হাঁ। এইটেই সফল করবার চেষ্টায় আমার সারা দেহ-মন পরিশ্রম করেছে। আমি আর কিছু করতে পারি না।"

সে সারাদিন নানা আদালতে আর তার উকিলের বাড়িতে কাটাতো এবং প্রায় সন্ধ্যায়ই ফিরে আসতো সঙ্গে নিয়ে অনেকগুলো মোড়ক ও বোতল। তারপর তার ছাদভাঙ্গা, মেজে-ওঠা নোংরা ঘরখানাতে দিত ভোজ। সে তাতে নিমন্ত্রণ করতো ছাত্র ও মেয়ে দর্জ্জিদের। বস্তুত যারাই খানা-পিনা করতে চাইতো তাদেরই।

সে নিজে কেবল খেত রাম্। খানিকটা রাম্ টেনেই চীৎকার ক'রে উঠতো, "ওগো আমার ক্ষুদে পাখীর ঝাঁক! আমি তোমাদের ভালোবাসি। তোমরা সকলে বড় সৎ প্রকৃতির—কিন্তু আমি হচ্ছি শয়তান, একটা কু-কুমীর—আমার আত্মীয়দের ধ্বংস করতে চাই। আমি তাদের ধ্বংস করবোই, ঈশ্বরের দিব্যি, করবোই। আমি তার জন্যে মরবো, কিন্তু..."

তার চোখ দুটি করুণ ভাবে মিট মিট করতো, দু' গাল বেয়ে পড়তো জল। সে হাতের চেটো দিয়ে তা মুছে হাতখানা

এক রাত্রে পুলিশটা একজন রুক্ষ প্রকৃতির বাসিন্দাকে ধরলে। আমি সে লোকটার নাম দিয়েছিলাম " ভুলের স্তম্ভ। " গুরি সকালে যখন খবরটা শুনলে তখন উত্তেজনায় চুলগুলো উস্কোখুস্কো ক'রে পিছন দিকে সরিয়ে দিয়ে বললে, "দেখ, ম্যাকসিমিচ, যত জোরে পারো ছুটে যাও…"

আমাকে কোথায় যেতে হবে সে কথা বুঝিয়ে দিয়ে আবার বললে, " সাবধান ! সেখানে কোন চর থাকতে পারে…"

এই রহস্যময় কর্ত্তব্যটির ভার পেয়ে আমি বড় আমোদ উপভোগ করতে লাগলাম এবং ছুটে চললাম শহরতলীর দিকে। সেখানে এক কাঁসারির অন্ধকার কারখানায় একটি যুবকের দেখা পেলাম। তার মাথায় ছিল কোঁকড়া চুল, চোখ দুটি আশ্চর্য্য রকমের নীল। সে একটা প্যান ঝালাই করছিল—কিন্তু তাকে কারিগরের মতো দেখাচ্ছিল না। আর, কোণে একটা "বাইশ-যন্ত্রের" কাছে একটি ছোট-খাট বৃদ্ধ মাথার পাকা চুলের ওপর একটা পটি বেঁধে ব্যস্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি কাঁসারিটিকে জিজ্ঞেস করলাম, " কোন কাজ আছে ?"

বৃদ্ধ রাগের সঙ্গে উত্তর দিলে, " আছে বটে, কিন্তু তোমার জন্যে কিছুই নেই।"

যুবকটি আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আবার মাথা নীচু করলে। আমি খুব আস্তে পা দিয়ে তার পা ছুঁলাম। সে রাগে, বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে প্যানটার হাতল এমন ভাবে ধ'রে রইলো যেন আমাকে সেটা ছুড়ে মারবে।

কিন্তু আমাকে চোখ-ইসারা করতে দেখে তাড়াতাড়ি বললে, "যাও, যাও…"

আমি আবার ইসারা ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তার জন্য বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সে আলস্য ভেঙে বেরিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ টানতে লাগলো।

বললাম, "তুমি—টিথন ?"

—"হাঁ।"

—"পিটারকে গ্রেফতার করেছে।"

সে আমার দিকে রাগের সঙ্গে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করলে। বললে, "কোন পিটার ?"

—"সেই ঢ্যাঙা মতো, যাকে ডিকনের মতো দেখতে।"

—"বটে।"

—"আর কিছু নয়।"

—"তোমার ডিকনের মতো পিটারকে নিয়ে আমি কি করবো ?"

সে প্রশ্নটি এমন ভাবে করলে যে, বুঝলাম সে ক্যারগর নয়। আমার কর্ত্তব্যটি পালন করেছি এই গর্ব্বে ফুলে উঠে ছুটলাম বাড়ি।

ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে এই ভাবে হ'ল আমার প্রথম যোগদান। গুরি গ্রেটেনেভের সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটার যোগ ছিল। আমি তাকে গোপন ব্যাপারটার সঙ্গে আমার পরিচয়

করিয়ে দিতে বলায় সে উত্তর দেয়, "তোমার এখনও সে বয়স হয়নি, ছোকরা। প্রথমে তোমাকে অনেক শিখতে হবে।"

সে সময়ে ইভ্রেইনভ্ আমাকে এক রহস্যময় ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। কিন্তু এই পরিচয়টা ছিল জটিল। তার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। তাতে আমার মনে একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছুর ছায়াপাত হয়। ইভ্রেইনভ্ আমাকে শহরের বাইরে আরসকোই ফিল্‌ডে নিয়ে যেতে যেতে পথে সতর্ক ক'রে দেয় যে, এই পরিচয়ের জন্যে আমায় খুব সাবধান হতে হবে। আর, এটা গোপন রাখা একান্ত দরকার। একখানি রুক্ষ প্রান্তরে একটি ক্ষুদ্র ধূসর মূর্ত্তির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে খাটো গলায় বলে, "ঐ যে তিনি। ওঁর পিছন পিছন যাও। উনি যখন থামবেন, তখন ওঁর কাছে গিয়ে বলবে, 'আমি নবাগত'।"

মূর্ত্তিটি আস্তে আস্তে চল্‌ছিল। যা রহস্যময় তা সব সময়েই সুখকর। কিন্তু সেই ব্যাপারটা আমার লাগলো মজার। শুষ্ক, রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। একটি ক্ষুদ্রকায় মানুষ মাঠের ওপর দিয়ে কালো দাগের মতো গড়িয়ে চলেছে—আমি তাকে গোরস্থানের ফটকে গিয়ে ধরলাম। দেখলাম, আমার সামনে রয়েছেন এক তরুণ। তাঁর মুখখানি শুক্‌নো, পাখীর মতো গোল চোখ দুটোতে রয়েছে কঠোর দৃষ্টি।...তিনি কথা-বার্ত্তা বললেন নীরস ভাবে। তাঁকে আমার আদৌ ভাল লাগলো না। আমি কি পড়েছি সে সম্বন্ধে কঠোর প্রশ্ন ক'রে, প্রস্তাব করলেন, তিনি যে সঙ্ঘ গঠন করেছেন তাতে আমায় যোগ

দিতে হবে। আমি সম্মত হ'লাম এবং দুজনে ছাড়াছাড়ি হ'ল। তিনি সেই রুক্ষ প্রান্তরখানার চারধারে লক্ষ্য করতে করতে আগে আগে চললেন।

যে সঙ্ঘটিতে প্লেটনেভ ও আরও তিন চারটি যুবকের যোগ ছিল তাতে আমিই ছিলাম সকলের চেয়ে বয়সে ছোট। অ্যাডম স্মিথের বইগুলি পড়বার জন্য তখনও তৈরি হ'য়ে উঠি নি। টীচারস্ ইনষ্টিটিউটের মিলোফরসকি নামে এক ছাত্রের বাসায় আমরা মিলতাম। সে পরে ছদ্মনামে গল্প লেখে এবং পাঁচখানি গল্পের বই লেখবার পর আত্মহত্যা করে। যে সব লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল, তাদের মধ্যে কতজন যে স্বেচ্ছায় জীবনকে পরিত্যাগ করেছে! সে চুপচাপ থাকতো, চিন্তায় ছিল তীক্ষ্ণ, কথাবার্ত্তায় ছিল সাবধান। থাকতো একখানা নোংরা বাড়ির ভিতর দিকে। আর "দেহ-মনের সমতা রক্ষার জন্য" ছুতোরের কাজ করতো। তার সঙ্গে থাকা ছিল কষ্টকর। আমি তার সেই গর্ত্তে প্রত্যহ দু' তিন ঘণ্টা অতিকষ্টে ব'সে গায়ে কাদার গন্ধ মেখে, নোংরা দেওয়ালের গায়ে জলের পোকাগুলোকে গুড় গুড় ক'রে ঘুরে বেড়াতে দেখতাম। সেই ঘরেই পড়তাম অ্যাডাম স্মিথের বই।

একদিন আমাদের শিক্ষকের আসতে দেরী হ'ল। মনে করলাম, তিনি আসবেনই না। তাই আমরা এক বোতল ভদকা, কিছু রুটি ও কতকগুলো শসা কিনে একটি ছোট-খাট ভোজের আয়োজন করলাম। হঠাৎ তাঁর কালো পা দুখানা

জানলার বাইরে ঝলক দিয়ে চ'লে গেল। ভদকার বোতলটা আমরা টেবিলের তলায় লুকোতে লুকোতেই তিনি ঘরের ভেতরে ঢুকলেন। আমরা অর্থশাস্ত্রের জ্ঞানগর্ভ ভাষ্যের আলোচনায় আবার ডুবে গেলাম। সকলে পুতুলের মতো স্থির হ'য়ে ব'সে রইলাম। ভয় হ'তে লাগলো আমাদের মধ্যে কেউ পা দিয়ে বোতলটা উল্টে ফেলে দেবে। বোতলটা শিক্ষক মশায় নিজেই পা দিয়ে উল্টে ফেলে টেবিলের তলায় তাকিয়ে দেখলেন, কিন্তু একটি কথাও বললেন না। তিনি যদি আমাদের বেশ খানিকটা ভৎ‍র্সনা করতেন তা'হলে ভাল হ'ত!

তাঁর মৌনতা, কঠোর মুখখানি ও বাঁকা অসন্তুষ্ট চোখ দুটি আমাকে ভয়ঙ্কর বিমূঢ় ক'রে ফেললে। আমার বন্ধুগণের লজ্জায় রাঙা মুখগুলির দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে আমাদের "আধ্যাত্মিক" শিক্ষকটির কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হ'তে লাগলো। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক করুণা জাগলো, যদিও আমার কথায় ভদকা কেনা হয় নি।

এই সব পাঠকালে আমার বিরক্তি বোধ হ'ত, উঠে তাতার-দের বসতিতে যেতে মন চাইতো। সেখানে সহৃদয় নম্র মানুষের দল যে জীবন যাপন করতো তা ছিল এ জীবন থেকে পৃথক ও স্বাস্থ্যকর। তারা বলতো হাস্যকর বিকৃত রুষ-ভাষা। সন্ধ্যায় দীর্ঘ মিনার থেকে মুয়েজ্জিনের করুণ কণ্ঠ তাদের ডাকতো মসজিদে। আমার বোধ হ'ত তাতারদের জীবন পৃথক ভিত্তির ওপর গঠিত। আমি যে নিরানন্দ জীবনের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম তা তার মতো নয়।

আমি ভলগার মোহিনী ও কর্ম্মময় জীবনের সঙ্গীত অনুভব করতাম এবং আজ অবধি সেই সঙ্গীত আমার অন্তরকে প্রীতিকর ভাবে উত্তেজিত ক'রে তোলে। আমার ভাল ক'রে মনে পড়ে, সেই দিনটিতেই শ্রমের বীরত্বময় কাব্যখানি প্রথম অনুভব করি।

পারস্য থেকে মাল-বোঝাই একখানি প্রকাণ্ড বজরা কাজানের নীচে একটা পাহাড়ে ধাক্কা লেগে তলায় গর্ত্ত হ'য়ে যায়। একদল বোঝাইকার আমাকে বজরাখানা খালি করবার জন্য নিযুক্ত করে। তখন সেপ্টেম্বর মাস। পূবে বাতাস বইছিল। নদীটার ধূসর বুকে ঢেউগুলো সরোষে লাফিয়ে উঠছিল। বাতাস প্রচণ্ড বেগে তাদের শীর্ষভাগ ছিন্ন ক'রে, সেই জলকে বৃষ্টি-ধারার মতো সিঞ্চন করছিল। পঞ্চাশ জন লোকের সেই দলটি রুক্ষ মুখে খালি বজরাখানার পাটাতনের নীচে থাকবার একটা বন্দোবস্ত ক'রে নিলে। লোকগুলো ত্রিপল ও মাদুরে শরীর ঢাকা দিয়ে রইলো। আর, একখানা ছোট বজরাটানা ষ্টীমার বৃষ্টিধারায় আগুনের ফুল্‌কির লাল ফুলঝুরি ছড়িয়ে বজরাখানাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো।

সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছিল। অন্ধকার যত ঘনিয়ে উঠেছিল ভিজে, ধূসর আকাশখানি ততই নদীটির বুকে পড়ছিল নুয়ে। মাল-বোঝাইকারেরা অসন্তোষ প্রকাশ করছিল। এক সময়ে তারা বৃষ্টি, বাতাস ও জীবনকে অভিসম্পাত দিতে শুরু করলো। কেউ কেউ পাটাতনের ওপর অলস ভাবে চলে-ফিরে বেড়াতে বেড়াতে ঠাণ্ডা ও জল থেকে নিষ্কৃতি পাবার আশায় আশ্রয়ের চেষ্টা

করছিল। আমার মনে হ'ল, সেই আধা অসাড় লোকগুলো কাজ করতে অক্ষম। তারা নষ্টপ্রায় মালগুলোকে রক্ষা করতে পারবে না।

মাঝরাতের দিকে আমরা নদীর চরে গিয়ে পৌঁছলাম এবং পাহাড়ের মাথায় আটকানো বজরাখানার পাশে আমাদের বাজরাখানা ভিড়িয়ে বাঁধা হ'ল। দলের সর্দ্দার, হিংসুটের মতো দেখতে এক বুড়ো, মুখে বসন্তের দাগ, চোখ ও নাকটা চিলের মতো, টাকওয়ালা মাথা থেকে টুপিটা চট ক'রে খুলে নিয়ে মেয়েলী গলায় চীৎকার ক'রে বললে, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো—বাবারা!"

লোকটা ছিল বেশ কৌশলী। সে অশ্লীল ভাষায় অবিরাম গালাগাল দিচ্ছিল।

লোকগুলো অন্ধকারে বজরাখানার পাটাতনে কালো স্তূপের মতো জড় হ'য়ে ভালুকের মতো ঘোঁ ঘোঁ করতে লাগলো। সর্দ্দার সকলের আগে প্রার্থনা শেষ ক'রে কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ শব্দে ব'লে উঠলো, "লণ্ঠনগুলো! ওহো! আমাকে কিছু কাজ দেখাও! ফাঁকি দিও না, বাবারা। ভগবান সহায়, শুরু করা যাক।"

আর সেই জড়, অলস, ভিজে লোকগুলো "কিছু কাজ দেখাতে" আরম্ভ করলো। তারা চীৎকার ক'রে, হুঙ্কার ছেড়ে সশব্দে ছোঁ দিয়ে পড়লো বজরাখানার পাটাতন ও জলভরা খোলে যেন লড়াই করতে যাচ্ছে। আমার চারধারে চালের বস্তা, কিসমিস্ মনাক্কার গাঁট, চামড়া ও ইরানী ভেড়ার ছানাগুলো

পালকের বালিশের মতো হালকা ভাবে উড়ে যেতে আরম্ভ করলো। আর যণ্ডা মূর্ত্তিগুলো চীৎকার ক'রে, শিষ দিয়ে, রূঢ় অশ্লীল ভাষায় পরস্পরকে উৎসাহ দিয়ে ছুটে বেড়াতে লাগলো। একথা বিশ্বাস করা কঠিন ছিল যে, সেই জড়, বিষণ্ণ লোকগুলোই যারা অল্পক্ষণ আগে জীবনের, বৃষ্টির ও ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে রুষ্টভাবে মন্তব্য করছিল, তারাই এখন এমন আনন্দ, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিপুণ-তার সঙ্গে কাজ ক'রে যাচ্ছে। বৃষ্টি ততক্ষণ হ'য়ে এসেছিল আরও ঘন ও ঠাণ্ডা, বাতাস আরও প্রবল। তা তাদের গায়ের শার্টগুলো মাথার ওপরে উড়িয়ে ফেলছিল, তাতে পেট বেরিয়ে পড়ছিল।...সেই স্যাঁৎসেঁাতে অন্ধকারে, ছটি লণ্ঠনের স্তিমিতা-লোকে ময়লা লোকগুলো ওঠা-নামা করছে। বজরার পাটা-তনে তাদের পায়ের শব্দ হচ্ছে ধপ্ ধপ্। তারা এমন ভাবে কাজ করছে যেন অনেক দিন থেকে শ্রমের জন্য হ'য়ে উঠছিল ক্ষুধার্ত্ত।...তারা শিশুর আনন্দময় উৎসাহে, কর্ত্তব্যভার সমাপ্তির মদির উল্লাসের সঙ্গে এমন ভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছিল যেন খেলা করছে।

একটা লম্বা-চওড়া দাড়িওয়ালা লোক, মালগুলোর মালিক কিম্বা তার প্রতিনিধি হবে, হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে চীৎকার ক'রে বললে, "বাবারা, এক বালতি দেব! দু বালতি। ফূর্ত্তিতে কাজ কর।"

সেই অন্ধকারে চারধার থেকে এক সঙ্গে অনেকগুলো ভাঙ্গাগলা শোনা গেল: "তিন বালতি!"

—আচ্ছা। তিন বালতিই সই। কাজ কর। হাঁ।

অগ্নি কাজের ঝড় আরও প্রবল হ'য়ে উঠ্‌লো। আমিও বস্তা আঁকড়ে ধ'রে, টেনে এনে, ছুড়ে ফেলছিলাম। তারপর ছুটে গিয়ে আবার ধরছিলাম। আমার বোধ হচ্ছিল, আমি নিজেও আমার চারধারে প্রত্যেক কিছুর প্রলয় নাচে বেঁকে গোল হ'য়ে গেছি; এই লোকগুলো এই রকম প্রচণ্ড বেগে ও আনন্দে একটুও বিশ্রাম না ক'রে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অবিরাম শ্রম ক'রে যেতে পারে। তারা গোটা শহরটাকেই যেখানে খুশি সেখানে তার গির্জ্জার চূড়া ও মিনার-গুলো শুদ্ধ ধ'রে তুলে নিয়ে রাখতে পারে।

সেই রাতটি আমি এমন আনন্দের মাঝ দিয়ে কাটিয়েছিলাম যে, তেমন আনন্দ আগে কখন উপভোগ করিনি; আমার অন্তর কর্ম্মের এই রকম অর্দ্ধোন্মাদ উল্লাসে সারা জীবন কাটিয়ে দেবার বাসনায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। বজরাখানার গায়ে ঢেউ গুলো ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আঘাত করছিল। পাটাতনের ওপর চট্‌পট্‌ শব্দে বৃষ্টি ঝরছিল, বাতাস নদীবুকে হুঙ্কার দিয়ে বেড়াচ্ছিল এবং ভোরের ধূসর কুয়াসায় অর্দ্ধনগ্ন, ভিজে লোক গুলো প্রবল ও অক্লান্ত ভাবে ছুটে বেড়াচ্ছিল, চীৎকার করছিল, হাসছিল, তাদের শক্তিতে, তাদের কর্ম্মে আনন্দ উপভোগ করছিল। তারপর বাতাস সেই গুরু মেঘভার ছিঁড়ে ফেললে। আর, রক্তিম অরুণকিরণ আকাশের নীল ও উজ্জ্বল সেই ছাপ-টিতে ঝল্‌মল করতে লাগলো। আনন্দময় পশুগুলো সমস্বরে সেই আলোককে আবাহন জানাল।...

বোধ হ'তে লাগলো আনন্দে উন্মত্ত শক্তির সেই রকম তানকে

কিছুই বাধা দিতে পারে না, তা পৃথিবীতে অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারে ; এক রাত্রির মধ্যে তা সারা ভূমণ্ডলকে সুন্দর প্রাসাদ ও মহানগরে ছেয়ে ফেলতে পারে। রবিরশ্মিগুলি মানুষের পরিশ্রমকে দু-এক মিনিট দেখতে দেখতে মেঘের সেই ঘন-ভারকে অতিক্রম করতে পারলে না, সমুদ্রে শিশুর মতো ডুবে গেল আর তারপরই বৃষ্টি পড়তে লাগলো মুষল ধারায়।

একজন চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলো, "থামো !"

কে যেন রুষ্টস্বরে উত্তর দিলে, "আমি তোমায় থামাবো !"

এবং দুপুরে বেলা দুটো অবধি, যে পর্য্যন্ত না মালগুলো সরিয়ে ফেলা হ'ল, সেই অর্দ্ধনগ্ন লোকগুলো, একটুও বিশ্রাম করলে না, প্রবল বারিপাত ও প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে কাজ করলে। আমিও শ্রদ্ধার সঙ্গে ভাবতে বাধ্য হ'লাম, মানুষের এই পৃথিবী অমিত শক্তিতে কত সমৃদ্ধা !

আমরা তারপর একখানা ষ্টীমারে উঠে ডেকের ওপর মাতালের মতো ঘুমিয়ে পড়লাম। এবং কাজানে পৌঁছে নদীতীরে বালুতে কালো ময়লার ধারার আকারে বেরিয়ে প'ড়ে তিন বালতি ভদকা খাবার জন্যে একটা ভাটিখানায় গিয়ে ঢুকলাম।

সেখানে চোর বাশকিন আমার কাছে এসে, আমার মাথা থেকে পা অবধি লক্ষ্য ক'রে বললে, "তোমাকে দিয়ে ওরা কি করিয়ে ছিল !"

আমি সোৎসাহে তার কাছে আমার কাজের বর্ণনা করলাম। সে আমার কাহিনীটি মন দিয়ে শুনে দীর্ঘ নিশ্বাস

ফেলে অবজ্ঞাভরে বললে, "তুমি একটা আহাম্মক। তার চেয়েও খারাপ। নিরেট !"

শিষ দিতে দিতে ও মাছের মতো শরীরটা খেলিয়ে লোকের ভিড়ে ঘেরা টেবিলগুলোর মাঝ দিয়ে যেন সাঁতরে সে চ'লে গেল। সকলে চীৎকার ক'রে আনন্দ প্রকাশ করছিল। কোণে একটি লোক বাজখাঁই গলায় একটা অশ্লীল গান ধরলে। আর জন বারো লোক টেবিল চাপড়ে সপ্তমে গলা চড়িয়ে গানটির ধুয়া গাইতে লাগলো।

তারপরই উঠলো হাসির হররা, শিষের তীক্ষ্ণ শব্দ, কথার বজ্র-নিনাদ,—সম্ভবত পৃথিবীতে তার তুলনা নেই।

(২)

আপেল গাছগুলো পুষ্পিত হ'য়ে উঠছে। গ্রামখানিতে জড়িয়ে আছে গোলাপী রঙের তুষারপুঞ্জ ও তিক্ত গন্ধ। গন্ধটা আলকাতরা ও সারের গন্ধকে ঢেকে সব জায়গায় প্রবেশ করেছে। শত শত গাছ ফুলে ছেয়ে গেছে যেন এক উৎসবের ভোজে পাপড়ির লাল সাটিনের পোশাক প'রে, কুঁড়েগুলোর কাছ থেকে সারি বেঁধে সেই মাঠ অবধি ছড়িয়ে আছে।... জ্যোৎস্নারাতে মৃদু বাতাসে আন্দোলিত হ'য়ে মথের মতো ফুলগুলো অস্ফুট খস খস শব্দ করে। মনে হয় যেন গোটা গ্রাম-খানি গাঢ় সোনালি-নীলরঙে ডুবিয়ে গেছে। বুলবুল আবেগে অবিরাম গান গাইছে, আর দিনের বেলায় ষ্টারলিংগুলো উত্যক্ত ক'রে তুলছে, অদৃশ্য লারকগুলো পৃথিবীর বুকে তাদের নিরবচ্ছিন্ন কোমল সুরধারা বর্ষণ করছে। ছুটির দিনে

রাতের বেলা তরুণ-তরুণীরা পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, ছোট ছোট পাখির মতো মুখ ফাঁক করে গান গায় ও কোমল প্রাণ-মাতানো হাসি হাসে। ইসৎও নেশাতুরের মতো হাসতো। সে রোগা হয়ে গিয়ে ছিল। তার চোখ দুটি গিয়ে ছিল কালো কোটরে ঢুকে, মুখখানি হয়ে উঠেছিল আরও কঠোর, সুন্দর—ও সাধুর মতো। সে সারা দিন ঘুমোত, ঈষৎ চিন্তিত ও অন্য-মনস্ক ভাবে পথে বার হতো কেবল সন্ধ্যার দিকে। কুকুশকিন তাকে নিয়ে সস্নেহে কিন্তু অমার্জ্জিতভাবে মজা করতো। আর সে সলজ্জ হাসি হেসে বলতো, "চুপ করো। কি করা যাবে?" এবং সোল্লাসে বলে যেত, "আহা জীবন কি মধুর! কি কোমল-তার মাঝে লোক বেঁচে থাকতে পারে—তোমার হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছবার কি ভাষা! এমন সব ব্যাপার আছে, যা লোকে আমরণ ভুলতে পারবে না। যখন পুনর্জন্ম হবে লোকের মনে পড়বে সেই গুলোই সকলের আগে…।"

খোখোল (লিটল রুষিয়াবাসীকে বলা হয়) মৃদু হেসে তাকে সতর্ক করে দিত, "সাবধান। স্বামীরা যেন তোমাকে ঘা কতক না দেয়।"…

—"তাদের সে অধিকার আছে।"

প্রায় প্রত্যেক রাতেই বুলবুলগুলির গানের সঙ্গে বাগানে, মাঠে ও নদীর তীরে শোনা যেত মিগানের সপ্তম, মনউচাটন করা কণ্ঠস্বর। সে সুন্দর গান গাইতো। তাই চাষীরা তার বহু দোষ মার্জ্জনা করতো। শনিবার সন্ধ্যায় আমাদের দোকানের চারধারে লোক এসে জমায়েৎ হত। কেউ কেউ বসে

আলোচনা শুরু করতো। জন কতক চলে যেত, আবার জন কতক আসতো। এম্নি ব্যাপার চলতো গভীর রাত অবধি। কখন কখন যারা মাতাল তারা গোলমাল বাধাতো। আর সকলের চেয়ে কোসটিনই গোলমাল করতো বেশি। সে ছিল সৈনিক। তার চোখ ছিল একটা এবং একখানা হাতের দুটো আঙুল ছিল না। সে আস্তিন গুটিয়ে ঘুষি ঝাঁকিয়ে লড়ুয়ে মোরগের মতো ভঙ্গি করে দোকানের ফটকের কাছে এগিয়ে এসে ভাঙ্গা গলায় চীৎকার করে বলতো, "এই, খোখোল, তুর্কীধর্ম্মী পচা বংশের ছেলে! বল্ তুই গির্জ্জায় যাস্ না কেন? এই বিধর্ম্মী! এই বদমায়েশ! উত্তর দে, তুই মনে মনে কি?"

সকলে তাকে ক্ষেপাতো, "মিশকা, তোমার আঙুলক'টা গুলি করে উড়িয়ে দিয়েছে কেন? তুর্কীদের ভয় করতে?"

সে লড়াই করতে ছুটে যেত। সকলে হাসতে হাসতে, চীৎকার করতে করতে তাকে চেপে ধরে খাদের মধ্যে ফেলে দিত। সে মাথাটা নিচের দিকে করে গড়াতে গড়াতে চীৎকার করতো, "বাঁচাও! ওরা আমাকে মেরে ফেলেছে!"

তারপর সে সর্ব্বদেহে ধুলো মেখে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এসে খোখোলকে খানিকটা ভদকা দিতে বলতো।

—"কেন দেব?"

—"আমাকে নিয়ে যে মজা করলে তার জন্যে।"

চাষীরা হো হো করে হেসে উঠতো।...

খোখোলটিকে আমি ভালোবাসতাম খুব ; সম্মান করতাম। কিন্তু আমার বড় ইচ্ছে হত, তিনি একদিন আমার বা আর কারো ওপর রাগ করে চীৎকার করুন, মাটিতে পা ঠুকুন। কিন্তু রাগবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না অথবা রাগবার ক্ষমতাও তিনি চাইতেন না। যখন কারো নীচতা বা নির্ব্বুদ্ধিতায় রুক্ষ হয়ে উঠতেন, কেবল তখন তাঁর ধূসর চোখ দুটি অর্দ্ধ নিমীলিত করে নীরস ভাষায় সাধারণত খুব সহজ ও নিষ্ঠুর কিছু বলতেন। মিগান তাঁকে তাঁর দুঃসাহসিক কার্য্যে নানা উপায়ে সাহায্য করবার চেষ্টা করতো।

আমি মিগানকে পছন্দ করতাম। তার সুন্দর বিষাদ সঙ্গীত শুনতে আমার ভালো লাগতো। চোখ দুটি বন্ধ করে শান্ত মুখে সে গান গাইতো। রাতের অন্ধকারে যখন চন্দ্র থাকতো না, আকাশখানা ঢাকা থাকতো ঘন মেঘাস্তরণের অন্তরালে তখনই সে বাইরে থাকতে ভালোবাসতো। কখন কখন সন্ধ্যায় সে আমার কানে কানে বলতো, "চল ভলগায় যাই!"

সেখানে লুকিয়ে ছিপ ফেলে ষ্টারলেট ধরা নিষেধ ছিল। তার নৌকাখানার পিছনের গলুইয়ের দুপাশে পা ঝুলিয়ে সে বস্‌তো। তার বাঁকা, তামাটে রঙের পা দুখানা ঝুলতো কালো জলের ওপর। সে বলতো, "যখন কোন উঁচু বংশের লোক আমার ওপর গুণ্ডামি করে, আমি সহ্য করি। সে বড় লোক। সে যা জানে আমি তা জানি না। কিন্তু যখন কোন চাষী, ঠিক যেমন আমি, আমার সঙ্গে লাগে—কি করে

আমি সহ্য করতে পারি ? তার আর আমার মধ্যে তফাৎ কি ? সে রুবল গোণে, আমি কোপেক গুণি—ব্যস।" বলতে বলতে তার মুখখানি ব্যথাভরে সঙ্কুচিত হতো, ভ্রূ জোড়া কাঁপতো, আঙুলগুলো বঁড়সি পরীক্ষা করতে করতেও উকো দিয়ে শান দিতে দিতে তাড়াতাড়ি চলতো। তার মর্ম্মের ভাষাভরা কণ্ঠ মৃদু বেজে উঠতো, "আমাকে ওরা মনে করে চোর। হাঁ, স্বীকার করি আমি চোর। কিন্তু চোর নয় কে ? লোকে ডাকাতি করে বেঁচে আছে। তারা শোষণ করে, পরস্পরকে চিবিয়ে খায়। হাঁ—হাঁ—ভগবান আমাদের ভালবাসে না, বাসে শয়তান।"

আমাদের সামনে বয়ে চলতো কালো নদী, কালো মেঘদল মাথার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে যেত ভেসে এবং অন্ধকারে প্রান্তর-ভরা তটভূমিকে চোখে পড়তো না। মনে পড়ে, তখন ঢেউগুলো খুব সাবধানে তীরের বালুকে তোলপাড় করছে এবং আমার পায়ের তলায় এমন ভাবে লুটিয়ে চলে যাচ্ছে যেন আমাকে তাদের সঙ্গে অতল অন্ধকারে টেনে নিয়ে যেতে চায়।

মিগান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতো, "মানুষকে বাঁচতেই হবে, হবে না ?"

পাহাড়গুলোতে একটা কুকুর করুণ রবে ডাকছে। যেন আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি। নিজের মনেই বলছি "তুমি যে ভাবে জীবন যাপন করছো সে ভাবে জীবন যাপন করবে কেন ?"

নদীর বুক অত্যন্ত স্থির, কালো ও অদ্ভুত। মনে হচ্ছে, সেই উষ্ণ অন্ধকারের যেন শেষ নেই।

মিগান অস্পট ভাষায় বলতো, "ওরা খোখোলটাকে খুন

করবে। তোমাকেও—যদি সাবধান না হও।” তারপরই সে হঠাৎ গান ধরতো।

এক বিচিত্র সংচেতনায় আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতো, যেন পৃথিবী অন্ধকারের প্রবল বেগে, তরল শূন্যে, তার মধ্যে উল্টে গেল, আর আমিও পিছনে পৃথিবী থেকে অন্ধকারে যেখানে সূর্য্য চিরদিনের মতো অস্ত গেছে সেখানে গিয়ে পড়লাম।

যেমন হঠাৎ শুরু করতো তেম্নি হঠাৎ গান থামিয়ে মিগান নৌকাখানা নীরবে ধরে জলে ঠেলে দিত এবং তাতে বসে নিঃশব্দে অন্ধকার ছায়ায় মিলিয়ে যেত। আমি তার দিকে তাকিয়ে আবার ভাবতাম, “এ ধরনের লোক বেঁচে আছে কেন?”

বারিনফের সঙ্গেও আমার অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল। সে মানুষটি ছিল অসমঞ্জ, অলস, দাম্ভিক, গল্পবাজ, অস্থির ভবঘুরে। সে মস্কোয় কিছুকাল কাটিয়েছিল। বিরক্তির সঙ্গে তার গল্প করতো। “শহরটা নরক। বাস করা অসম্ভব। তাতে আছে চৌদ্দো হাজার ছটা গির্জ্জা—আর লোকগুলো—সব ঠগ—ঘোড়ার মতো সকলেরই চুলকুনি আছে। ব্যবসায়ী, সৈনিক, সাধারণ নগরবাসী—সকলেরই। তারা ঘুরে বেড়ায় আর চুলকোয়। সত্যি যে সেখানে একটা বড় কামান আছে, তার নাম সম্রাট-কামান—প্রকাণ্ড যন্ত্র। পিটার দি গ্রেট নিজে সেটা ছাঁচে ঢেলে ছিলেন, দাঙ্গাকারীদের ওপর গোলা দাগবার জন্যে। একটি স্ত্রীলোক, বড় ঘরের মেয়ে, তাঁকে ভালবাসতো বলে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তিনি তার সঙ্গে ঠিক সাত বছর থাকেন। তারপর তাকে তিনটি ছেলে-মেয়ে শুদ্ধ ছেড়ে দেন। স্ত্রীলোকটা রেগে ওঠে। তারপরেই করে বিদ্রোহ।

আর, তিনি সেই কামান থেকে দাগেন গোলা। একটা গোলাতেই কাৎ হয় ন' হাজার তিন শো আটজন লোক। তাতে তিনি নিজেই ভয় পান। আরক বিশপ ফিলারেটকে বলেন, 'থামিয়ে দেওয়া যাক'। তাই তারা সেটা বন্ধ করে …"

আমি তাকে বলি এসব বাজে কথা। সে তাতে রেগে ওঠে। বলে, "তোমার মেজাজ কি বদ! আমি গল্পটা শুনেছি এক পণ্ডিতের কাছে আর তুমি …"

সে সাধু মহাত্মাদের দেখবার জন্য কিয়েফেও যায়। শহরটাকে সে এই ভাবে বর্ণনা করে: "সেই শহরটা—আমাদের গ্রামের মতো। সেটাও একটা পাহাড়ের ওপর—সেখানে একটা নদী আছে। আমি তার নাম ভুলে গেছি। ভলগার তুলনায় সেটা নালা। সত্যি কথা বল্‌তে কি, শহরটা জটপাকানো। সেখানকার সব রাস্তাই বাঁকা আর সবগুলোই উঠেছে ওপর দিকে। লোকগুলো সব হচ্ছে খোখোল—আধা পোল, আধা তাতার। তারা কথা বলে না, প্যাঁক প্যাঁক করে। তারা চুল আঁচড়ায় না, স্নান করে না। তারা ব্যাঙ্‌ খায়—সেখানে ব্যাঙগুলোর প্রত্যেকটার ওজন পাঁচ সের। তারা ষাঁড়ে চড়ে আবার ষাঁড় দিয়েই জমিতে লাঙল দেয়। তাদের ষাঁড়গুলো আশ্চর্য্য ধরনের। সব চেয়ে ছোট যেটা সেও হবে আমাদের এখানকার বড় ষাঁড়ের চারগুণ। সেখানে আছে সাতান্ন হাজার সন্ন্যাসী, দুশো তিয়াত্তর জন বিশপ…এই বোকা, কি করে আমার কথার প্রতিবাদ করবে? আমি স্বচক্ষে সে-সব দেখেছি। তুমি সেখানে

কখন গেছ ? না। তাহলেই দেখ। বাপু, আমি আর সব কিছুর চেয়ে সত্যি কথা ভালোবাসি।"

সে ভালোবাসতো শূন্য—আমি তাকে সেগুলো যোগ দিতে ও গুণ করতে শিখিয়েছিলাম। কিন্তু সে ভাগকে ঘৃণা করতো। সে সোৎসাহে জটিল সংখ্যাগুলো গুণ করতো, নির্ভয়ে তাতে ভুল করতো ; আর কাঠি দিয়ে বালুর ওপর লম্বা এক সার শূন্য লিখে সেগুলোর দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে বলতো, "কেউ এমন জিনিষ উচ্চারণও করতে পারবে না।"

তাকে দেখতে ছিল কদাকার, তার পরনে থাকতো আলু-থালু, ছেঁড়া পোশাক কিন্তু মুখখানা ছিল প্রায় সুন্দর। মুখে ছিল কোঁকড়ানো মজাদার দাড়ি। নীল চোখ দুটি শিশুর হাসিতে হাসতো। তার ও কুকুশকিনের মধ্যে একটা সাদৃশ্য ছিল। সম্ভবত সেজন্যই তারা পরস্পরের কাছ থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে দূরে থাকতো।

সে মাছ ধরতে দু'বার কাস্পীয় সাগরে গিয়েছিল। সে কথা নিয়ে আনন্দ করতো ; বলতো, "বাবা, সমুদ্র কিছুর মতোই দেখতে নয় ! তার কাছে তুমি মশা। সেখানে জীবন বড় মধুর। সেখানে সব রকমের লোক জড় হয়, এমনকি একজন আরক-বিশপও সেখানে গিয়েছিলেন। আর সকলে যেমন করে তিনিও তাই করেছিলেন। সেখানে আমি একজন রাঁধুনীকেও দেখে-ছিলাম। সে এক জজের রক্ষিতার মতো থাকতো—তার চেয়ে বেশি আর কি তার চাই, বল ? কিন্তু সে তা সহ্য করতে পারে নি। তাই জজকে বলে, 'আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি, তবুও

বিদায় !' কারণ, যে একবার সমুদ্র দেখেছে তার কাছে সে আবার ছুটে যায়। সেটা আকাশের মতো নয়। আমিও সেখানে একদিন চিরদিনের মতো চলে যাব। দেখ, আমি চারধারে এত লোকজন পছন্দ করি না। তপস্বীর মতো মরুভূমিতে আমার থাকা উচিত ছিল। কিন্তু কোন ভাল মরুভূমির কথা আমি জানি না।..."

সে গৃহহীন কুকুরের মতো সারা গ্রামে ঘুরে বেড়াতো। লোকে তাকে ঘৃণা করতো, কিন্তু মিগানের গানের মতোই তারও গল্পগুলো শুন্‌তো আনন্দের সঙ্গে। সে মিথ্যা বলতে ছিল ওস্তাদ। তার কথা শুন্‌তে বড় আমোদ লাগতো। তার গল্পগুলো প্যানকফের মতো ঠাণ্ডা মেজাজী লোককেও বিচলিত করতো।

সে একদিন খোখোলকে বলে, "বারিনফ বলে গ্রোনি ছিল গুণীন। সে মন্ত্রবলে ঈগল হত। সেজন্যে তার সময় থেকে লোকে টাকা-পয়সার ওপর ঈগলের ছাপ দেয়। এটা করে তার সম্মানের জন্যে।"

আমি এটা লক্ষ্য করেছি বহুবার, যে, যা-কিছু অসাধারণ ও কাল্পনিক, সত্যের সঙ্গে তার যত সামান্য সম্পর্কই থাক, বাস্তব জীবনের গুরুত্বময় কাহিনীগুলির চেয়ে তা লোককে মুগ্ধ করে অনেক বেশি।

খোখোলের কাছে আমি একথা বলায় তিনি হেসে উত্তর দেন, "লোকের এ ভাব থাক্‌বে না। যা চাই তা হচ্ছে এই যে, তারা ভাবতে শিখবে। তাহলেই সত্যের সন্ধান পাবে। ঐ

বারিনফ্, কুকুশকিন, ওরা হল শিল্পী, উদ্ভাবক—মনে হয়, খ্রীষ্ট নিজেও ঐ ধরনের অদ্ভুত কল্পনাবিলাসী ছিলেন। তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, তিনি যে সব সামগ্রী উদ্ভাবন করেছিলেন, সেসবের কতকগুলো খারাপ ছিল না—"

আমি আশ্চর্য্য হতাম যে, এই সব লোক ভগবানের কথা বলতো কম এবং যেটুকু বলতো তাও অনিচ্ছার সঙ্গে। সেই লোকগুলির মাঝে বাস করা ছিল কল্যাণের এবং যেসব রাতে আলোচনা হত, সে-সব রাতে আমি শিখতাম অনেক। অনুভব করতাম, গ্রন্থের মাতালকরা মধুর জন্য আমি পুষ্ট হয়ে উঠছি। জানতাম আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গেই আলোচনাদি করতে পারি। খোখোল মৃদু হাস্যে আমাকে প্রশংসা করতেন, "সাবাস! তুমি চমৎকার উন্নতি করছো ম্যাস্কিমিচ।"

এই কথাগুলির জন্য তাঁর প্রতি আমি কি রকম কৃতজ্ঞ ছিলাম!

প্যানকফ কখন কখন তার স্ত্রীকে সঙ্গে আনতো। তার স্ত্রীটি ছিল ছোটখাট। তার মুখখানি ছিল কোমল, কালো চোখ দুটিতে ছিল বুদ্ধিমাখা চাহনি। সে পরতো "শহুরে" পোশাক। সে লজ্জায় ঠোঁটদুখানি বুজে এক কোণে বসে থাকতো। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তার মুখখানি হাঁ হয়ে যেত, চোখ দুটো ভয়ে-বিস্ময়ে বিস্ফারিত হত। এবং সময়ে সময়ে ঝাঁঝালো ঠাট্টা শুনে মুখে হাত চাপা দিয়ে বিমূঢ়ের মতো হাসতো। তা দেখে প্যানকফ রোমাসের দিকে চোখ ঠেরে বলতো, "ও বোঝে!"

জন কতক উগ্র বিজ্ঞ লোক রোমাসকে দেখতে আসতো।

তিনি তাদের সঙ্গে আমার চিলে-কোঠায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন।

অ্যাকসিনিয়া তাঁদের সেখানে খাবার দিত। তারা সেখানে ঘুমোতোও। কিন্তু আমি আর রাঁধুনীটি ছাড়া আর কেউ তাদের দেখতে পেত না। রাঁধুনীটা কুকুরের মতো রোমাসের ভক্ত ছিল। রাতের বেলা ইসৎ আর প্যানকফ সেই লোক-গুলোকে নৌকোয় চড়িয়ে কোন চল্‌তি ষ্টীমারের কাছে বা লোবিশকি বন্দরে নিয়ে যেত। আমি পাহাড়ের চূড়া থেকে দেখতাম,—কেমন করে কালো অথবা যদি জ্যোৎস্না থাকতো—রুপালি নদীর ওপর দিয়ে নৌকোখানা ভেসে চলেছে। তার ওপর ঝকমক করছে একটা লণ্ঠনের আলো। সেটা দেখতে দেখতে মনে হ'ত আমি যেন একটা মস্ত ও রহস্যময় কাজের অংশীদার। মারিয়া ডেরেনকোভাও কখন কখন শহর থেকে আসতো, কিন্তু যে দৃষ্টি আমাকে আগে বিচলিত করতো তার চোখ দুটিতে তা আর দেখ্‌তে পেতাম না। তার চোখ দুটিকে আমার কাছে এখন বোধ হত, এক তরুণীর চোখ যে নিজের মোহিনী সম্বন্ধে সচেতন এবং এটা অনুভব করে খুশি যে সেই দাড়িওয়ালা প্রকাণ্ড লোকটি তার প্রেমে পড়েছে। খোখোল অন্যের সঙ্গে যেমন শান্ত ভাবে কথা বলতেন তার সঙ্গেও বলতেন তেম্নি, কিন্তু সাধারণত যেমন করতেন তখন তেমন না করে দাড়িতে ঘন ঘন হাত বুলোতেন। তাঁর চোখ দুটি কোমল আলোয় ঝক্ ঝক্ করতো।···মেয়েটির মধ্যে এমন কিছু ছিল যা আমাকে নূতন ভাবে বিচলিত করতো। আমার মনে জাগতো

রোষ, বৈরিতা। সেই জন্যে আমি যতটা কম সম্ভব তার কাছে থাকতাম।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি ইসৎ অদৃশ্য হল। গুজব উঠলো সে ডুবে মরেছে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই কথাটি প্রমাণিত হ'ল। গ্রাম থেকে প্রায় ক্রোশ চারেক দূরে, নদীর কূলে এক জায়-গায়, গোচারণ মাঠের ধারে, তার নৌকাখানা পড়ে ছিল তলা ফাঁসা, পিছনের গলুই ভাঙ্গা। দুর্ঘটনাটার ব্যাখ্যা করা হল এইভাবে: ইসৎ নিশ্চয়ই নদীতে ঘুমিয়ে পড়েছিল আর ওর নৌকাখানা ভাস্‌তে ভাস্‌তে গিয়ে ধাক্কা লেগেছিল ক্রোশ তিনেক দূরে তিনখানা বজরার গায়ে।

ব্যাপারটা যখন ঘটে রোমাস তখন ছিলেন কাজানে। সন্ধ্যায় কুকুশকিন দোকানে এল। ম্লান মুখে বস্তাগুলোর ওপর বসে সে নীরবে তার পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলে, "খোখোলটি আস-ছেন কবে?"

—"জানি না।"

মুখখানা হাতের তালু দিয়ে জোরে ঘষে বিড় বিড় করে সবচেয়ে নোংরা ভাষায় দিব্যি গাল্‌তে লাগলো এবং গলায় হাড়-বেঁধা কুকুরের মতো গর্ গর্ করে উঠলো।

জিজ্ঞেস করলাম, "কি ব্যাপার?"

ঠোঁট দুখানা কামড়াতে কামড়াতে সে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগলো। দেখলাম, প্রক্ষোভে সে কথা বলতে পারছে না। অবশেষে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেমে থেমে বলতে

লাগলো, "আমি নৌকোখানা দেখতে গিয়েছিলাম…মিগানের সঙ্গে, ইসতের নৌকোখানা। তলাটা কুড়ুল নিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে। বুঝলে ? তার মানে ইসৎকে খুন করা হয়েছে। খুন! —এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত …"

এবং মাথা নেড়ে সে অনর্গল কঠোর মন্তব্য করে যেতে লাগলো এবং অতি কষ্টে চোখের জল চেপে রইলো।

পরদিন কতকগুলো ছোকরা নদীতে স্নান করতে গিয়ে ইসৎকে ভাঙ্গা বজরাখানার তলায় দেখতে পায়। বজরাখানা গ্রাম থেকে একটু দূরে ডাঙায় আটকে গিয়েছিল। তার তলার অর্দ্ধেকটা ছিল ডাঙার পাথরগুলোর ওপর, অপর অর্দ্ধেকটা তখনও ছিল জলে। এবং তার তলায় পিছনের গলুইয়ের কাছে, হালের বাঁকা গর্ত্তটির ওপর মাথাটা নিচের দিকে করে ঝুলছিল ইসতের লম্বা শরীরটি। তার মাথার করোটিটি ছিল ভাঙ্গা ও শূন্য। জলে মস্তিষ্ক ধুয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। পিছন থেকে তার মাথায় আঘাত করা হয়। তার ঘাড়টা এমন হয়ে গিয়েছিল যেন টাঙি দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে। নদীর স্রোত তাকে ঠেলা দিয়ে পা দুখানা তুলে দিয়েছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন ওপারে সাঁতরে যাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

প্রায় জন কুড়িক অবস্থাপন্ন চাষী ম্লান মুখে ডাঙায় দাঁড়িয়ে ছিল—গরীবেরা তখনও মাঠ থেকে ফেরে নি। চোর, ভীরু, বেঁটে বুড়ো বেলিফটা চারধারে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হাতের লাঠিখানা ঘোরাচ্ছিল, ফোঁস ফোঁস করছিল আর তার

গোলাপী রঙের জামার হাতায় নাক মুছছিল। কুসমিনের পুত্রবধূ একখানা পাথরে বসে জলের দিকে জড়ের মতো তাকিয়ে ছিল। রঙিন তুষার স্তূপের মতো পাহাড় থেকে গড়িয়ে নামছিল ছেলে-মেয়ের দল। ধূলিধূসরিত চাষীরা লম্বা পা ফেলে আমাদের দিকে আসছিল।

জনতা খুব সতর্কতার সঙ্গে ও অস্বচ্ছ কণ্ঠে বললে, "লোকটা ছিল ঝগড়াটে…"

—"কি রকম ?"

—"ও কথা বলতে পারে কুকুশকিন…"

—"লোকটা অকারণে খুন হয়েছে।"

— ইসৎ ঠাণ্ডা মেজাজের লোক ছিল।"

কুকুশকিন তাদের দিকে ছুটে গিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, ঠাণ্ডা ? তাহলে তোমরা ওকে খুন করেছো কেন, অ্যাঁ ? ়ই…ছুঁচোর দল !"

হঠাৎ একটি স্ত্রীলোকের অট্টহাসি শোনা গেল। তার আর্তনাদ জনতাকে চাবুকের মতো আঘাত করলে। চাষীরা চীৎকার করে উঠে পরস্পরকে ঠেলা ও গালাগাল দিতে লাগলো। কুকুশকিন দোকানদারটির কাছে লাফ দিয়ে গিয়ে তার গালে-টেনে এক চড় কষিয়ে দিয়ে বললে, "এই নে কুর !"

ঘুষি ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হট্টগোলের মাঝ থেকে ঠেলা দিয়ে বেরিয়ে এসে আমাকে চীৎকার করে বললে, "সরে পড়। মারামারি হবে।"

তারা তাকে ততক্ষণে ঘা কতক দিয়ে ছিল। তার ঠোঁট গিয়েছিল কেটে। সে কাটা ঠোঁটটা চুষে রক্তমাখানো থুথু ফেলছিল। কিন্তু তার মুখে ফুটে উঠেছিল আনন্দ।…"কুশমিনকে কি রকম ঠুকেছি দেখেছিলে?"

বারিনফ আমাদের কাছে ছুটে এল। বজরাখানার কাছে যে ভিড় জমে ছিল সে সভয়ে সেটা তাকিয়ে দেখছিল। সেখান থেকে আসছিল বেলিফের সরু গলা।

টিলার ওপর দিকে ফিরে বারিনফ বললে, "আমাদের এখান থেকে সরে পড়তেই হবে।"

সেদিনকার বিকেলটা ছিল গুমোট। গুমো গরমে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। রক্ত রবি ঘন, নীলাভ মেঘের আড়ালে ডুবে গেল। তার রক্তিম আভা সবুজ ঝোপে-ঝাড়ে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল। দূরে কোথায় যেন মেঘ গুরু গুরু শব্দ করছিল।

আমার সামনে নড়ছিল ইসতের দেহটি; তার ভাঙা করোটিতে স্রোতের টানে চুলগুলো হয়ে ছিল খাড়া। মনে পড়লো তার চাপা কণ্ঠস্বর, তার চমৎকার কথাগুলি, "প্রত্যেক মানুষের মধ্যই শিশুসুলভ খানিকটা অংশ আছে। তার কাছেই যেতে হবে। ধর ঐ খোখোলটির কথা—ওকে বোধহয় লোহার তৈরী কিন্তু ওর অন্তর হচ্ছে শিশুর।"

দু দিন পরে খোখোল ফিরে এলেন। সেদিন আমি তাঁকে বাড়ির ভেতরের দরজাটি খুলে দিলে আমার কাঁধে চাপড় দিয়ে বললেন, "তুমি খুব কম ঘুমোও, ম্যাকসিমিচ।"

বললাম, "ইসৎ খুন হয়েছে।"

—"কি—?" এবং মাথার টুপিটা না খুলেই ঘরের াঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে চোখ দুটি অর্দ্ধ নিমীলিত করে, াথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "বটে। কেউ জানে না, কে করেছে? া, নিশ্চয়ই..."

তারপর আস্তে আস্তে জানলার কাছে গিয়ে সেখানে বসে া দুখানা ছড়িয়ে দিলেন। এবং বল্লেন, "আমি তাকে এ কম কথা বলেও ছিলাম...পুলিশ এসেছিল?"

—"কাল পুলিশ এসেছিল।"

—"তারপর?" এবং নিজের প্রশ্নটির উত্তর নিজেই দিলেন, "কিছুই হল না, নিশ্চয়ই।"

বললাম, পুলিশ কুশমিনের বাড়িতে ওঠে এবং ার মুখে ঘুষি মারবার জন্ম কুকুশকিনকে গ্রেফতারের হুকুম দয়। আমি রান্না ঘরে গেলাম, চায়ের জল গরম করতে।

চা খেতে খেতে রোমাস বললেন, "এই সব লোকের পর দয়া হয়। ওদের সব চেয়ে ভাল লোকদের ওরা খুন রে। তাতে মনে হতে পারে ওরা তাদের ভয় করতো। যেমন খানে লোকে একটা কথা বলে থাকে, 'এ জায়গা ওদের জন্যে য়।' আমাকে যখন সাইবিরিয়ায় হাঁটিয়ে নিয়ে যায় তখন এক য়েদি আমাকে এই গল্পটি বলেছিল— সে লুঠ-তরাজ করে বিকার সংস্থান করতো। তার দলে তার অধীন ছিল পাঁচটি াক। একদিন তাদের একজন আর সকলকে বললে, 'দেখ ভাই, ই চুরি-ডাকাতি ছেড়ে দেওয়া যাক। এতে তো কোনই াভ হয় না। আমরা গরীবের মতোই আছি।' তারা একদিন

যখন মদ টেনে ঘুমোচ্ছিল তখন এই কারণেই তারা লোকটির গলায় ফাঁস জড়িয়ে মেরে ফেলে। যে লোকটি এই গল্পটি আমাকে বলেছিল, সে ঐ লোকটির খুব সুখ্যাতি করেছিল। সে নাকি এই ঘটনার পর আরও তিনটি লোককে মেরে ফেলে। কিন্তু তাতে তার দুঃখ হয় নি। কেবল ঐ লোকটির জন্যে আজও তার বড় দুঃখ হয়। লোকটা ছিল এমন সৎ বন্ধু, এমন চালাক আর আমুদে, আর ভাল লোকও বটে। কিন্তু কিছুই করবার ছিল না—তার সঙ্গে কেউ থাকতে পারতো না। সে ছিল পাপীদের মধ্যে সাধু।...”

খোখোল উঠে ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন।... এবং ঘরের মাঝখানে হঠাৎ দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ গম্ভীর কণ্ঠে *যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছেন এম্নি ভাবে বলে যেতে লাগলেন* *“সৎলোককে এই ভয়টা, ভাল লোককে জীবন থেকে সরিয়ে* ফেলবার ইচ্ছা কতবার আমি দেখেছি। এই ধরনের লোকের সঙ্গে ব্যবহারের দুটি উপায় আছে—হয় তাদের বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গে খুঁজে বার করে সরিয়ে ফেলা হয়—অথবা, লোকে তার দিকে কুকুরের মতো তাকায়, বুকে হেঁটে তার কাছে যায়। তবে এটা কদাচিৎ ঘটে। কিন্তু কেউ কখন চেষ্টাও করে না, তাদের কাছ থেকে শেখেও না কি করে জীবন যাপন করতে হয়। কেউ তাদের অনুকরণের চেষ্টা করে না। লোকে পারেই না। অথবা হয়তো লোকে করতে চায় না?”

তিনি ঠাণ্ডা চায়ের গেলাসটা তুলে নিয়ে আবার বল্লেন, “হাঁ, লোকে পারে। কিন্তু করতে চায় না। ভেবে দেখ। লোকে

তাদের জন্যে এই ধরনের জীবন সংগঠন করেছে এবং প্রভূত চেষ্টায় এতেই তারা অভ্যস্ত হয়েছে। এর মধ্যে হঠাৎ একজন এসে বিদ্রোহ করে বসলো। বললে, না, তোমরা ভুল পথে জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছ। ভুলপথে?—কিন্তু বাপু, আমাদের এই জীবনে আমরা সর্ব্ব শক্তি, সকল চেষ্টা নিয়োগ করেছি! ওই ন্যায়নিষ্ঠ উপদেষ্টাটিকে দূর করে দাও! আমাদের বিরক্ত করতে এস না! যদিও সত্যটা রয়েছে তাদেরই কাছে যারা বলে, 'তোমরা ঠিকভাবে জীবন ধারণ করছো না।' তবুও ওদের শেষ করে ফেল। হাঁ, সত্যটা রয়েছে তাদেরই কাছে। তারাই জীবনকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করবার পথে পরিচালিত করছে।" এবং বইভরা শেলফটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "বিশেষ করে ঐ গুলো!—হায়! আমি যদি বই লিখ্‌তে পারতাম! কিন্তু আমি তা পারি না। আমার চিন্তাগুলো ভারী আর কদাকার।"

তিনি টেবিলের কাছে বসলেন। এবং তার ওপর কনুইয়ের ভার দিয়ে দু' হাতে মাথা টিপে ধরে বললেন, "ইসটের ব্যাপারটি কি দুঃখের...!"

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "চল, এখন যাই গে..."

আমার চিলে কোঠাটিতে উঠে গিয়ে আমি জানলার কাছে বসলাম। তাপ-তড়িৎ অর্দ্ধেক আকাশ জুড়ে মাঠের ওপর চমক দিচ্ছিল। যখন রক্তিম আলোক-চমক মেঘগুলোকে বিদ্ধ করছিল তখন মনে হচ্ছিল আকাশে চাঁদখানি যেন ভয়ে

শিউরে উঠ্‌ছে। কুকুরগুলো ভয়ে ডাকছিল। এই ডাক না থাকলে মনে হ্‌ত আমি যেন কোন পরিত্যক্ত নির্জ্জন দ্বীপে আছি। দূর থেকে মেঘের গরু গম্ভীর ধ্বনি ভেসে আসছিল—জানলা-পথে আসছিল ক্লেশদায়ক তপ্ত বাতাসের স্রোত।

চোখের সামনে দেখলাম ইসটের দেহটি—কূলে উইলো ঝোপের তলায় পড়ে আছে।··· মনে হল তাকে বলতে শুনলাম, "ম্যাকসিমিচ সব চেয়ে যা বেশি দরকার তা হচ্ছে, করুণা, কোমলতা। সেই জন্যেই আমি সব চেয়ে ভালোবাসি ঈসটার পর্ব্বটিকে। এই পর্ব্বটি হ'ল, বছরের সবচেয়ে শান্ত, ধীর উৎসব।"

তার নীল পা দুখানিতে লেগে ছিল অতি যত্নে ভলগার জল ধৌত, প্রখর রৌদ্রশুষ্ক পাজামা জোড়া।

সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শুনলাম। দরজায় মাথা নুইয়ে রোমাস ঘরে ঢুকলো। এবং আমার খাটের পাশে বসে দাড়িগুলো হাত দিয়ে মুঠো করে ধরে বললে, " বুঝলে, আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি! হাঁ, বিয়ে করছি।"

বললাম, " কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে এখানে বাস করা কঠিন।"

আমি আরও কিছু বলি এই আশায় সে আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু তাকে বলবার মতো আর কিছু খুঁজে পেলাম না।···

বললে, " আমি মাশা ডেরেনকোবাকে বিয়ে করবো।···"

আমি না হেসে থাকতে পারলাম না। সেই মুহূর্ত্ত অবধি

আমার মনে এ ধারণার উদয় হয় নি যে, কেউ সেই মেয়েটিকে 'মাশা' বলে ডাক্‌তে পারে। ভারী মজা বোধ হ'ল। মনে হ'ল, তার বাবা ও ভাই তাকে কখন সে নামে ডেকেছে কি না।

"তুমি হাস্‌ছো কেন?"

—"বিশেষ কোন কারণে নয়।"

—"তুমি মনে কর ওর চেয়ে আমার বয়স অনেক বেশি?"

—"না!"

—"ও আমাকে বলেছে, তুমি ওর প্রেমে পড়ে ছিলে?"

—"তাই মনে হয়।"

—"এখন? ভাবটা কেটে গেছে?"

—"হাঁ, তাই।"

সে দাড়িগুলো ছেড়ে দিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললে, "তোমার ও বয়সে লোকে প্রায়ই মনে করে যে, প্রেমে পড়েছে। কিন্তু আমার বয়সে কেউ এ-সম্বন্ধে আর ভাবে না। ভাবটা একেবারে গিয়ে তাকে চেপে ধরে। সে আর কিছু ভাবে না। তার আর কিছুর জন্যে শক্তি থাকেও না..."

এবং শাদা শক্ত দাঁতগুলো বার করে সে বলে যেতে লাগলো, "অকটেভিয়াসের কাছে অ্যানটনি অ্যাক্‌টিয়ামের যুদ্ধে হেরে ছিল কারণ, তার নৌবহর ও সৈনাপত্য পরিত্যাগ করে সে ক্লিওপেট্রার অনুসরণ করে ছিল। ক্লিওপেট্রা ভয়ে যুদ্ধ থেকে পালিয়েছিল। দেখ, ভালোবাসা থেকে কখন কখন কি ঘটে!"

সে উঠে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে

অভিনয় করছে এম্নি ভাবে বললে, "এই রকম করেই আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি।"

—"শিগগিরই?"

—"শরৎকালে। আপেলগুলো হয়ে গেলেই।"...

রোমাসের সঙ্গে আবার পনেরো বছর পরে দেখা হয়েছিল। তাকে সাইবিরিয়ার জাকুটসিক জেলার নির্ব্বাসিত করা হয়। সেখানে সে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করে ছিল দশ বছর। সে চলে যাবার পর আমার মন গুরু বিষাদে গিয়েছিল ভরে। প্রভুহীন কুকুরছানাটির মতো আমি বৃথাই ঘুরে বেড়াতাম। আমরা বারিনফের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতাম। সচ্ছল চাষীদের কাজ করে দিতাম; শস্য মাড়াই করতাম; মাটি খুঁড়ে আলু বার করতাম, বাগান নিড়তাম। আমি থাকতাম তার স্নানের ঘরে।

এক বাদল রাতে সে আমাকে জিজ্ঞেস করলে, "লেক্‌সি ম্যাক্‌সিমিচ, কি হবে অ্যাঁ? কাল আমরা সমুদ্র যাত্রা করবো কি? ঈশ্বরের দিব্যি। তাই হবে ঠিক! এখানে আমাদের কি দরকার? এখানে আমাদের মতো লোককে এরা পছন্দ করে না। একদিন, যদি সাবধান না হই, মদ খেয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়..."

স্নানের ঘরের জানলার সার্সির গায়ে বৃষ্টি চট্‌পট্‌ শব্দ করতে লাগলো। জলের স্রোত ঘরের কোণে ছুটে গিয়ে বাইরে নিচের খাদে নেমে যেতে লাগলো। কিছুক্ষণ আগে যে ঝঞ্ঝা বইছিল তার ম্লান বিদ্যুৎ ক্ষীণ ভাবে আকাশে চমকাচ্ছিল।

বারিনফ মৃদুস্বরে বললে, " কি বল, আমরা চলে যাব ? কাল ? "

তাই আমরা সেখান থেকে গেলাম চলে।

* * * *

শারদ-যামিনীতে বজরার পিছনে হালের কাছে বসে ভল্‌গা দিয়ে যাওয়া এমন চমৎকার যে, তা ভাষায় বলা যায় না। সেই বজরাখানি চালাচ্ছিল এক লোমশ রাক্ষস। তার মাথাটি প্রকাণ্ড। সে পাটাতনের ওপর মোটা পা দুখানা ঠুকছিল, হাল ঘোরাচ্ছিল, আর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছিল, "হে-উ-উ ! হা— !"

পিছ-গলুইয়ের পর নদীর জল রেশমের মতো তরঙ্গায়িত হচ্ছিল ও ঝলমল করছিল, মৃদু ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ তুলছিল। নদীর ওপর দিয়ে নিঃশব্দে ভেসে যাচ্ছিল শরতের মেঘদল। চারধারে কেবল অন্ধকারের স্রোত। মনে হচ্ছে যেন, সারা পৃথিবী তাতে গলে তরল ও ধোঁয়ার মতো হয়ে গেছে। এবং নিরবচ্ছিন্ন ধারায় এক স্তব্ধ, বিজন মরুর দিকে অবিরাম বয়ে চলেছে যেখানে না আছে সূর্য্য, না আছে চন্দ্র, না আছে নক্ষত্র। আমাদের সামনে আর্দ্র অন্ধকারে বজরা-টানা বাষ্প-পোতখানা ঝট্‌পট করছে, হাঁপাচ্ছে এবং তাকে যে স্থিতিস্থাপক শক্তি টানছে তার সঙ্গে করছে লড়াই। তিনটি আলো—দুটি জলের ঠিক উপরেই ও একটি তাদের অনেক উঁচুতে—তাকে অনুসরণ করছে। আমাদের কাছে, মেঘগুলির নিচে, সোনালি কাঁকড়ার মতো আরও চারটি আলো

ভেসে চলেছে। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে ষ্টীমারখানার পিছনদিকের লণ্ঠনের আলো।

আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন ঠাণ্ডা, তেলা, একটা বুদ্বুদে বন্দী হয়ে আছি। সেটা একটা ঢালু জায়গা দিয়ে নিঃশব্দে নেমে যাচ্ছে, আমি সেটাতে আটকে আছি মশার মতো। মনে হচ্ছে, তার গতি ক্রমে মন্থর হয়ে আস্ছে এবং যে-মুহূর্ত্তে সেটা একেবারে থেমে যাবে সে মুহূর্ত্তটি নিকটবর্ত্তী। তখন ষ্টীমারখানার মোটা ডাণ্ডাওয়ালা চাকাখানা হবে স্থির, গাছের পাতা যেমন ঝরে পড়ে তেম্নি করে সমস্ত শব্দ পড়বে খসে, খড়িমাটির দিয়ে লেখার মতো সেগুলো যাবে মুছে এবং অসাড়তা ও স্তব্ধতা আমাকে দৃঢ় ভাবে ঘিরে ফেল্‌বে।

আর ছেঁড়া ভেড়ার চামড়ার কোটপরা, মাথায় ভেড়ার লোমের টুপি ঐ প্রকাণ্ড লোকটি যে হালের কাছে পায়চারি করছে, সেও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে চিরদিনের মতো যাবে থেমে; ওর মুখ থেকে আর ওরকম গম্ভীর শব্দ বার হবে না।

তাকে আমি তার নাম জিজ্ঞেস করলাম।

সে চাপা গলায় উত্তর দিলে, "কিসের জন্যে তুমি জানতে চাও?"

সূর্য্য তখন অস্ত যাচ্ছিল, আমরা কাজান থেকে যাবার সময় লক্ষ্য করলাম, ভালুকের মতো কদাকার সেই লোকটির মুখখানা দাড়ি-গোঁফে ভরা ও চক্ষুহীন। হালে দাঁড়িয়ে সে একটা কাঠের জাগে এক বোতল ভদকা ঢাললে এবং দু' চুমুকে তা শেষ করলে যেন সেটা জল। তার পরই খেল একটা

আপেল। এবং ষ্টীমারখানা যখন বজরাখানাকে টান দিলে, লোকটি হালের মুঠি ধরে সূর্য্যের লাল গোলার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে, মাথাটা ঝাঁকিয়ে কঠোর ভাবে বললে, "ভগবান আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।"

ষ্টীমারখানা নিজ্‌নি থেকে আষ্ট্রাখানে লোহা, চিনি ভরা পিপে ও আরও কয়েক রকমের মাল বোঝাই চারখানা বজরা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। মালগুলো ছিল পারস্যের জন্য। বারিনফ বাক্সগুলোতে পা ঠুকে, সেগুলোর গন্ধ শুঁকে, একটু ভেবে বললে, "এগুলো ইজেভের কারখানা থেকে রাইফল ছাড়া আর কিছুই নয় ..."

কিন্তু কর্ণধারটি তার পেটে একটা ঘুষি মেরে জিজ্ঞেস করলে, "এতে তোমার কি কাজ?"

—"আমি ভাবছি..."

—"তোমার মুখে একটা ঘুষি লাগাবো কি?"

যাবার ভাড়া দিই এমন টাকা আমাদের কাছে ছিল না। আমাদের "দয়া করে" বজরায় নেওয়া হয়েছিল। আমরা দুজনে আর সব নেয়ের মতো চারধারে খবরদারি করে বেড়ালেও বজরার লোকেরা আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করছিল এমন যেন আমরা ভিখারী।

বারিনফ আমাকে ভৎর্সনা করে বললে, "আর তুমি কিনা এই জনসাধারণের সুখ্যাতি কর। কথা হচ্ছে কে আগে দোষ দিতে পারে..."

অন্ধকার এমন গাঢ় যে, বজরাখানাও দেখতে পাওয়া যায়

না, কেবল অনুভব করা যাচ্ছিল ধূমল আকাশের পটভূমিকায় লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত মাস্তুলের তীক্ষ্ণ চূড়াটি। মেঘগুলো কেরোসিনের গন্ধ ছাড়ছে। মাঝির বিষণ্ণ স্তব্ধতা আমাকে বিরক্ত করে তুললো। নৌকোখানির মালিক আমাকে মাল-পত্র ও লোকজনকে দেখাশুনা এবং ঐ জন্তুটিকে সাহায্য করতে নিযুক্ত করেছিল। সে বাঁকের কাছে আলোর গতি লক্ষ্য করে আমাকে কোমল ভাবে বললে, "হুঁসিয়ার!"

আমি লাফ দিয়ে উঠে হালের ডাণ্ডাটা ঘোরালাম।

সে ঘড়্ ঘড়্ করে উঠলো, "ঠিক হ্যায়!"

আমি আবার পাটাতনের ওপর বসে পড়লাম। লোকটার সঙ্গে কথা বলবার উপায় নেই, সে প্রশ্নে উত্তর দেয়, "এতে তোমার কি দরকার!"

লোকটা কি ভাবছে? যেখানে কামানদীর গৈরিক ধারা এসে ভলগার কালো গতিপথে মিশ্‌ছে সেই জায়গাটা আমরা ছাড়িয়ে যাবার সময় সে উত্তর ও দক্ষিণে তাকিয়ে বললে, "ছুঁচো!"

—"কে?"

সে উত্তর দিলে না।

বহু দূরে, অন্ধকারের গর্ভে কোথায় যেন কুকুর ডাকছিল। তাতে মনে পড়ে জীবনের কতকগুলো টুকরোকে, অন্ধকার যেগুলোকে তখনও নিষ্পেষিত করে নি। সেগুলোকে মনে হতে লাগলো দুর্লভ, দূর ও বৃথা।

লোকটা হঠাৎ বললে, "এখানে খারাপ কুকুর আছে।"

—"কোথায় —এখানে ?"

—"সর্ব্বত্র। আমাদের কুকুরগুলো আসল জানোয়ার…"

—"তুমি কোথা থেকে আসছো ?"

—"ভোলোগ্‌দা।" এবং ছেঁড়া বস্তা থেকে আলুর মতো কালো, ভারী কথা ঝর্‌ ঝর্‌ করে বেরিয়ে পড়তে লাগলো— "তোমার সঙ্গে ও কে ? মামা ? লোকটা নিরেট মনে হচ্ছে। আমার মামা চালাক। ভারী কাজের। পয়সা-কড়িও আছে। সিমবারস্‌কে তার একটা ঘাট আছে—ডাঙায় বাড়িও আছে।"

সে কথাগুলো আস্তে আস্তে ও চেষ্টা করে বল্‌তে লাগলো এবং এক রকম দেখাই যায় না এম্নি চোখ দিয়ে মাস্তুলের লণ্ঠনটাকে লক্ষ্য করতে লাগলো।

—"হালটা ঘুরিয়ে দাও…এই ··তুমি পড়তে পার ? জান, আইন-কানুন তৈরি করেছে কে ?"

এবং উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলে যেতে লাগলো, "কেউ কেউ বলে একটা জিনিষ! সে হচ্ছে সম্রাট। আবার কেউ বলে আরক বিশপ সেনেট। যদি ঠিক করে জানতাম কে, তাহলে তার কাছে যেতাম, তাকে বলতাম আপনি এমন আইন লিখুন যাতে মারা তো দূরের কথা, কারো গায়ে হাতই তুল্‌তে পারবো না। আইন হবে লোহার মতো, চাবির মতো। হৃদয়কে চাবি দিয়ে রেখে তার দফারফা করবে। তখন আমি আমার কাজের কৈফিয়ৎ দেব। কিন্তু এখন যে ভাবে আছে—তাতে জবাবদিহি করতে পারি না। না, পারি না…"

সে নিজের মনে ক্রমেই আরও অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন ভাবে

বকতে লাগলো।··· ষ্টীমারখানার পিছনে কালো জলে আলোর প্রতিবিম্ব হলদে, তেলা দাগের মতো ভাস্‌ছে, গলে যাচ্ছে, কোন কিছুকেই উজ্জ্বল করে তুলতে পারছে না। কালো, জলভরা মেঘগুলো এমন ভিজে ও ঘন যে মনে হচ্ছে, আমাদের মাথার ওপর ভাস্‌ছে কাদা। আমরা অন্ধকারের স্তব্ধ গভীর-তায় ক্রমেই এমন তলিয়ে যাচ্ছিলাম। লোকটা বিষণ্ণ কণ্ঠে আক্ষেপ করতে লাগলো, "এ সব আমাকে কে দিলে? আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না···"

আমার অন্তর এক ঔদাসিন্যে ভরে গেল। ঔদাসীন্য ও হিম বিষাদ—আমার ঘুমোতে ইচ্ছা হ'ল।···

কষ্টে মেঘের মধ্য দিয়ে সাবধানে, চুপে চুপে এল সূর্য্যহীন সকাল, পীড়িত ও ধূসর। জলকে তা সীসের মতো রঙে রঙিয়ে তুললো এবং তীরের হলদে ঝোপ-ঝাড়, লোহা, মরচে রঙের পাইন গাছগুলো, তাদের ডালগুলোর কালো থাবা, গ্রামের কুঁড়েঘরের সারি এবং চাষীদের যেন পাথর কেটে তৈরি কালো মূর্ত্তিগুলিকে চোখের সামনে প্রসারিত করে দিলে। বজরা-খানার ওপর বাঁকা ডানা দুখানি ঝট্‌পট্‌ করতে করতে একটা গাঙ চিল উড়ছিল।

মাঝি ও আমাকে ছুটি দেওয়া হ'ল। আমি একখানা ত্রিপলের তলায় ঢুকে ঘুমের আয়োজন করলাম। কিন্তু যেন একটু পরেই মনে হল, পায়ের শব্দে ও চীৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ত্রিপলের ফাঁক দিয়ে দেখলাম, তিনটি নেয়ে সেই

মাঝিটাকে পাটাতনের বেড়ায় চেপে ধরে নানা সুরে চীৎকার করছে, "ওটা রেখে দাও, পেৎরুশকা!"

—"ওটা কিছুই না!"

—"ওটা অনেক!"

সে ঘাড়ের পিছনে হাত দুখানা দিয়ে আঙ্গুলে আঙ্গুল আটকে শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে পাটাতনে একটা পুঁটলি পা দিয়ে চেপে ধরে তাদের প্রত্যেকের দিকে তাকাচ্ছিল আর অনুনয় ভরা কণ্ঠে বলছিল, "আমাকে পাপ থেকে সরে পড়তে দাও!"

তার পা দুখানা খালি, মাথায় টুপি ছিল না, পরনে ছিল কেবল পাজামা, গায়ে ছিল একটা শার্ট, মাথার চুল-গুলো উস্কোখুস্কো, কপালে ঝুলছিল। আর সেগুলোর তলা দিয়ে জ্বল্ জ্বল্ করছিল মোলের চোখের মতো ছোট লাল চোখ দুটো। সেই লোকগুলির চাহনি ছিল করুণ ও মিনতিমাখা।

তারা বললে, "তুমি ডুবে যাবে।"

—"আমি? কখন না। আমাকে ছেড়ে দাও ভাইসব। না ছাড়লে আমি ওকে খুন করবো। সিমবারসকের ঘাটে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি..."

—"বাজে কথা ছেড়ে দাও..."

—"দেখ, বাপুরা!"

সে আস্তে হাত দুখানা ছড়িয়ে হাঁটু গেড়ে বসলো। তারপর হাত দুখানা তক্তার গায়ে এমন ভাবে ঠেকিয়ে রাখলো যেন তাকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছে, এবং আবার বললে, "আমাকে পাপের কাছ থেকে সরে পড়তে দাও—"

তার ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হতে লাগলো, একখানি অদৃশ্য হাত তার টুঁটি চেপে ধরে তাকে টিপে মারছে।

সে বিশ্রীভাবে উঠে দাঁড়াতেই চাষীরা তার কাছ থেকে নীরবে সরে দাঁড়ালো। সে পোঁটলাটা তুলে বললে, "ধন্যবাদ!"

এবং অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বজরার পিছনের গলুইয়ে গিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

আমিও সেখানে ছুটে গেলাম এবং দেখলাম পেংক্রুশকা কেমন করে টুপির বদলে পোঁটলাটা মাথায় করে উজানে সাঁতরে বালুময় তীরের দিকে চললো। সেখানে গিয়ে পৌঁছলো বাতাসের দমকায় নুয়ে পড়া ঝোপগুলোর কাছে। ঝোপগুলো থেকে হলদে রঙের পাতাগুলো পড়ছিল জলে ঝরে।

চাষীরা বললে, "ও নিজেকে সামলে নিয়েছে; ভালই।"

জিজ্ঞেস করলাম, "ও কি পাগল হয়ে গেছে?"

—"না, পাগল কেন? ও নিজের আত্মাকে বাঁচাবার জন্যে কাজটা করেছে।"

পেংক্রুশকা ততক্ষণে কম জলে গিয়ে পৌঁছেছিল। সে বুক জলে দাঁড়িয়ে পোঁটলাটি মাথার ওপর দোলাচ্ছিল।

খালাশিরা চীৎকার করে বললে, "বি-দা-য়!"

সিমবারসকে তারা আমাদের কতকটা কর্কশভাবে বজরা থেকে ডাঙায় নেমে যেতে বললে। আরও বললে, "তোমাদের মতো লোকের সঙ্গে আমাদের খাপ খায় না।"

তারা আমাদের ডিঙিতে করে সিমবারসকের ঘাটে

নামিয়ে দিলে। আমাদের পকেটে তখন মাত্র ত্রিশটি কোপেক সম্বল। আমরা গেলাম চা-খানায় চা খেতে। বললাম, "এখন কি করা যাবে ?"

বারিনফ স্থৈর্য্যের সঙ্গে বললে, "কি রকম কি ? আমাদের আরও দূরে যেতে হবে।"

আমরা একখানা যাত্রি-ষ্টিমারে বিনা টিকিটে সামারা অবধি গেলাম। সেখানে একখানা বজরায় পেলাম কিছু কাজ এবং সাত দিনের মধ্যে নিরাপদে গিয়ে পৌঁছলাম, কাস্পীয় সমুদ্রের তীরে। সেখানে কালমুক ফিশারীতে জেলেদের একটি ছোট দলের সঙ্গে যোগ দিলাম।

* * * *

একজন আমাকে আনদ্রি ডেরেনকোভের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। সে ছিল একটি ছোট মুদিখানার মালিক। তার দোকানটি ছিল একটি বিশ্রী সরু রাস্তার শেষে একটা আবর্জ্জনাভরা খাদের ওপর লুকোনো। ডেরেনকোভের একখানা হাত শুকিয়ে গিয়েছিল ; তার কোমল মুখখানি ছিল দাড়িতে ঘেরা, চোখ দুটি ছিল বুদ্ধিমাখা। দুষ্প্রাপ্য ও নিষিদ্ধ পুস্তকের সংগ্রহ শহরের মধ্যে তারই ছিল সবচেয়ে ভাল। সেগুলো ছিল কাজানের স্কুলের অসংখ্য ছাত্র ও নানা রকমের বিপ্লবী-মনা লোকের অধিকারে।…ডেরেনকোভের গ্রন্থাগারটি ছিল একখানি কাঠ-রাখবার ঘরে লুকোনো। গ্রন্থাগারটির কতকগুলো পুস্তক ছিল মোটা কপি-বুকে কালি দিয়ে নকল করা। সেই সব পাণ্ডুলিপি ছিল বেশ ময়লা ও ছেঁড়া।

প্রথমবার আমি যখন মুদিখানায় যাই ডেরেনকোভ তখন জনকতক খরিদদার নিয়ে ব্যস্ত ছিল, আমাকে মাথা নেড়ে পাশের ঘরে যাবার ইঙ্গিত করলে। ঘরে ঢুকে দেখলাম, সন্ধ্যার অন্ধকারে এক কোণে হাঁটু গেড়ে বসে এক ক্ষুদ্রকায় বৃদ্ধ প্রার্থনায় মগ্ন। তার দিকে তাকিয়ে বিচিত্র ও বিপরীত এক ভাব অনুভব করলাম। ডেরেনকভ একজন 'নারোডেনিক' বলে পরিচিত ছিল। আমার বুদ্ধিতে তার অর্থ 'একজন বিপ্লবী'। বিপ্লবীর ভগবানে বিশ্বাস করা উচিত নয়। সেই জন্য সেই ক্ষুদ্র বৃদ্ধটিকে সেখানে ঠেকছিল বেমানান।

প্রার্থনা শেষ করে সে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললে "আমি আন্দ্রি'র বাবা। আর তুমি? তাই নাকি? আমি মনে করেছিলাম তুমি ছদ্মবেশী ছাত্র।"

জিজ্ঞেস করলাম, "একজন ছাত্র কিসের জন্যে ছদ্মবেশ পরবে?"

—"ঠিক। সব রকম ছদ্মবেশ থাকলেও ভগবান চিনতে পারবেন।"

সে বেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলো। আমি জানলায় বসে চিন্তায় তলিয়ে গেলাম।

রান্নাঘরে যাবার পথে আগাগোড়া সাদা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে ছিল এক তরুণী। তার সুন্দর চুলগুলি কেটে ছোট করা; পাংশু, ফুলো মুখখানিতে জ্বল্ জ্বল্ করছিল

ও হাসছিল এক জোড়া গাঢ় নীল চোখ। সস্তার রঙিন ছবিতে যেমন দেবদূতের ছবি থাকে, তাকে দেখাচ্ছিল সেই রকম।

" চমকে উঠলে কেন ? তাহলে আমি এমন ভয়ঙ্কর ?" কথাগুলি সে তীক্ষ্ণ, কম্পিত স্বরে বলে দেওয়াল ধরে ধীরে, সাবধানে আমার আরও কাছে সরে এল। তার চলা দেখে মনে হল, শক্ত মেঝের ওপর দিয়ে না চলে শূন্যে টাঙানো একগাছি দোদুল দড়ির ওপর দিয়ে সে হাঁটছে। হাঁটবার এই অক্ষমতা তাকে আরও বেশি করে পরলোকবাসী জীবের মতো করে তুলেছিল। তার শরীরটি কাঁপছিল যেন তার পায়ে ফুটছিল ছুঁচ, দেওয়ালটি তার শিশুর মতো গোল হাত দুখানি স্পর্শ করছিল। তার আঙুলগুলি ছিল অদ্ভুতভাবে অসাড়।

তার সামনে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। সেই অন্ধকার ঘরে সবই লাগছিল অস্বাভাবিক।

তরুণীটি এমন সতর্কতার সঙ্গে একখানি চেয়ারে বস্‌লো যেন তার ভয় হচ্ছিল, সেখানা তার কাছ থেকে উড়ে যাবে। সে আমাকে খুব সহজভাবে বল্‌লে, যে, সেটি হ'ল তার বিছানা ছেড়ে উঠবার পঞ্চম দিন। তিন মাস সে বিছানায় পড়ে ছিল। তার হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে।

সে মৃদু হেসে বললে, " এটা হল এক রকমের স্নায়বিক রোগ। আমি তোমার কথা অনেক শুনেছি। তাই দেখ্‌তে চেয়েছিলাম, তুমি কিসের মতো।"

তরুণীটি আমাকে এমন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো যে, আমি সইতে পারলাম না। তার গাঢ় নীল চোখ দুটিতে

অনুভব করলাম মর্ম্মভেদী কিছু। আমি তার সঙ্গে কথা বল্‌তে পারলাম না; কি ভাবে শুরু করতে হবে বুঝ্‌তে পারলাম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে হারজেন, ডারউইন ও গ্যারিবালডির ছবিগুলিকে দেখ্‌তে লাগলাম।

আমার বয়সী একটি ছেলে চীৎকার করে বললে, "তুমি এখানে কি করছো, মারিয়া ?"

মেয়েটি বললে, "ও হচ্ছে আমার ছোট ভাই, আলেক্‌সি। আমি প্রসূতি-বিজ্ঞান পড়ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ি।"

তারপর এল আনদ্রি ডেরেনকভ তার শুকনো হাতখানা বুক-পকেটে ঢুকিয়ে। তার বোনের নরম চুলগুলোতে নীরবে হাত বুলোতে বুলোতে, সেগুলো উস্কো-খুস্কো করে আমাকে জিজ্ঞেস করলে, আমি কি ধরনের কাজ চাই ? একটু পরে এল একটি রোগা মেয়ে। তার মাথা চুলগুলো লাল, চোখ দুটো সবুজে। সে আমার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালো এবং সাদা পোশাক-পরা মেয়েটির হাত ধরে নিয়ে যেতে যেতে বললে, "আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে, মারিয়া।"

নামটি মেয়েটিকে মানায় নি। তার পক্ষে সেটা ছিল খুবই সাদা-সিধে।

মনে বিচিত্র চাঞ্চল্য অনুভব করলাম। আর না বসে আমিও চলে গেলাম। এবং পরদিন আবার গিয়ে উঠলাম সেই ঘরে। বুঝ্‌তে চেষ্টা করতে লাগলাম, লোকে সেখানে কেমন

ভাবে জীবন যাপন করে এবং তাদের মনেই বা আছে কি। যেমন করেই হোক—তারা এক বিশেষ জীবন যাপন করতো।

ডেরেনকভদের ফ্ল্যাটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই ছিল কর্তা। তারা হট্টগোলে, রুষ চাষীদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন দুশ্চিন্তা এবং রুষদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগের মধ্যে কাটাতো। খবরের কাগজের প্রবন্ধাবলী ও সদ্য পঠিত গ্রন্থসমূহ থেকে অনুমানের দ্বারা তারা নিত্য উত্তেজিত হয়ে থাকতো। তারা কাজানের সমস্ত পথ-ঘাট থেকে এসে সন্ধ্যায় ডেরেনকভের মুদিখানায় জড় হত এবং তুমুল আলোচনা করতো, নিজেদের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করে কথা-বার্ত্তা বলতো। তারা বগলে করে মোটা মোটা বই আনতো। সেগুলোর কোন কোনটার পাতার মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রেখে নিজে যে সত্যটিকে সব চেয়ে বেশি পছন্দ করে সেটাকে প্রতিষ্ঠার জন্য চীৎকার করতো।

অবশ্য সে-সব আলোচনা আমি অল্প-স্বল্প বুঝতাম। তবে তার সত্যটা যেত কথার প্রাচুর্য্যে তলিয়ে।

যেমন করে মিস্ত্রি এক টুক্‌রো কাঠকে দেখে, যা থেকে সে তৈরী করবে একটা অসাধারণ কিছু তারা আমাকে দেখতো তেমনি চোখে। তারা আমাকে পরস্পরের কাছে সুপারিশ করে বল্‌তো, "অকর্ষিত মন।" রাস্তার ছোড়াগুলো যেমন পেভমেন্টে একটা পেনি কুড়িয়ে পেয়ে পরস্পরের কাছে গর্ব্বভরে সেটা দেখায় তারাও আমাকে দেখাতো তেমনি করে। কোন কারণবশত "অকর্ষিত মন" বা "সাধারণ লোকের ছেলে"

বলে আমাকে উল্লেখ করাটা আমি পছন্দ করতাম না। নিজেকে কখন কখন জীবনের সপত্নী-পুত্র বলে মনে করতাম এবং যে শক্তি আমার মনের পরিপুষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করতো তার গুরুতা অনুভব করতাম। উদাহরণস্বরূপ, একখানি বইয়ের দোকানের জানলায় ছিল একখানি বই। তার নামটি ছিল আমার অজানা—"সূত্র ও বিধি।" বইখানা দেখেই পড়বার ইচ্ছা মনে জেগে ওঠে। আমি "ধর্ম্মশিক্ষা-মন্দিরের" এক ছাত্রের কাছে বইখানা ধার চাই। সেই ভাবী-বিশপটির মাথাটা ছিল নিগ্রোর মতো কোঁকড়া চুলে ভরা, ঠোঁট দুখানা পুরু ও দাঁতগুলো ঝকঝকে সাদা। সে শ্লেষ ভরে বলে ওঠে, "আর কি চাই তোমার? ও-সব বাজে! তোমাকে যা দেওয়া হচ্ছে তাই পড়। যে-ব্যাপারে তোমার দরকার নেই তাতে মাথা গলিয়ো না।"

লোকটির কর্কশ ভাবে আমার মনে অত্যন্ত অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। অবশ্য ষ্টীমার-ঘাটে মজুর খেটে কিছু ও আন্দ্রি ডেরেনকভের কাছ থেকে কিছু ধার করে আমি বইখানা কিনে পড়ি। গভীর চিন্তাশীল রচনা সেই পড়ি প্রথম। বইখানা এ পর্য্যন্ত আমার কাছে ছিল।

"সমাজ বিজ্ঞানের ক, খ," পাঠ করে আমার মনে হয় যে, শিক্ষিত সমাজ-জীবন সংগঠনে গ্রাম্য উপজাতির অংশটি গ্রন্থকার অতিরঞ্জিত করেছেন; আবার উদ্যমশীল ভবঘুরে ও শিকারীদেরও তিনি দিয়েছেন নিম্নস্থান। এই সন্দেহটি প্রকাশ করি একজন ভাষাতত্ত্ববিদের কাছে। তাতে সে তার মেয়েলী

মুখে গাম্ভীর্য্য আনবার চেষ্টা করে আমাকে পূরো একটি ঘণ্টা "সমালোচনার অধিকার" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেয়।

সে জিজ্ঞেস করলে, "সমালোচনার অধিকার লাভ করতে হলে—লোককে কতকগুলি মৌলিক সত্যে বিশ্বাস করতে হবে—তুমি এ কথায় বিশ্বাস কর ?"

লোকটা ছিল ক্ষীণদেহ, দুর্ব্বল। স্থায়ী অনশনে একেবারে ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল। স্থায়ী সত্য আবিষ্কারের চেষ্টায় সে হয়ে পড়ে ছিল ক্লান্ত। অধ্যয়ন ব্যতীত সে জীবনের আর কোন আনন্দ জান্‌তো না।...আমি কাজানে দশ বছর বাস করবার পর তার সঙ্গে আবার দেখা হয়, খারককে। সে পাঁচ বছরের জন্য নির্ব্বাসিত হয়ে ছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার পড়ছিল। আমার কাছে মনে হত, সে যেন পরস্পর-বিরুদ্ধ ধারণার বল্মীকস্তূপে বাস করছে। সে ক্ষয়রোগে মুমূর্ষু প্রায় হলেও মার্কসের সঙ্গে নিৎসের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করছিল। সে আমার হাত দুখানা তার ঠাণ্ডা, ভিজে, আঙ্গুলগুলো দিয়ে ধরে রক্তভরা থুথু ফেলে, ভাঙ্গা গলায় বলতো, "সংযোগ ছাড়া তুমি কিছুতেই বাঁচতে পারো না।"

সে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার পথে একখানা ট্রাম গাড়িতে মারা যায়।

শিক্ষা ও কৃষ্টির জন্য লড়াই করেছে এমন বিস্তর শহীদকে আমি জানি—তাদের স্মৃতি আমার কাছে চিরপবিত্র হয়ে আছে।

ঐ ধরনের প্রায় জন বারো লোক, এমন কি একটি

জাপানীও, ডেরেনকভের ফ্ল্যাটে জমায়েৎ হত। জাপানিটি ছিল ধর্ম্মশিক্ষামন্দিরের ছাত্র। কখন কখন আসতো বিশাল বপু, বৃষস্কন্ধ, মুখে প্রকাণ্ড চৌকো দাড়ি, তাতারদের মতো মাথা কামানো একটি লোক। সাধারণত একটি কোণে বসে সে পাইপ টানতো, আর সকলকে তার ধূসর, তীক্ষ্ণ চোখ দুটি দিয়ে শান্তভাবে লক্ষ্য করতো। তার দৃষ্টি কখন কখন আমার মুখে এসে থামতো। আমার মনে হত, সেই খাঁটি মানুষটি মনে মনে আমাকে ওজন করছে। জানি না কেন, আমি তাকে ভয় করতাম। তার মৌনতা আমাকে বিস্মিত করতো। প্রত্যেকেই কথা বলতো উচ্চৈঃস্বরে, জোর দিয়ে, মুখর ভাবে। অবশ্য কথাগুলো যত তীক্ষ্ণতর হয়ে কানে বাজতো আমি ততই খুশি হতাম। বহুকাল ধারণাই করতে পারি নি যে, তীক্ষ্ণ কথার আবরণে প্রায়শই ঢাকা থাকে শোচনীয় ও ছলনাভরা চিন্তা। তাহলে এই দাড়িওয়ালা হারকিউলিসটি কথা বলে না কেন? তাকে সকলে ডাকতো "খোখোল" বলে। আমার মনে হয়, কেউ তার আসল নামটি জানতো না। অল্পকালের মধ্যেই জানতে পারলাম, সে জাকুসিক জেলায় নির্ব্বাসন থেকে সবে ফিরে এসেছে। সেখানে সে কাটিয়েছে দশ বছর। এই ব্যাপারটি আমার কৌতূহল আরও জাগিয়ে তোলে; কিন্তু তার সঙ্গে পরিচয় করবার মতো সাহস আমার মনে সঞ্চারিত হয় না। দুর্ব্বলতা বা লাজুকতায় আমাকে ক্লিষ্ট করতো না, বরং ঠিক তার-বিপরীত, আমার মন এক উদ্বেগভরা কৌতূহলে পীড়িত

হত। যত দ্রুত সম্ভব সবকিছু জানবার বাসনা জাগতো। এই অবস্থা আমাকে বিশেষ কোন বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করতে দিত না। যখন কেউ জনসাধারণের কথা বল্‌তো, তখন আমার মনে দেখা দিত আত্মবিশ্বাসের অভাব। অপরে সে বিষয় যে পথ ধরে চিন্তা করতো আমি সে ভাবে পারতাম না। তাদের কাছে জনসাধারণ ছিল—জ্ঞানের অবতার, আধ্যাত্মিক সুন্দরতা ও সহৃদয়তা—প্রায় দেবোপম ও একটি মাত্র উপাদানে গঠিত, সকল সুন্দর বস্তুর আধার, উন্নত ও ন্যায়নিষ্ঠ। আমি এ ধরনের জনসাধারণকে জানতাম না। আমি দেখে ছিলাম ছুতোর, মালবোঝাইকার, ইটখোলার মজুরদের। কিন্তু এখানে শুনছিলাম, এক উপাদানে গঠিত জনসাধারণের কথা, যাদের এরা তাদের ওপরে স্থান দিয়ে নিজেদের করে ছিল তাদের ইচ্ছাধীন।···কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত আমি যাদের মাঝে বাস করছিলাম, তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা দেখি নি—এখানে সেটা ধ্বনিত হত প্রতি কথায়, জ্বলে উঠতো প্রতি দৃষ্টিতে।

আমার অন্তরে জনসেবীদের কথাগুলি স্নিগ্ধ বৃষ্টিধারার মতো পড়তো এবং কৃষক ও কৃষক-শহীদের নিরানন্দ-জীবন সম্বন্ধে সাধারণ সাহিত্যে পেতাম প্রচুর উৎসাহ।···আমি নিজের সম্বন্ধে চিন্তা ছেড়ে দিয়ে অপরের প্রতি বেশি করে মনোযোগ দিতে লাগলাম। একদিন আনদ্রি ডেরেনকভ আমাকে গোপনে বল্‌লে যে, তার ব্যবসায়ের সামান্য লাভ। যারা বিশ্বাস করে যে, "জনসাধারণের সুখ সকলের আগে এই লভ্য সম্পূর্ণ তাদেরই

উপকারে ব্যয় হয়।”···তার বাড়ি থেকে অতিথিরা চলে গেলে সে প্রায়ই আমাকে তার বাড়িতেই রাত কাটাতে বল্‌তো। আমরা ঘরখানা পরিষ্কার করে মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে বিগ্রহের সামনের আলোটির স্তিমিত আলোয় ঈষৎ অন্ধকারে পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুর মতো আলোচনা করতাম। সে বিশ্বাসীর শান্তিময় আনন্দে আমাকে বলতো, “শত শত, হাজার হাজার এই রকমের চমৎকার লোক রুষদেশের বড় বড় পদ অধিকার করে জীবন যাত্রা আগাগোড়া বদলে দেবে।”

সে ছিল আমাদের চেয়ে দশ বছরের বড়। আমি দেখতে পেতাম, রক্তকেশা নাসৎজা তাকে মুগ্ধ করেছিল। আনদ্রি তার চোখের দিকে না তাকাবার চেষ্টা করতো, অন্যের সামনে তার সঙ্গে নিরসভাবে, প্রভুর মতো কণ্ঠে কথা বল্‌তো। কিন্তু তাকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতো এবং যখন তার সঙ্গে একা থাকতো তখন কথা বলতে বলতে দাড়িতে হাত বুলোতো ও নম্র, লাজুক হাসি হাসতো।···কিন্তু শীঘ্রই এল শরৎকাল। ধরা-বাঁধা কাজ ছাড়া আমার জীবন হয়ে উঠলো অসহনীয়।·· আমাকে শীতকালের জন্য খুঁজতে হল চাকরি এবং ভাসিলি সেমেনফের রুটির দোকানে তা পেলামও।

আমার জীবনের এই অংশটি আমি বর্ণনা করেছি “প্রভু”, “কোনোভালোভ”, “ছাব্বিশজন ও একজন” নামে গল্পে। তখনকার সময় ছিল কঠোর! কিন্তু শিক্ষাপ্রদ! কেবল

যে সেটা শরীরের দিক থেকে কঠোর ছিল তা নয়, নৈতিক দুঃসময়ও ছিল।

যখন আমি কারখানাটির ভিত-ঘরে নেমে যেতাম তখন—আমার ও জনসাধারণের মধ্যে উঠতো "বিস্মৃতির প্রাচীর।" কিন্তু তাদের পর্য্যবেক্ষণ করা, তাদের কথা শোনা আমার পক্ষে হয়ে উঠেছিল প্রয়োজনীয়। তাদের কেউ কারখানায় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতো না ; আর আমি প্রত্যহ চোদ্দো ঘণ্টা কাজ করে সপ্তাহ-দিনে ডেরেনকভের বাড়িতে যেতে পারতাম না—ছুটিটা বিছানায় শুয়ে বা আমার সাথীদের সঙ্গে কাটাতাম। তাদের একটা অংশ গোড়াথেকেই আমাকে ভাঁড় হিসেবে দেখতো, আর কেউ কেউ যে-শিশু চমৎকার গল্প বলতে পারে তাকে যে-ভাবে ভালোবাসে আমাকে সেইভাবে ভালবাসতো। কে জানে আমি তাদের কি বলতাম। যেমনই হোক, সেটা ছিল এমনকিছু যা তাদের আর একটি সহজ ও অধিকতর অর্থভরা জীবনের আশায় অনুপ্রাণিত করতো। কখন কখন আমার মন শান্তি পেত এবং গর্ব্বভরে ভাবতাম, যে, আমি "জনসাধারণের মধ্যে" কাজ এবং তাদের "শিক্ষাদান" করছি।

কিন্তু প্রায়শই অনুভব করতাম আমার অসহায় অবস্থা, জ্ঞানের অভাব, জীবনের সবচেয়ে সহজ ও ইতিহাসের প্রশ্নের উত্তর দেবার অক্ষমতা। অনুভব করতাম, আমাকে পুরে দেওয়া হয়েছে একটা অন্ধকার গর্ত্তে যেখানে লোকে বাস্তবকে বিস্মৃত হবার চেষ্টায় জোট বাঁধতো আর সেই বিস্মৃতিকে লাভ করতো বহু

মদের দোকানে ও গণিকাদের আলিঙ্গনে। প্রত্যেক মাসে মাইনের দিনে সেই "স্ফূর্ত্তির আড্ডায়" যাওয়াটা ছিল অবশ্য কর্ত্তব্য। এক সপ্তাহ আগে থাকৃতেই লোকগুলো সেই ভবিষ্যতের সুখ যেদিন ভোগ করবে সেদিনটির কথা বল্‌তো এবং সেটা উপভোগ করবার পর যে আনন্দ তারা ভোগ করেছিল তার সুদীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করতো। সেই সকল আলোচনায় তাদের যৌনশক্তির বড়াই করতো, গণিকাদের নির্ম্মম ভাবে পরিহাস করতো এবং বিরক্তির সুরে তাদের কথা বলতো কিন্তু আশ্চর্য্যের যে—এই সকলের অন্তরালে শুনতে পেতাম অথবা সেটা আমার কল্পনা—এক রকম বিষাদ ও লজ্জা। দেখতাম সেই "সুখের আড্ডায়" যেখানে এক রুবল দিলে সারা রাতের জন্য একটি মেয়েমানুষ পাওয়া যেত সেখানে আমার বন্ধুরা নিরীহ ও অপরাধীর মতো আচরণ করতেন। সেটা আমার কাছে বোধ হত স্বাভাবিক। অন্যেরা অতিরিক্ত ধৃষ্টতা ও নির্ভীকতা দেখাতো। কিন্তু জানতাম তা মিথ্যা ও ছল। যৌনসম্পর্ক আমার মনে অদ্ভুত শিহরণ আনতো।

আমি নিজে কোনদিন নারীর সোহাগ গ্রহণ করি নি। আমার কাছে তা অস্বস্তিকর লাগতো। গণিকারা আর আমার বন্ধুরা উভয়েই নষ্টামী করে আমাকে উপহাসাস্পদ করতো। কয়েক দিনের মধ্যেই তারা আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে ডাকা ছেড়ে দিলে। একদিন খোলাখুলিই বললে, " তুমি, ছোকরা আমাদের সঙ্গে এস না ! "

—"কেন যাবো না ?"

—"তুমি সেখানে থাকলে মজা হয় না।"

কথাগুলো আমি গিললাম। মনে হল সেগুলোর মধ্যে আমার পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে।

"আমাদের পিছনে লেগে থেকো না। বলছি—সরে থাক! তোমার সঙ্গে যাওয়ায় স্ফূর্ত্তি নেই।…" আরটেম হেসে আরও বললে, "মনে হয় যেন আমাদের ওপর নজর রেখেছে কোন পাদ্রি বা বাবা।"

ছুকরীরা প্রথমে আমার গাম্ভীর্য্যের জন্য আমাকে নিয়ে মজা করতো; কিন্তু তারা শেষে ক্ষুণ্ণভাবে জিজ্ঞেস করলে, "আমরা তোমাকে বিরক্ত করি কি ?"

বাড়িওয়ালী টেরেসা বোরুটা, বয়স বছর চল্লিশ, মোটা-সোটা, সুশ্রী পোলাণ্ডের লোক, উঁচুজাতের কুকুরের মতো আমাকে লক্ষ্য করতো। শেষে একদিন বললে, "ওলো তোরা ওকে বিরক্ত করিস নি—নিশ্চয়ই ওর কোন কনে ঠিক করা আছে। কি গো নেই তোমার ? অমন একটা লম্বা-চওড়া পালোয়ানকে কনে ছাড়া আর কেউ আটকে রাখতে পারে না।"

সে ছিল মাতাল। ভীষণ মদ খেত। মাতাল অবস্থায় সে অকথ্যভাবে বিশ্রী হয়ে উঠতো। সে আমার বন্ধুদের বলতো, "সব চেয়ে আশ্চর্য্য লোক হচ্ছে ধর্ম্মশিক্ষামন্দিরের ছাত্রেরা। ওরা ছুকরীদের নিয়ে কি না করে! ওরা তাদের দিয়ে মেঝেতে সাবান মাখায়। তারপর প্লেটে হাত-পা রেখে হামাগুড়ি দিয়ে

বসায়। তারপর তাকে পেছন থেকে মারে ঠেলা। দেখে সেই ঠেলায় সে কতদূর যায়। কেন করে?"

আমি বলি, "তুমি মিছে কথা বলছো..."

—"না।"

আমার কথায় সে ক্ষুণ্ণ হয় না।

—"তুমি বানিয়ে বলছো!"

—"একটা মেয়ে কি করে এসব বানিয়ে বলবে? আমি কি তবে পাগল।"

আমার বন্ধুরা লুব্ধ মনোযোগে আমাদের আলোচনা শুনতো। টেরেসা আবেগহীন কণ্ঠে বলে যেত যেন সে জানতে চায় এসব কেন?

শ্রোতারা কর্কশভাবে বিরক্তি প্রকাশ করতো, ছাত্রদের গাল দিত, মারতে চাইতো। আমি যাদের ভালোবাসতে শিখেছিলাম টেরেসা তাদের বিরুদ্ধে ক্রোধ জাগিয়ে তুলছে দেখে, বলতাম ছাত্রেরা জনসাধারণকে ভালোবাসে, তাদের ভালোই করতে চায়।

সে বলতো, "তুমি বলছো ভোসক্রেসেনস্কাইয়া ষ্ট্রীটের আর বিশ্ববিদ্যালয়ের অসামরিক ছাত্রদের কথা। কিন্তু আমি বলছি আধ্যাত্মিক শিক্ষামন্দিরের ছাত্রদের কথা। ওরা সকলেই অনাথ। অনাথ ছেলে-মেয়েরা সকলেই চোর বা অকর্ম্মা—এক কথায় খারাপ হয়ে ওঠে। অনাথ যে, এ জগতে তার আঁকড়ে থাকবার কিছুই তো নেই।"

বাড়িওয়ালীর শান্ত কাহিনী, ছুকরীদের ছাত্র ও সরকারী

কর্ম্মচারীদের, মোটের ওপর "নিষ্কলুশ জনসাধারণের" বিরুদ্ধে অভিযোগ আমার বন্ধুদের মনে কেবল বিরক্তি ও বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতো না, আনন্দেরও সঞ্চার করতো। তারা বলতো "লেখা-পড়া জানা লোকেরা আমাদের চেয়ে ভাল নয়!"

এটা শুনতে আমার বেদনাবোধ হত, রূঢ় লাগতো। দেখতাম শহরের যত নোংরা সব এক সঙ্গে বয়ে আসতো সেই সব আধ-অন্ধকার, ছোট ছোট ঘরে যেন গর্ত্তে। এবং সেখানে বিদ্বেষ ও শয়তানীতে অনুপূরিত হয়ে বাষ্পময় আগুনে টগবগ করে ফুটতে ফুটতে তা আবার শহরে ফিরে বয়ে যেত। দেখতাম, ভালোবাসার উৎকণ্ঠা ও বেদনা ভরা কত মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত রচিত হয় সেই সব গর্ত্তে যেখানে লোকে সহজাত প্রবৃত্তি ও জীবনের এক ঘেয়েমীর তাড়নায় আসতো। দেখতাম, "লেখা-পড়া জানা লোকদের" সম্বন্ধে রচিত হত কি বীভৎস কাহিনী। এবং সেখানে একটা কিছুর প্রতি পরিহাস-ভরা ও প্রতিকূল ভাব বদ্ধমূল হত, যার ফলে তারা বুঝতে পারতো না এবং আমি অনুভব করতাম, "সেই সুখের ঘরগুলি" ছিল বিশ্ববিদ্যালয়। সেখান থেকে আমার বন্ধুরা বিষময় জ্ঞান আহরণ করতেন। লক্ষ্য করতাম কেমন করে সেই সব "স্ফূর্ত্তির ছুকরীরা" অলসভাবে পা ছেঁচড়ে নোংরা মেঝের ওপর চলা-ফেরা করতো, কেমন করে তাদের বিশ্রী ফুলো দেহগুলো দোলাতো অথবা তারের বাজনার বা ভাঙ্গা পিয়ানোর সুরে নাচতো। আমি এসব দেখতাম আর আমার মন একটা

অস্পষ্ট বেদনায় ভরে উঠতো।...আমি যখন কারখানার লোক-দের কাছে বলতাম, এমন সব লোক আছে যারা নিঃস্বার্থ ভাবে মুক্তির পথ অন্বেষণ করছে, তখন তারা আমার কথার প্রতিবাদ করতো, "তাহলে ছুকরীরা তাদের সম্বন্ধে অন্য রকম কথা বলে কেন?"

তারা নির্ম্মমভাবে আমাকে পরিহাস করতো।...আমিও তাদের প্রতি রুষ্ট হতাম। আমি উপলব্ধি করতে আরম্ভ করে ছিলাম যে, জীবনের চেয়ে জীবনের বিষয় চিন্তা সহজ নয়। সময় সময় অনুভব করতাম, যাদের সঙ্গে আমি কাজ করতাম আমার অন্তরে সেই জেদী ও সহিষ্ণু লোকগুলির প্রতি ঘৃণা প্রজ্বলিত হয়ে উঠ্‌ছে। যা আমাকে বিশেষ করে রুষ্ট করে তুল্‌তো তাহচ্ছে, তাদের সহনক্ষমতা, বিনম্র দৈন্য যার সাহায্যে তারা একটা মাতাল মনিবের বেপরোয়া নির্ম্মমতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করতো।...

সেই দুর্য্যোগময়ী রাত্রিগুলির একটিতে যখন বোধ হয়, দুরন্ত আর্ত্তনাদী বাতাস ধূসর আকাশখানাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলেছে এবং সেই টুক্‌রোগুলো পৃথিবীতে পড়ে তাকে হিমকণার তুষার আস্তরণে সমাধিস্থ করেছে, যখন মনে হয় পৃথিবীর ওপরকার জীবনের অবসান হয়ে আস্‌ছে, সূর্য্য ডুবে গেছে, আর কখনও উঠবে না—তেম্নি এক রাত্রিতে আমি ডেরেনকভদের বাড়ি থেকে কারখানায় ফিরে আস্‌ছি, বাতাসের দিকে মুখ করে, চোখ দুটো বুজে হাঁটছি হঠাৎ পেভ্‌মেনটের ওপর শায়িত একটি লোকের গায়ে হোঁচট খেয়ে

পড়ে গেলাম। আমরা দুজনেই গালাগাল দিয়ে উঠলাম। আমি রুষ ভাষায়, সে ফরাসীতে।

আমার কৌতূহল জাগলো। আমি তাকে তুলে দাঁড় করালাম। সে মানুষটি ছিল ক্ষুদ্রকায় ও হাল্কা। সে আমাকে ধাক্কা দিয়ে, রাগে চীৎকার করে বললে, "আমার টুপি। জাহান্নমে যাও! আমার টুপিটা ফিরিয়ে দাও। আমি জমে যাচ্ছি।"

আমি তার টুপিটা তুষারের ওপর পেলাম। এবং সেটা ঝেড়ে তার খোঁচা খোঁচা চুলভরা মাথায় বসিয়ে দিলাম। কিন্তু সে টুপিটা আবার মাথা থেকে তুলে নিয়ে আমার মুখের কাছে ঝাঁকিয়ে দুটি ভাষায় আমাকে গালাগাল দিয়ে বললে, "দূর হয়ে যাও!"

এবং তারপর হঠাৎ সামনের দিকে ছুটে গিয়ে সেই ফেনায়িত মাড়ে ডুবে গেল। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে আমি আমি আবার তাকে পেলাম। সে একটা নির্ব্বাপিত আলোর কাঠের স্তম্ভটি দুহাতে জড়িয়ে মিনতিভরে বলছিল, "লেনা— আমি মরছি—ও লেনা—"

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল সে মাতাল হয়েছে। যদি আমি তাকে রাস্তায় ফেলে রেখে যেতাম, তাহলে সে নিশ্চয়ই জমে মারা যেত। জিজ্ঞেস করলাম, সে কোথায় থাকে?

সে সজল কণ্ঠে বলে উঠলো, "এটা কোন্ রাস্তা? কোথায় যাবো জানি না।"

আমি তার কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে নিয়ে চললাম। এবং বার করতে চেষ্টা করতে লাগলাম, সে কোথায় থাকে।

সে কাঁপতে কাঁপতে বল্‌তে লাগলো, "বৌলাকে... বৌলাকে...যেখানে সেই খোবিখানা...একটা বাড়ি..."

কিছু কষ্টের পর বৌলাকে যে বাড়িতে সে থাকতো সেখানা খুঁজে পেলাম। অবশেষে দুজনে একটি ছোট বাড়ির দরজায় গিয়ে উঠলাম। বাড়িখানা ছিল একটা আঙিনার শেষে প্রকাণ্ড স্তূপের আড়ালে। সে অন্ধকারে দরজা হাঁতড়াতে লাগলো। দরজায় মৃদু আঘাত করতে করতে বললে, "চুপ...আস্তে..."

লাল ড্রেসিং গাউন পরা একটি স্ত্রীলোক, এক হাতে একটি মোমবাতি, দরজাটা খুলে দিলে। সে এক পাশে সরে গিয়ে আমাদের ভেতর ঢুক্‌তে দিয়ে একটা চষমা চোখে লাগিয়ে তার ভেতর দিয়ে আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করতে লাগলো।

তাকে বললাম, লোকটির হাত দুখানা ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গেছে; তার পোশাক ছাড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া উচিত।

সে খনখনে গলায় জিজ্ঞেস করলে, "হাঁ?"

—"ওর হাত দুখানা ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে দেওয়া উচিত..."

সে চষমা দিয়ে নীরবে ঘরের কোণটা দেখিয়ে দিলে। সেখানে একটা ইজেলের ওপর একটি নদী ও কতকগুলি গাছ আঁকা একখানি ছবি ছিল। আমি স্ত্রীলোকটির অসাড় মুখখানির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আর সে ঘরের শেষ দিকে একখানা টেবিলের কাছে সরে গেল।

টেবিলখানার ওপর ছিল গোলাপী শেডেরতলায় একটি আলো। সে সেখানে বসে টেবিল থেকে একখানা হরতনের গোলাম তুলে নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

জোরে জিজ্ঞেস করলাম, "অ্যালকোহল আছে?" সে উত্তর না দিয়ে তাসগুলো টেবিলের ওপর সাজাতে ব্যস্ত হল। যে লোকটাকে আমি সঙ্গে করে বাড়িতে এনেছিলাম সে মাথাটা খুব নিচু করে লাল হাত দুখানা পাশে ঝুলিয়ে একখানি চেয়ারে বসে রইলো। আমি কিছুই না বুঝে যেন স্বপ্নের মাঝে রয়েছি এম্নিভাবে তাকে একখানি সোফায় শুইয়ে তার পোশাক ছাড়াতে শুরু করলাম। আমার সামনের দেওয়ালটি ছিল ফটোগ্রাফে ভরা। সেগুলোর মধ্যে ম্লানভাবে উজ্জল হয়ে ছিল সাদা রিবনের বো বাঁধা একখানি সোনার মালা। তার শেষে সোনার জলে লেখা ছিল— "অনুপম গিলডাকে।"

আমি তার হাতে মালিশ আরম্ভ করতেই লোকটা কাতর-ভাবে বলে উঠলো, "সাবধান, হতচ্ছাড়া!"

স্ত্রীলোকটি অন্যমনস্কভাবে তাসগুলো সাজাতে লাগলো। তার মুখখানা ছিল পাখির মতো। সে হঠাৎ তার ঝোলানো পরচুলোর মতো পাকা চুলগুলো উস্কোখুস্কো করে খাটো অথচ স্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞেস করলে, "জর্জেস, তুমি মিশকাকে দেখে ছিলে?"

জর্জেস আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চট করে উঠে বসে তাড়াতাড়ি বললে, "কিন্তু সে কিয়েভে গেছে..."

তাসগুলো থেকে চোখ না তুলেই স্ত্রীলোকটি বললে, "হাঁ, কিয়েভে..."

—"সে শিগগিরিই ফিরে আসবে।"

—"হাঁ?"

—"হাঁ। খুব শিগগির।"

—"হাঁ?"

জর্জ্জেস অর্দ্ধেক পোশাক পরে একলাফে মেঝেয় নেমে, দুই লাফে তার পায়ের কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে তাকে ফরাসী ভাষায় কি বললে।

স্ত্রীলোকটি রুষ ভাষায় উত্তর দিলে, "আমি শান্ত হয়ে আছি।"

—"আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলে ছিলাম, বুঝলে? বাইরে তুষার ঝড় বইছে। ভয়ঙ্কর বাতাস। মনে হচ্ছিল আমি জমে মরে যাবো। আমরা বেশী মদ খাই নি।" জর্জ্জেস তাড়াতাড়ি কথাগুলো বলছিল আর স্ত্রীলোকটির যে হাতখানি হাঁটুর ওপর ছিল তাতে হাত বুলোচ্ছিল। জর্জ্জেসের বয়স হবে বছর চল্লিশ।

স্ত্রীলোকটি আধা প্রশ্নের মতো জিজ্ঞেস করলে, "আমরা কাল কিয়েভে যাবো।"

—"হাঁ, কাল। তোমায় কিছু বিশ্রাম করতে হবে। তুমি শুতে যাচ্ছো না কেন? অনেক রাত হয়েছে..."

—"তুমি কি মনে কর মিশকা আজ আসবে?"

—"না। এই রকম তুষার-ঝড়ে...শুতে চল..." সে টেবিল

থেকে আলোটি তুলে নিয়ে স্ত্রীলোকটিকে একটি ছোট দরজা দিয়ে বুককেসের পিছনে নিয়ে গেল। আমি চুপ করে বসে রইলাম। ঘরখানা ছিল আসবাব-পত্রে ঠাসা এবং একটা অদ্ভুত উষ্ণ গন্ধে ভরা। তাতে মনের সব চিন্তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

জর্জেস আলোটা হাতে নিয়ে টল্‌তে টল্‌তে এল।

—"ও শুয়েছে।" বলে সে ঘরের মাঝখানে চিন্তিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আমার দিকে না তাকিয়েই বললে, "কি বলবার আছে? তুমি না থাকলে আমি হয়তো মরেই যেতাম...ধন্যবাদ তোমায়। তুমি কে?"

সে কাঁপতে কাঁপতে পাশের ঘরের শব্দটা কান পেতে শুনতে লাগলো।

আমি মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, "উনি তোমার স্ত্রী?"

—"আমার স্ত্রী! আমার সব। আমার সারা জীবন।... একটু চা, অ্যাঁ?"

সে অন্যমনস্কের মতো দরজার কাছে যেতেই তার মনে পড়লো চাকরটি অতিরিক্ত মাছ খাবার ফলে তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে।

আমি কেট্‌লিতে জল গরম করতে চাইলাম।...সে রান্না-ঘরে গিয়ে স্টোভে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, "তুমি না থাকলে আমি ঠাণ্ডায় জমে মরে যেতাম, তোমায় ধন্যবাদ।" এবং হঠাৎ চমকে উঠে বিস্ফারিত শঙ্কিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "তাহলে ওর কি হত! হা, ভগবান্‌..."

এবং দরজাটার অন্ধকার গর্ত্তের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে দেখে ফিস্ ফিস্ করে বললে, "বুঝলে, ও অসুস্থ। ওর ছেলেটি ছিল গানের ওস্তাদ। সে মস্কোতে আত্মহত্যা করেছে। ও এখনও তার প্রতীক্ষায় আছে। ব্যাপারটা ঘটেছে বছর দুই হতে চললো..."

পরে আমরা চা খেতে খেতে সে অসংলগ্ন, অস্বাভাবিক ভাষায় বললে, স্ত্রীলোকটি ছিল একখানি গ্রাম্য বাড়ির মালিক। জর্জ্জেস ছিল তার ছেলের শিক্ষক। সে স্ত্রীলোকটির প্রেমে পড়ে। তারপর সে তার স্বামীকে ছেড়ে চলে আসে। স্বামীটি হচ্ছে, এক জার্ম্মান ব্যারন। স্ত্রীলোকটি অপেরায় গান গাইতো। তারা দুজনে ছিল খুব সুখী যদিও তার প্রথম স্বামীটি তাদের জীবনকে সকল সম্ভাব্য দিক থেকে নষ্ট করতে চেষ্টা করে ছিল।

সে আবার জিজ্ঞেস করলে, "তুমি কে? ও রুটিওয়ালা, মজুর। আশ্চর্য্য, তোমাকে সে রকম দেখায় না। এর মানে কি?"

তার কাছে আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করলাম।

সে বললে, "তাই নাকি? বটে, বটে!" এবং হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলে, "তুমি সেই 'কদাকার হাঁসের ছানার' গল্পটি জান? সেটা পড়েছো? গল্পটি মুগ্ধ করে। তোমার বয়সে আমিও নিজেকে মনে করতাম রাজহাঁস। আমার ঢোকবার কথা ছিল ধর্ম্মবিদ্যালয়ে কিন্তু তা না গিয়ে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমার বাবা ছিলেন পাদ্রি; তিনি একটি পয়সাও দিতে চাইলেন না। আমার সঙ্গে সকল সম্পর্ক

ত্যাগ করলেন। আমি প্যারিতে পড়াশুনো করে ছিলাম— মানুষের দুঃখের ইতিহাস, অগ্রগতির ইতিকথা। অগ্রগতি হচ্ছে আত্ম-সান্ত্বনা দেবার জন্যে একটা আবিষ্কার। জীবন প্রজ্ঞার বস্তু নয়; এর কোন অর্থ নেই। দাসত্ব ছাড়া—অগ্রগতি ঘটতে পারেনা। সংখ্যালঘিষ্ঠের কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠের বশ্যতা স্বীকার করা ছাড়া মানুষ যে পথ ধরে চলেছে, সে পথে আর বেশি দূর অগ্রসর হতে পারবে না। জীবনকে, আমাদের কাজকে সহজ, সরল করবার বাসনায় আমরা কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে তাকে জটিল করে তুলি। কল-কারখানাগুলো আছে আরও বেশি করে কল-কারখানা গড়ে তুল্‌তে। সেটা আহাম্মকি! যখন কেবল কৃষকের দরকার যারা অন্ন জোগায়, তখন মজুরের সংখ্যা বাড়ছে প্রতিদিনই। অন্নকে প্রকৃতি থেকে আহরণ করতেই হবে। মানুষ যত কম চাইবে ততই সুখী হবে। যত কামনা—তত কম স্বাধীনতা।"

হয়তো সে কথাগুলো বলেছিল অন্য কিন্তু সেই ধরনের চিন্তা আমি শুনলাম সেই প্রথম; আরও এই যে, এমন কর্কশ ও স্পষ্ট ভাবে। সে আবার বললে, "বুঝতে পারছো? মানুষের দরকার খুবই কম—এক টুকরো রুটি, আর একটি নারী…"

"প্রেম ও বুভুক্ষা পৃথিবীতে আধিপত্য করছে।"

তার গুপ্ত অস্ফুট কথাগুলো শুনে মনে পড়লো সেই বিপ্লবাত্মক পুস্তিকা "রাজা বুভুক্ষার" প্রথম পৃষ্ঠাখানির ওপর লেখা ছিল ঐ কথাগুলি।

"লোকে বিস্মৃতি ও সান্ত্বনা খুঁজছে, জ্ঞান নয়।" এই ধারণা আমাকে সম্পূর্ণ বিমূঢ় করে ফেল্‌লে।

খুব ভোরে সেই ছোট রান্নাঘরখানি থেকে পথে বেরিয়ে পড়লাম। কারখানায় যেতে ইচ্ছা হল না। মনে পড়তে লাগলো সেই লোকটির কথাগুলি, কানে বাজতে লাগলো তার কণ্ঠস্বর। বোধ হতে লাগলো তার কথাগুলো যেন আমার গলায় কোথায় আটকে আমার গলা টিপে ধরেছে। আমি সেই তুষার-ঝড়ে, তরঙ্গায়িত তুষার ভেঙ্গে তাতারদের শহরতলীতে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

তার সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হয় নি। দেখা করবার ইচ্ছাও আমার ছিল না। কিন্তু পরে আমি লোককে জীবনের অর্থহীনতা ও শ্রমের ব্যর্থতার কথা বলতে প্রায়শই শুনতে পেতাম। এই কথা শুনেছিলাম, নিরক্ষর নিষ্কর্মাদের মুখে, শুনেছিলাম গৃহহীন ভবঘুরেদের মুখে, শুনেছি অত্যন্ত কৃষ্টিসম্পন্ন, উচ্চশিক্ষিতদের মুখে। কিন্তু প্রথম যেদিন শুনি সেদিন যেমন তা আমার মনে কঠোর ভাবে চেপে বসে ছিল এমন আর কোন দিন হয় নি।...

* * * *

ডেরেনকভের দোকান থেকে লাভ হত যৎসামন্যই।...

আনদ্রি চিন্তিতভাবে তার দাড়িগুলো টান্‌তে টান্‌তে বল্‌তো, "আমাদের একটা পথ বার করতেই হবে।" সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতো আর অপরাধীর মতো হাসতো।

আমার মনে হত, সে পরকে সাহায্য করবার যাবজ্জীবন

দণ্ড পেয়েছে বলে মনে করতো। শাস্তিটার সঙ্গে সে বোঝা-পড়া করে নিজেকে মানিয়ে নিলেও, মনে হয়, সময় সময় সেটা তার ওপর গুরু ভারের মতো চেপে বস্‌তো।

প্রায়ই বিভিন্ন ঘটনায় আমি তাকে জিজ্ঞেস করতাম, "তুমি এসব করো কেন?"

সে আমার কথার মর্মটি না বুঝে প্রশ্নটির উত্তর দিত, "কিসের জন্যে?" এবং একখানা বইয়ের মতো বলে যেত লোকের কঠোর জীবন-যাত্রার কথা, শিক্ষা ও জ্ঞানের আবশ্যকতার কথা। তাতে আমার মনে আদৌ প্রত্যয় জাগতো না।

—"কিন্তু তারা কি জ্ঞান চায়, তা কি খোঁজে?"

—"যেন চায় না! নিশ্চয়ই খোঁজে। তুমি চাও, তুমি খোঁজ?"

হাঁ, আমি চাইতাম, খুঁজতাম। কিন্তু মনে পড়তো ইতিহাসের সেই ক্ষুদ্রকায় শিক্ষকটির কথা—"লোকে খোঁজে বিস্মৃতি আর সান্ত্বনা, জ্ঞান নয়।"

এই রকম তীক্ষ্ণ ধারণা—সতেরো বৎসর বয়সের যুবকের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর—ধারণাগুলো সংঘর্ষের ফলে স্থূল হয়ে যায়; যুবকেরাও সেগুলো থেকে বিশেষ কিছু লাভ করে না। আমি ভাবতে শুরু করলাম যে, আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে এই—লোকে রোমাঞ্চকর গল্প ভালোবাসে, তার একমাত্র কারণ গল্পগুলো অন্তত একটি ঘণ্টা বা ঐ রকম সময়ের জন্য তাদের সাধারণ, কঠোর জীবনকে ভুলে থাকতে

দেয়। গল্পের মধ্যে "কল্পনার" অবকাশ যত থাকবে কৌতূহল ততই হবে উদগ্র এবং গল্পটি শোনাও হবে সেই পরিমাণ কৌতূহলের সঙ্গে। যে বইয়ে যত সুন্দর "কল্পনা" থাকবে সে বই হবে লোকের তত পছন্দসই। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমি বায়বীয় কুয়াশায় ভেসে বেড়াতে লাগলাম।

ডেরেনকভ একখানা পাঁউরুটির দোকান খুলতে মনস্থ করলে। আমাকে তাতে সহকারী রুটিকারিগরের কাজ করতে হবে। আমি "ঘরের লোক" হওয়ায় আমাকে নজর রাখতে হবে, সর্দার কারিগর যাতে ময়দা, ডিম, গম, মাখন ও অন্যান্য কাঁচা মাল না চুরি করে।

তাই আমি বজরা ও নোংরা ভিত-ঘর ছেড়ে এলাম একখানি তার চেয়ে ছোট ও একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরে। তারও দেখা-শোনা হল আমার কর্ত্তব্য। চল্লিশটি লোকের একটি দলের বদলে আমাকে বোঝা-পড়া করতে হল মাথায় পাকা চুল, মুখে ছোট, ছুঁচলো দাড়ি, চিন্তাছন্ন চোখ ও অদ্ভুত মুখ একটি মাত্র লোকের সঙ্গে। তার মুখটুকু ছিল পারচ মাছের মতো, ঠোঁট দুখানা ফুলো যেন সে মনে মনে নিজেকে চুমো দিচ্ছে। তার দৃষ্টির গভীরতায় লুকিয়ে থাকতো এক ধরনের পরিহাস।

এতে আর কোন সন্দেহ নেই যে সে চুরি করতো— প্রথম রাতেই সে সরিয়ে রাখলে দশটি ডিম, প্রায় সের দেড়েক ময়দা ও মাখনের একটা বড় টুকরো।

—"এটা যায় কোথায় ?"

—"যায় একটি ছোট মেয়ের কাছে।"

আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, চুরি করা অপরাধ। কিন্তু আমি যথেষ্ট বক্তৃতা দিতে পারলাম না বলেই হোক বা যা বোঝাতে যাচ্ছি তাতে আমারও যথেষ্ট প্রত্যয় ছিল না বলেই হোক আমার কথায় ফল হল না।

প্যাসট্রিভরা বাক্সটার ওপর শুয়ে জানলার ভেতর দিয়ে তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে সে আপন মনে বিড়্ বিড়্ করতে লাগলো, "আমাকে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করছে। আমাকে দেখছে এই প্রথমবার ; আর শিক্ষা দিতে শুরু করেছে। আর ও হচ্ছে বয়সে আমার চেয়ে তিনগুণ ছোট ! মজার··"

তারাগুলোকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলে, "মনে হয় আমি তোমাকে আগে কোথায় দেখেছি—তুমি কোথায় কাজ করতে ? সেমেনফের ওখানে ? যেখানে মারামারি হত ? বটে—বটে। তাহলে আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি—"

কয়েক দিনের মধ্যে লক্ষ্য করলাম, যে কোন অবস্থায়, এমন কি একখানা কোদালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েও যতক্ষণ সে ইচ্ছা ঘুমোতে পারে।···তার কথোপকথনের প্রিয় বিষয় ছিল, ধন-দৌলৎ ও স্বপ্নের গল্প···তার স্বপ্নগুলো সহজ সরল ছিল না। বুঝতে পারতাম না, তার চারধারে যা ঘটছে তা বাদ দিয়ে কেন স্বপ্নের কথা সে বলতো।

একদিন সারা শহর খুব উত্তেজনায় ভরে গেল। এক ধনী চা-ব্যবসায়ীর মেয়েটিকে একজনের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয় বলে সে বিয়ের উৎসব শেষ হবার পরই আত্মহত্যা করেছিল। তরুণের জনতা, কয়েক হাজার হবে, তার কফিনের পিছন পিছন চললো। ছাত্রেরা তার কবরের ওপর বক্তৃতা দিতে লাগলো। পুলিশ এসে তাদের তাড়িয়ে দিলে। রুটিওয়ালার পাশের ছোট দোকানখানাতে প্রত্যেকে এই নাটকীয় ঘটনা সম্বন্ধে জোর গলায় তার মত জাহির করতে লাগলো। দোকানের পিছনের ঘরখানা ছাত্রে গেল ভরে। তাদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ও ঝাঁঝালো কথা এমন কি আমাদের ভিত-ঘরেও পৌঁছতে লাগলো।

লাটোনিন বললে, "মেয়েটাকে যখন ওরা শাসন করছিল তখন ওঁকে আদৌ শাসন করে নি।"...বাস্তব ছেড়ে সে স্বপ্নচারী হলেও শীঘ্রই সচেতন হয়ে উঠলো যে, দোকানে অসাধারণ একটা কিছু ঘটছে।...ছাত্রেরা আসতো-যেত, দোকানখানার পিছনের ঘরে সমানে বসে থাকতো, চীৎকার করতো বা কানে কানে কি বলতো। মালিক কদাচিৎ আসতেন। আমি ছিলাম সহকারী; সেই সঙ্গে দোকানের ম্যানেজারের মতো।

লাটোনিন জিজ্ঞেস করলে, "তুমি কি মালিকের আত্মীয়? না। ও তোমাকে জামাই করবে? করবে না? ভারী মজার তো। আর ঐ ছাত্রেরা—ওরা আসে কেন? মেয়েগুলোর জন্যে?...বটে। তা সম্ভব। যদিও আমি বলতে চাই না,

মেয়েগুলোকে বিশেষ সুশ্রী দেখতে…আমার মনে হয়, ছাত্রেরা এখানে আসে মেয়েগুলোর চারধারে ঘোরার চেয়ে রুটি খাবার উদ্দেশ্যেই বেশি।"

প্রায় প্রত্যহ সকালে পাঁচটা বা ছটার সময় দোকানের সামনে রাস্তায় দেখা দিত একটি অল্প বয়সী স্ত্রীলোক। তার পা দুখানি ছিল ছোট। তার দেহটি ছিল নানা আয়তনের অর্দ্ধ-গোলক দিয়ে তৈরী এবং তাকে দেখাতো একটা তরমুজের বস্তার মতো। জানলার সামনে খাদের ওপর খালি পা দুখানা ঝুলিয়ে বসে সে হাই তুলে ডাকতো, "ভান্যা!"…

বুঝতে পারতাম না, সে রকমের একটি মেয়ের সঙ্গে লোকে কি বিষয় নিয়ে কথা বল্‌তে পারে।

কারিগরটিকে জাগাতাম।

সে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করতো, "তুমি এসেছো ?"

—"দেখ্‌তেই পাচ্ছ।"

—"ঘুমিয়ে ছিলে ?"

—"তোমার কি মনে হয় ?"

—"কি স্বপ্ন দেখেছিলে ?

—"মনে নেই…"

শহরটি নিস্তব্ধ। কেবল রাস্তায় ঝাঁটার শব্দ হচ্ছে; সদ্য জাগ্রত চড়ুইগুলোর কিচির-মিচির কানে আসছে। সার্সির গায়ে উদীয়মান সূর্য্যের তপ্ত সূক্ষ্মরশ্মিগুলি এসে লাগছে। দিবসের এই চিন্তালু প্রারম্ভ আমার ভাল লাগে। কারিগরটি জানলা দিয়ে লোমশ হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে মেয়েটির

পা দুখানা চেপে ধরলে। মেয়েটি ঔদাসীন্যের সঙ্গে, স্বপ্নালু চোখ দুটো তার দিকে হেনে তেমনই ঔদাসীন্যের সঙ্গে তাতে সম্মতি দিলে।

কারিগর বললে, "পেশকফ, গরম রুটিগুলো বার করে নাও, ভাজা হয়ে গেছে।"

আমি লোহার তাওয়াখানা তন্দুর থেকে বার করে নিলাম। সে তা থেকে খান বারো ছোট রুটি ও কতকগুলো প্যাসৃটি তুলে নিয়ে মেয়েটির কোলে ফেলে দিলে। আর সে এ-হাতের তালু থেকে ও-হাতের তালুতে বার কয়েক নাড়া-চাড়া করে ভেড়ার মতো হলদে দাঁতগুলো দিয়ে প্যান-কেকে কামড় দিতেই জিভটা পুড়ে গেলে তাতে সে রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো।

কারিগর তাকে তারিফ করে বললে, "এই বেহায়া, কাপড় নামা।" এবং সে চলে গেলে আমার কাছে বড়াই করতে লাগলো, "দেখেছো? ওর কোঁকড়া চুলগুলোর জন্যে ওকে দেখায় ভেড়ার মতো। আমি, বাবা, পরিষ্কার লোক। মাগীদের সঙ্গে আমার কারবার নাই, কেবল ছুকরীদের সঙ্গে আছে। ও হল আমার ত্রয়োদশ। নিকিফরিচ হচ্ছে ওর ধর্ম্ম বাপ।"

তার উল্লসিত মন্তব্য শুনে আমি ভাবতে লাগলাম, "আমাকেও কি এই ভাবে জীবন যাপন করতে হবে?"

সন্ধ্যা ছটা থেকে পরদিন প্রায় বেলা দুপুর অবধি আমি কাজ করতাম এবং ঘুমোতাম বিকেলে; পড়াশুনো করতাম কাজ করতে করতে।…আমি বৃত্তিটির কৌশল আয়ত্ত

করেছি দেখে, কারিগরটি ক্রমেই কম কাজ করতে লাগলো। সে আমাকে উপদেশ দিত আর বলতো, "তোমার কাজের কায়দা আছে—দু'এক বছরের মধ্যে তুমি পাকা কারিগর হয়ে উঠবে। কিন্তু কি মজার! তুমি ছেলেমানুষ। লোকে তোমার কথা শুনবে না, তোমাকে মানবে না… "

সে আমার গ্রন্থপ্রিয়তা অবজ্ঞা করতো; বলতো, "পড়ার বদলে খানিকটা বরং ঘুমোও।" কিন্তু কখন জিজ্ঞেস করতো না, কি বই আমি পড়ি। ধনদৌলতের স্বপ্ন ও সেই গোলগাল ছোটখাট মেয়েটির চিন্তা তাকে সম্পূর্ণ অভিভূত করে রাখতো। মেয়েটি প্রায় রাত্রেই আস্তো। সে তাকে বাড়িতে ঢোকবার গলিতে যেখানে ময়দার বস্তা বা অন্য জিনিষপত্র থাকতো সেখানে নিয়ে যেত। যদি বেশি ঠাণ্ডা থাকতো নাক সিঁটকে আমাকে বল্‌তো, "আধঘণ্টার জন্যে বাইরে যাও!"

আমি ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে যেতাম যে, লোকে বইয়ে যে-ভালোবাসার কথা পড়ে তার ভালোবাসার সঙ্গে তার কি বীভৎস গরমিল…।

দোকানের পিছন দিকের ঘরে থাকতো মালিকের বোন। আমি তার জলের কেটলি ফুটিয়ে দিতাম; কিন্তু তাকে চলতাম এড়িয়ে। কারণ তার সামনে আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হ'ত। তার চোখ দুটি শিশুর মতো ছিল। আমি তার দৃষ্টি সইতে পারতাম না। আমার সন্দেহ হত, চোখ দুটির গভীরতায় থাকতে পারে হাসি এবং সে হাসি পরিহাসের।

শক্তির অতিরিক্ত প্রাচুর্যোর ফলে আমার চলা-ফেরা ছিল বিশ্রী। কারিগর আমাকে ময়দার খুব বড়, ভারী বস্তাগুলো টেনে নিয়ে যেতে বলতো ও তুলতে দেখে, মন্তব্য করতো "তোমার গায়ে তিনজনের সমান জোর আছে, কিন্তু কায়দা নেই। তুমি যথেষ্ট লম্বা কিন্তু তোমাকে দেখায় ষাঁড়ের মতো..."

সেই সময়ের মধ্যে অনেক বই পড়া সত্ত্বেও এবং কবিতার প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকলেও—আমি নিজেও কবিতা রচনার চেষ্টা করে ছিলাম—কথা বলবার সময় আমি, নিজের ভাষা ব্যবহার করতাম। এবং সময় সময় ইচ্ছে করেই, আমার মধ্যকার কোন-কিছুর বিরুদ্ধে, যা আমাকে উত্তেজিত করে তুলতো, বিদ্রোহের ভাব নিয়ে আমি অমার্জ্জিত বাক্য ব্যবহার করতাম। আমার শিক্ষকগণের মধ্যে একজন,—গণিতের ছাত্র আমাকে ভর্ৎসনা করেছিল, " তুমি কি রকম অদ্ভুতভাবে কথা বল! ওগুলো কথা নয়, বাটখারা।"

আমার নিজের জন্যে, যেমন কিশোরদের হয়, এতটুকু চিন্তা ছিল না। আমি নিজেকে কল্পনা করতাম হাস্যাস্পদ ও অমার্জ্জিত বলে। আমার মুখখানা আমার ভালো লাগতো না —কালমিকের মতো আমার চোয়াল দুখানা ছিল উঁচু—আর আমার কণ্ঠস্বর আমার বশে ছিল না।

মালিকের ভগ্নী ক্ষিপ্র ও লঘুগতিতে চলা-ফেরা করতো যেন শূন্যে সোয়ালো পাখী ভেসে বেড়াচ্ছে। আমার বোধ হ'ত, তার গতির লঘুতা তার গোলগাল ও কোমল, ক্ষুদ্র দেহটির সঙ্গে মানাচ্ছে না। তার ভাব-ভঙ্গি ও চলার ঠাটে ছিল

শিথিল ও অপ্রকৃত কিছু। তার কণ্ঠস্বর জোরে বেজে উঠতো; কারণ সে খুব ঘন ঘন হাসতো। তার গলার স্বর শুনে ভাবতাম, ওকে আমি প্রথম দিন কি রকম দেখে ছিলাম ও চায় যে আমি তা ভুলে যাই। কিন্তু আমি ভুলতে চাইতাম না। কারণ অসাধারণ যা কিছু তাই-ই আমার কাছে ছিল মূল্যবান। আমি জানতে চাইতাম যে, তাও সম্ভব, তাও বর্ত্তমান।

সে আমাকে কখন কখন জিজ্ঞেস করতো, "তুমি কি পড়?"

আমি সংক্ষেপে উত্তর দিতাম এবং ফিরে জিজ্ঞেস করতে চাইতাম, "কেন তুমি জানতে চাও?"

একদিন কারিগরটি তার খাটো-পা সুন্দরীটিকে সোহাগ করতে করতে অদ্ভুত ভাঙ্গা গলায় আমাকে বললে, "একটু বাইরে যাও। আরে ভূত, এখানে তোমার সময় নষ্ট না করে মালিকের বোনের কাছে যাও না কেন? ছাত্রের...."

বললাম, সে যদি এ-বিষয়ে আর একটি কথা উচ্চারণ করে তাহলে বড় বাটখারাটা দিয়ে তার মাথাটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেল্‌বো। বলেই ঘরে ঢোকবার গলিটাতে যেখানে ময়দার বস্তাগুলো ছিল সেখানে বেরিয়ে গেলাম। আধ-বন্ধ দরজাটার ফাঁক দিয়ে লাটোনিনের গলার স্বর শুনতে পেলাম, "ওর ওপর কেন রাগ করছো? ও বই থেকে খানিকটা জ্ঞান পেটে পূরে পাগলের মতো দিন কাটাচ্ছে...."

দরজায় শুন্‌তে পাচ্ছিলাম ইঁদুরগুলোর চলাফেরার শব্দ, রুটি-ভাজবার ঘরে শুনছিলাম মেয়েটির কাতরানি ও গোঙানি।

আমি বেরিয়ে গেলাম চত্বরে। সেখানে অলস ও নিঃশব্দ ধারায় ঝরছিল পাতলা বৃষ্টি। তা সত্বেও বাতাস ছিল গরম ও পোড়াগন্ধে ভরা। কারণ কাছেই ছিল কাঠের আগুন। অনেকক্ষণ রাত বারোটা বেজে গেছে। রুটিওয়ালার সামনের বাড়িখানার জানলাগুলো খোলা। ম্লান আলোয় আলোকিত ঘরগুলো থেকে শোনা যাচ্ছে গানের আওয়াজ। আমি কল্পনার চেষ্টা করতে লাগলাম, মারিয়া ডেরেনকোভা, যেমন রয়েছে কারিগরটির ছুকরীটি আমার আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে রয়েছে; কিন্তু আমার সারা সত্তা দিয়ে অনুভব করতে লাগলাম তা অসম্ভব, এমন কি সেটা আমাকে আতঙ্কিত করতে লাগলো।...

একখানি শালে দেহটি জড়িয়ে সেই সুন্দরীটি টল্‌তে টল্‌তে আমার কাছে এসে অস্ফুট স্বরে বললে, "তোমাকে কারখানা ঘরে দরকার।"

কারিগর গামলা থেকে লেচিগুলো ছুড়ে ফেল্‌তে ফেল্‌তে বলতে লাগলো তার প্রিয়া কেমন স্নিগ্ধ, কেমন শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন; আর আমি ভাবতে লাগলাম যথাকালে আমার দশা কি হবে? বোধ হতে লাগলো, কাছেই কোথায়, কোণে ও আড়ালে আমার জন্যে দুঃখ অপেক্ষা করছে।

রুটির কারখানার কাজ এমন চমৎকার চল্‌তে লাগলো যে, ডেরেনকফ একখানা আরও বড় ঘরের চেষ্টা করতে লাগলো এবং স্থির করলে, আর একজন সহকারী নিযুক্ত করবে। ভালই। কারণ আমাকে অনেক কাজ করতে হত। আর,

আমি একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কারিগর বললে, "নতুন কারখানার তুমিই হবে সর্দ্দার-সহকারী। আমি ওদের বলবো তোমার মাইনে মাসে আরও দশ রুবল করে বাড়াতে। বলবোই।" বুঝতে পারলাম আমাকে সর্দ্দার-সহকারী করলে তার সুবিধা হবে—সে কাজ করতে চায় না, আর আমি কাজ করি স্বেচ্ছায়। কারণ জানি, ক্লান্তি আমার পক্ষে ভালই। তাতে মনের উৎকণ্ঠা দূর করে আর যৌন-প্রবৃত্তির দুর্দ্দমনীয় কামনাকে সংযত করে থাকে।

কারিগরটা একদিন বললে, "তুমি যে পড়াশুনা ছেড়েছো, এ ভালই। বইগুলো ইঁদুরে কাটুক। কিন্তু এ কি সম্ভব যে, তুমি স্বপ্ন দেখ না?…স্বপ্নের কথা বলার মধ্যে ক্ষতির কিছু নেই। তাতে ভয় পাবার ও কিছু নেই…"

সে ছিল আমার ওপর খুব সদয়। মনে হয়, আমাকে শ্রদ্ধাও করতো। অথবা মালিকের লোক বলে হয়তো আমাকে ভয় করতো, যদিও তা তার শৃঙ্খলার সঙ্গে চুরিতে বাধা ঘটাতো না।

আমার দিদিমা মারা গেলেন। সমাধিস্থ করবার সাত সপ্তাহ পরে আমার মামাতো ভাইয়ের কাছ তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পেলাম। সেই "কমাহীন" ছোট চিঠিখানিতে লেখা ছিল, দিদিমা গির্জ্জার বারান্দায় ভিক্ষা করতে করতে পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলেন। অষ্টম দিনে তিনি "অ্যানটন্সির আগুনে" পুড়তে আরম্ভ করেন অর্থাৎ জায়গাটি পচতে শুরু করে। পরে শুনেছিলাম, আমার মামাতো ভাই দুটি ও বোনটি তার

ছেলে-মেয়ে কটিকে নিয়ে তাঁর গলগ্রহ হয়ে ছিল। তিনি ভিক্ষা করে তাদের সকলকে খাওয়াতেন। তাঁকে দেখাবার জন্যে তারা ডাক্তার ডাকাও দরকার মনে করে নি।

চিঠিখানাতে লেখা ছিল—

"আমরা তাঁকে গোরস্থানে গোর দিই আমরা সেখানে তাঁর সঙ্গে যাই ভিখারারাও সকলে তাঁকে ভালোবাসতো এবং তাঁর জন্যে কেঁদেছিল। দাদামশাইও কেঁদেছিলেন এবং আমাদের সকলকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং নিজে তাঁর কাছে কবরের ওপর ছিলেন আমরা সকলে ঝোপের আড়াল থেকে লক্ষ্য করছিলাম তিনিও শিগগির মারা যাবেন।"

আমি কাঁদি নি। কিন্তু মনে পড়ে যেন তুষার শীতল বাতাস আমার অন্তর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। রাত্রে আঙ্গিনার কাঠের গাদার ওপর বসে কাউকে আমার দিদিমার কথা বলবার অব্যক্ত বাসনা মনে জেগে উঠলো। বলতে চাইলাম, তিনি ছিলেন কত করুণাময়ী ও বুদ্ধিমতী, সকলের ছিলেন জননী-স্বরূপা। সেই উন্মত্ত বাসনা দীর্ঘকাল অন্তরে বয়ে বেড়ালাম—কিন্তু বলবার মতো কেউই ছিল না এবং সেইজন্য অকথিত থেকে সে বাসনা আপান আপনি দগ্ধ হয়ে গেল। বহু বৎসর পরে যখন এ. পি. চেককের সেই কোচম্যানটির বিস্ময়কর সত্য গল্পটি পাঠ কার, সে, তার ছেলেটির মৃত্যুর কথা তার ঘোড়াটিকে বলে ছিল, তখন এই দিনগুলির কথা আমার মনে পড়ে। মনে বড় দুঃখ জাগে যে, সেই কঠোর দুর্দ্দিনে আমার পাশে একটি কুকুর বা একটি ঘোড়াও ছিল না; এবং ইঁদুরগুলোর

সঙ্গেও আমার দুঃখ ভাগাভাগি করে নিই নি—রুটির কারখানায় ইঁদুর ছিল অনেক এবং তাদের সঙ্গে আমার ভাবও ছিল খুব।

সে-সময় পুলিশ নিকিফরিচ আমার চারধারে চিলের মতো ঘুরতে শুরু করে ছিল। লোকটি ছিল দীর্ঘাকার, সরল ও বৃষস্কন্ধ। তার মাথার চুলগুলো ছিল রুপোর কুঁচির মতো খাড়া, মুখখানা ছিল চৌকো, সযত্নে আঁচড়ানো দাড়িতে ঘেরা। সে আমাকে লক্ষ্য করতে করতে ঠোঁট চাটতো যেন আমি খ্রীষ্টমাসের ভোজের হাঁস।

সে জিজ্ঞেস করতো, "আমি শুনেছি, তুমি পড়া-শুনো ভালোবাস? মানে, কিধরনের বই? সাধু-মহাত্মাদের চরিত-কথা বা হয়তো বাইবেল?"

আমি বাইবেল ও সাধু-মহাত্মাদের চরিতকথাও পড়তাম। তাতে নিকিফরিচ খুব বিস্মিত ও বিফল মনোরথ হয়।

—"ঠি-ক। পড়াশুনো আইনত ভাল। কাউণ্ট টলষ্টয়ের সম্বন্ধে কি? তুমি কি তার বইগুলো পড়বার সুযোগ পেয়েছো?"

আমি টলষ্টয়ের বইও পড়েছিলাম, কিন্তু ব্যাপার হল এই, য-সব বই আমার পুলিশটির দরকার ছিল সে-সব পড়ি নি।

"ওগুলো তো সাধারণ বই, যেমন প্রত্যেকেই লেখে। কন্তু লোকে বলে, যে, তার কতকগুলো লেখায় সে পাদ্রিদের বরুদ্ধে লোককে উত্তেজিত করেছে…

"তাঁর কতকগুলো লেখা" আমিও পড়ে ছিলাম। কিন্তু সগুলো পড়ে আনন্দ পাই নি এবং এটাও জানতাম যে,

পুলিশটার সঙ্গে সে-বিষয়ে আলোচনা না করাই ভাল।

পথে এই ধরনের কয়েকটি আলোচনার পর বৃদ্ধ আমাকে আমন্ত্রণ করতে শুরু করলে, " আমার আস্তানায় গিয়ে একটু চা খেও!"

আমি অবশ্য জানতাম, সে কিসের তালে আছে—কিন্তু তার বাড়ি গিয়ে তাকে দেখ্‌তে খুব ইচ্ছা হল। আমি কয়েকজন বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। এবং স্থির হল, আমি যদি তার সদয় আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করি, তাহলে রুটির কারখানাটার সম্বন্ধে তার সন্দেহ প্রবল হবে।

তাই আমি হলাম নিকিফরিচের অতিথি। দেখলাম, নিকিফরিচ তার ঘরের একমাত্র জানলাটিকে শরীর দিয়ে ঢেকে গায়ের উর্দ্দির বোতামগুলো খুলে একখানা বেঞ্চিতে বসে আছে। আমি বসলাম। আমার পাশে বসে রইলো তার স্ত্রী—মোটা-সোটা, ছোটখাটো মানুষটি। তার স্তন দুটি নিবিড় ও অত্যন্ত স্থূল, বয়স প্রায় বছর কুড়ি। তার গাল দুখানি গোলাপী, চোখ দুটিতে বিচিত্র বেগুনী আভা এবং ধূর্ত্ততা ও নষ্টামী। তার লাল ঠোঁট দুখানি খামকা ফুলে ফুলে উঠছে; তার গলার স্বর রুক্ষ, নীরস টানভরা।

পুলিশটা বললে, "শুনতে পাই আমার ধর্ম্মমেয়ে সেচেভা তোমাদের দোকানে প্রায়ই যায়। সে মেয়েটা হচ্ছে নীচ আর দুশ্চরিত্রা। সমস্ত স্ত্রীলোকই নীচ!"

তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলে, "তার প্রত্যেকেই?"

নিকিফরিচ দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, "একজনও বাদ যায় না।"

কথাগুলো বলবার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের মেডেলগুলোর ঝন ঝন আওয়াজ করলে, যেমন ভাবে ঘোড়া তার গাজের আওয়াজ করে থাকে। এবং সসার থেকে চায়ে চুমুক দিতে দিতে কথাগুলো তারিফের সঙ্গে বললে, "তারা সকলেই নীচ আর দুশ্চরিত্রা রাস্তার ছুকরী থেকে···রাণী অবধি। শেবার রাণী যখন রাজা সোলোমনকে দেখতে আসে তখন সে লাম্পট্যের মরুভূমির ওপর দিয়ে এসে ছিল হাজার মাইল। আর আমাদের ক্যাথারিনও যদিও তাঁকে বলা হয় মহীয়সী···"

তারপর সে সবিস্তারে বলতে লাগলো সেই স্টোভমিস্ত্রিটির কথা। সে দ্বিতীয় ক্যাথারিনের সঙ্গে একরাত্রি কাটাবার পর সারজেন্ট থেকে একেবারে জেনারেলের পদে উন্নীত হয়। তার স্ত্রী মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুনতে অনবরত ঠোঁট চাটতে চাটতে টেবিলের তলায় আমার পায়ে গুতো দিতে লাগলো।

নিকিফরিচের কথাগুলো রসালো, অব্যাহত গতিতে বয়ে চললো এবং সে অজানিতে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গিয়ে পৌঁছতে লাগলো।

সে বললে, "উদাহরণস্বরূপ, এখানে প্লেটনেভ নামে একটি ছাত্র আছে···"

তার স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "সে সুপুরুষ নয়, কিন্তু এমন চমৎকার···"

—"কে সে?"

—"মিঃ প্লেৎনেভ।"

—"প্রথমত সে 'মিষ্টার' নয়। পড়াশুনো শেষ করলে

সে তাই হবে বটে। কিন্তু সে পর্য্যন্ত সে একটি ছাত্র মাত্র। ও রকম আমাদের হাজার হাজার আছে। দ্বিতীয়ত, 'চমৎকার' মানে কি?"

—"আমুদে আর তরুণ।"

—"প্রথমত, মেলায় একটা ভাঁড়ও আমুদে..."

—"ভাঁড় টাকার জন্যে হাসে, হাসায়।"

—"চুপ কর! দ্বিতীয়ত একটা কুকুরও এক সময়ে ছিল কুকুরছানা..."

—"ভাঁড় বাঁদরের মতো..."

—"আগেই বলেছি, চুপ কর! কথাটা কানে গেছে?"

—"শুনেছি।"

—"ব্যস।"

স্ত্রীকে দমন করে সে আমাকে পরামর্শ দিতে লাগলো, "হাঁ, তোমায় বলছি, প্লেৎনেভের সঙ্গে আলাপের চেষ্টা করো—খুব মজার লোক!"

বুঝতে পারলাম, সম্ভবত সে আমাকে রাস্তায় বহুবার প্লেৎনেভের সঙ্গে দেখেছে, তাই বললাম, "তাকে চিনি।"

—"তাই নাকি?"

দেখা গেল সে বিরক্ত হয়েছে; সে মেডোলগুলো ঝন্ ঝন্ করতে করতে এধার-ওধার করতে লাগলো। আমি সতর্ক হলাম। জানতাম, প্লেৎনেভ ছবির গায়ে পুস্তিকা ছাপে।

স্ত্রীলোকটি আমাকে টেবিলের তলায় ঠেলা দিয়ে বৃদ্ধকে চালাকীর সঙ্গে উত্তেজিত করতে লাগলো; আর, বুড়োটা

ময়ূরীর মতো ফুলে উঠে তার বক্তৃতায় চমৎকার পেখমটি ছড়িয়ে দিলে।

তার সহচরীর নষ্টামী আমার মনোযোগ বিভ্রান্ত করতে লাগলো, আমি লক্ষ্যই করলাম না কেমন করে তার গলার স্বর বদলে গেল, খাটো ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠলো। "এক অদৃশ্য সূত্র—বুঝলে?" সে জিজ্ঞেস করলে এবং তার গোল চোখ দুটো দিয়ে এমন ভাবে আমার মুখের দিকে তাকালো যেন কিছুতে ভয় পেয়েছে।

"সম্রাটকে একটা মাকড়শা মনে কর…"

স্ত্রীলোকটি বলে উঠলো, "ভগবান! তুমি কি বলছো?"

—"তুমি চুপ করে থাক। এই নিরেট,—দেখতে পাচ্ছো না পরিষ্কার বোঝাবার জন্যে, গালাগাল দেবার উদ্দেশ্যে নয় ওটা বলেছি। এই ঘোড়া! কেটলিটা এখান থেকে নিয়ে যা…"

এবং ভ্রুজোড়া কুঁচকে, চোখ দুটো অর্দ্ধেক বন্ধ করে, সে জোর দিয়ে বলে যেতে লাগলো, "মহামান্য সম্রাট তৃতীয় আলেকজান্দার ইত্যাদি, ইত্যাদির হৃদয় থেকে মাকড়শার জালের মতো একটা অদৃশ্য সূত্র বেরিয়েছে। সেটা সমস্ত মন্ত্রীদের, মান্যবর লাটবাহাদুরের আর সমস্ত পদস্থ কর্ম্মচারীর মধ্য দিয়ে নেমে এসেছে আমার কাছে। এমন কি সব চেয়ে নিচের সৈনিকটির কাছেও গেছে নেমে। সূত্রটি সবকিছুকে একত্রে বেঁধেছে, সবকিছুই তা দিয়ে জড়ানো। এই অদৃশ্য শক্তি জারের সাম্রাজ্যকে চিরকাল, চিরদিনের জন্যে একসঙ্গে ধরে রেখেছে। আর পোলদের, য়িহুদিদের, রুশদের

চতুর ইংরেজ রাণী ঘুষ দিচ্ছেন, জপাচ্ছেন ; আর তারা যখনই পারছে তখনই সূত্রটি ছিঁড়বার চেষ্টা করছে, এই ছুতোয় যে, তারা সকলে হচ্ছে 'জনসাধারণের' পক্ষে।"

সে টেবিলের ওপর দিয়ে আমার দিকে ঝুঁকে দৃঢ় অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করলে, "দেখছো ? বেশ। তোমাকে আমি এসব কথা বলছি কেন ? তোমার কারিগর তোমার প্রশংসা করে। সে বলে, তুমি আগাগোড়া ভাল ছেলে, চালাক, আর তুমি নিজের মতো থাক। কিন্তু ছাত্রেরা সারাক্ষণই তোমাদের রুটির কারখানায় আসা-যাওয়া করে, ডেরেনকভদের সঙ্গে বহুরাত অবধি বসে কাটায়। বুঝতাম যদি মাত্র একজন হত। কিন্তু এত জন ? অ্যাঁ ? আমি ছাত্রদের বিরুদ্ধে কিছুই বলছি না ; আজ সে ছাত্র—কাল হবে সরকারী উকিল। ছাত্রেরা চমৎকার লোক, কিন্তু ওরা বড় তাড়াতাড়ি কাজ করে, আর জারের শত্রুরা ওদের এই শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে লাগায়। দেখছো ? আবার আমি বলবো"...

কিন্তু সে যা বলতে চেয়েছিল বলবার সময় আর হল না— কারণ দরজাটি একেবারে খুলে গেল এবং মাথায় ফিতে বাঁধা, লাল নাক, হাতে ভদকার বোতল একটি ছোটখাটো বৃদ্ধ ভেতরে ঢুকলো। সে আগে থাকতেই একটু মাতাল হয়েছিল।

সে ফূর্তিভরে জিজ্ঞেস করলে, "দাবার বড়েগুলো চালাবার কি হল ?"

নিকিফরিচ রুষ্ট কণ্ঠে বললে, "আমার শ্বশুর।"

কয়েক মিনিট পরে আমি বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। সেই চতুর স্ত্রীলোকটি দরজা বন্ধ করে আমাকে চিমটি কেটে বললে, "মেঘগুলো দেখ, কি রকম লাল, ঠিক আগুনের মতো!"

দেখলাম, কেবল একখানি ছোট মেঘ আকাশে গলে যাচ্ছিল।

আমার শিক্ষকদের ক্ষুণ্ণ করবার বাসনা আমার নেই; তবুও বলি, তাঁরা যে-ভাবে রাষ্ট্র-যন্ত্রের ব্যাখ্যা আমার কাছে করেছিলেন, সেই চৌকিদারটি করেছিল তার চেয়ে অনেক সুষ্ঠু ও দৃঢ় ভাবে। একটা মাকড়শা এক জায়গায় বসে "অদৃশ্য সূত্র" ছাড়ছে। তাতে সারা জীবনকে বেঁধে জড়িয়ে ফেলছে। আমি অল্পকালের মধ্যেই সেই সূত্রের ছোট ছোট দৃঢ় ফাঁস অনুভব করতে লাগলাম।

সেদিন গভীর রাত্রে দোকান বন্ধ হবার পর, মালিকের বোন আমাকে তার ঘরে ডেকে যেন কাজ করছে এম্নি ভাবে আমাকে জানালো যে, পুলিশটার সঙ্গে আমার কি ধরনের কথাবার্ত্তা হয়েছে, তা জানবার জন্য তার ওপর ভার দেওয়া হয়েছে।

আমার বিশদ বৃত্তান্ত শুনে সে উৎকণ্ঠাভরে বলে উঠলো, "ও কপাল!" এবং মাথা নাড়তে নাড়তে ঘরের মধ্যে ইঁদুরের মতো এধারে ওধারে ছুটে বেড়াতে লাগলো। "আচ্ছা বলতো, ঐ কারিগরটা তোমার কাছ থেকে কিছু বার করে নিতে চেষ্টা করে কিনা? ওর রক্ষিতাটি হচ্ছে নিকিকরিচের আত্মীয়, তাই নয়? লোকটাকে আমাদের বরখাস্ত করতে হবে···"

আমি দরজার খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে গোপনে

লক্ষ্য করতে লাগলাম। সে "রক্ষিতা" শব্দটি অতি সহজ ভাবে উচ্চারণ করেছিল। আমার তা ভালো লাগে নি। এখন তার ঘাড়ের পিছনে হাত দুখানা জোড়া করে দিয়ে আমার সামনে দাঁড়ালো।

জিজ্ঞেস করলে, "তুমি এমন রুক্ষ মেজাজে রয়েছো কেন?"

—"সম্প্রতি আমার দিদিমা মারা গেছেন।"

বোধ হল, কথাটায় সে আমোদ পেল।

মৃদুহাস্যে জিজ্ঞেস করলে, "তুমি কি তাকে খুব ভালোবাসতে?"

—"হাঁ। তুমি আমার কাছ থেকে আর কিছু জানতে চাও?"

—"না।"

আমি সেখান থেকে চলে গেলাম এবং রাত্রে কয়েকটি কবিতা রচনা করলাম। মনে পড়ে তার মধ্যে একটি চরণ ছিল।

"তোমায় যেমন দেখায় তুমি তাহা নও।"

স্থির হল, ছাত্রেরা যত কম সম্ভব রুটির কারখানায় আসবে। তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগে বঞ্চিত হয়ে আমি বইয়ে যে-সব বিষয় পাঠ করে বুঝতে পারতাম না, তা তাদের কাছে জিজ্ঞাসার সুযোগ হারালাম। এবং যে-সব প্রশ্ন আমাকে শিহরিত করতো সে-সব একখানা বড় কপি-বইয়ে লিখে রাখতে লাগলাম। কিন্তু একবার ক্লান্ত হয়ে তার ওপরই ঘুমিয়ে পড়লাম। কারিগর আমার 'টোকগুলো' পড়লো। আমাকে

জাগিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "তুমি এ কি লেখ? গারিবালডি রাজাকে তাড়িয়ে দেন. নি কেন? গারিবালডি? কবে থেকে রাজাদের তাড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি পাওয়া গেছে?"

সে কপি-বইখানা ভাঁড়ারের বাক্সটার ওপর ছুড়ে ফেলে ষ্টোভের ফাঁকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে সেখানে বসে গজ্‌ গজ্‌ করতে লাগলো, "খাসা কাজ! রাজাদের তাড়িয়ে দিতে চাইছে! ভারী মজা! ও-সব ছেড়ে দাও! বইয়ের পোকাই বটে! প্রায় বছর পাঁচেক আগে সারাটভে এই ধরনের বইয়ের পোকাদের পুলিশে ইঁদুরের মতো ধরে ছিল। হাঁ, হাঁ! এটা ছাড়াই নিকিফরিচ তোমার সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। তুমি রাজাদের তাড়িয়ে দেওয়া বন্ধ কর..."

আমার প্রতি কোমল ভাব নিয়ে সে কথাগুলো বলে গেল। ইচ্ছা থাকলেও আমি তার কথার উত্তর দিতে পারলাম না। কারণ তার সঙ্গে "বিপজ্জনক বিষয়ে" কথা বলা বারণ ছিল।

৩

শহরে তখন একখানি উত্তেজনাপ্রদ পুস্তক প্রচারিত হয়েছিল—তাতে জাগিয়ে তুলেছিল যথেষ্ট মতানৈক্য। আমি অশ্ব-চিকিৎসক লাভরফের কাছে আমাকে একখানি জোগাড় করে দিতে মিনতি জানালাম। কিন্তু পাওয়া যাবে না জানিয়ে সে অসম্মত হল। "না, বাবা, ওটা আশা করো না! তবে মনে হয়, ওরা এখানেই কোথাও বইখানা সকলের সামনে

পড়বে। হয়তো তখন তোমায় নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে।"

সেদিন মাঝ রাত্রে আমি আরনকো পোল দিয়ে চললাম অন্ধকারে লাভরফের কালো ছায়া মূর্ত্তিটার দিকে নজর রেখে। সে আমার আগে আগে পঞ্চাশ ধাপ দূর দিয়ে যাচ্ছিল।...আমার পথ-প্রদর্শকটি ধর্ম্ম-শিক্ষামন্দিরের পিছনে একখানা বাগানের ফটকে গিয়ে থামলো। আমি তাড়াতাড়ি তার পাশে গিয়ে পৌছলাম। দুজনে বেড়াটা চুপে চুপে ডিঙিয়ে একটা ঘন গাছপালা ভরা বাগানের মধ্য দিয়ে, গাছের ডালগুলো চেপে ধরতে ধরতে এগিয়ে চললাম। ডাল থেকে আমাদের গায়ে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়তে লাগলো। বাড়িখানার দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে জানালার বন্ধ খড়খড়িতে আস্তে আস্তে ঘা দিলাম। একজন দাড়িওয়ালা লোক জানালাটি খুলে দিলে। তার পিছনে কেবল দেখতে পেলাম, অন্ধকার এবং কোন শব্দ শুনতে পেলাম না।

—"কে ?"

—"জাকভের কাছ থেকে—"

—"ভেতরে এস।"

ঘনকালিময় অন্ধকারে অনেক লোকের উপস্থিতি অনুভব করলাম, পোশাকের ও পায়ের খস্ খস্ শব্দও কানে এল। সেই সঙ্গে এল চাপা কাশির ও ফিস্ ফিস্ করে কথা বলার শব্দ। একটা দেশলাইয়ের কাঠির চমক আমার মুখখানি

উজ্জ্বল করে তুললো। দেখলাম, দেওয়ালের কাছে কয়েকটি কালো মূর্ত্তি শুয়ে আছে।

—"সকলেই আছ ?"

—"হাঁ।"

—"পর্দ্দাগুলো নামিয়ে দাও যাতে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে বাইরে আলো না দেখা যায়।"

একটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "কে এই পোড়োবাড়িটা আমাদের মিলবার জন্যে ঠিক করেছে ?"

—"চুপ্—চুপ্—কথা বলো না···"

আলো ছিল ঘরের কোণে একটি ছোট প্রদীপ।···একজন খাটো গলায় বলে উঠলো সে পড়তে যাচ্ছে, "আমাদের মতানৈক্য।" বইখানা লেখা জর্জি প্লেখানফের।···সব স্তব্ধ, নীরব কেবল পাঠকের স্থূল কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগলো। চার ধারে দেশলাই জ্বলে উঠ্ছে, সিগরেটের লাল আগুন সকলের গম্ভীর মুখ, শুষ্ক চোখকে আলোকিত করছে।

অনন্তকাল ধরে পড়া চলতে লাগলো—শুন্‌তে শুন্‌তে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম যদিও তীক্ষ্ণ, মনোমুগ্ধকর শব্দগুলি লাগছিল বেশ। সেগুলি দৃঢ় প্রত্যয়ময় ভাবগুলিকে লঘু ও স্বচ্ছভাবে গ্রথিত করে রেখেছিল।

সহসা ও অপ্রত্যাশিত ভাবে পাঠকের কণ্ঠস্বর থেমে গেল। অবিলম্বে সারা ঘরখানি রুষ্ট চীৎকারে গেল ভরে, "স্বধর্ম্মত্যাগী !"

—"ও হচ্ছে পয়সার ঝন্ ঝন্।"

—"বীরেরা যে রক্তপাত করেছে তার ওপর এটা হচ্ছে থুথু!"

—"জেনারালফ আর উলিয়ানফের ফাঁসির পরে…"

আমার তর্ক-বিতর্ক ভাল লাগে না; জানি না কি করে তা শুনতে হয়। কারো উত্তেজিত মনের বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিজের খোশখেয়ালে লাফিয়ে চলা আর তার্কিকদের নগ্ন আত্ম-ভালোবাসা আমাকে বরাবরই রুষ্ট করে তোলে।

যে যুবকটি জানালার চৌকাঠে হেলান দিয়ে ছিল সে আমাকে জিজ্ঞেস করলে, "তুমি পেশকফ, রুটিওয়ালা, তাই নও? আমি ফেদোসেফ। আমাদের মধ্যে ভাল করে পরিচয় করতে হবে। শেষ পর্য্যন্ত আমাদের এখানে কিছু করবার নেই—এই হট্টগোল অনেকক্ষণ চলবে। এ থেকে ভাল কিছুই হবে না। আমরা যাই চল, কি বল?"

শুনেছিলাম, ফেদোসেফ যুবকদের একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ দলের সংগঠক। তার পাংশু, ক্ষীণ মুখখানি ও গভীর চোখ দুটি আমার ভালো লাগলো। আমার সঙ্গে মাঠের ওপর দিয়ে যেতে যেতে সে জানতে চাইলে, শ্রমিকদের মধ্যে আমার বন্ধু-বান্ধব আছে কি না, আমি কি বই পড়েছি, যথেষ্ট সময় দিতে পারি কি না। তারপর বললে, "আমি তোমার এই রুটির কারিগরগিরির কথা শুনেছি—বড়ই আশ্চর্য্যের যে, তোমার জীবনটাকে এই সব জঞ্জাল দিয়ে ভরিয়ে তুলছো। কিসের জন্য ঐ সব করতে চাও?"

সম্প্রতি আমি নিজেও অনুভব করছিলাম, সেটার আমার

আর দরকার নেই এবং তাকে সে কথা বল্লাম। তাতে যেন সে খুশি হল। সে অন্তরের সঙ্গে আমার করমর্দ্দন করলে।...

রুটির কারখানাটার উন্নতি হচ্ছিল কিন্তু আমার নিজের অবস্থা হচ্ছিল ক্রমেই খুব খারাপ। নূতন বাড়িতে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্ত্তব্যের সংখ্যা বাড়লো। আমাকে কারখানায় কাজ করতে হত, বিভিন্ন বাড়িতে, শিক্ষা-মন্দিরে ও "উচ্চ বংশীয় কুমারীগণের শিক্ষালয়ে" রুটিও বিলি করতে হত। কুমারীরা আমার ঝুড়ি থেকে রুটি তুলে নেবার সময় তার মধ্যে গোপনে ছোট ছোট চিঠি পুরে দিত। আমি প্রায়ই সুন্দর চিঠির কাগজে ছেলে-মানুষের মতো হাতের লেখায় অত্যন্ত নির্লজ্জ কথাগুলো পড়তাম। যখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল নয়না তরুণীদের আনন্দ চঞ্চল দলটি আমার ঝুড়িটির চারধারে জড় হত, তখন অসোয়াস্তি বোধ করতাম। যত তারা মুখ বিকৃত করতো, রুটিগুলোর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিত—আমি তাদের লক্ষ্য করতাম ও অনুমানের চেষ্টা করতাম তাদের মধ্যে কে সেই নির্লজ্জ কথাগুলো লিখেছে, হয়তো সেগুলোর অশ্লীল অর্থ না বুঝেই। এবং সেই নোংরা "সুখের আড্ডাগুলোর" কথা মনে করে ভাবতাম, "এ কি সম্ভব যে সেই 'অদৃশ্য সূত্রটি' সেই বাড়িগুলো থেকে এখানেও এসে পৌঁছেছে?"

তরুণীদের মধ্যে এক সুন্দরী, পীনোন্নত বক্ষ, মাথায় নিবিড় বেণী, আমাকে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে নিম্ন কণ্ঠে তাড়াতাড়ি বল্লে, "তুমি যদি এই ঠিকানায় চিঠিখানা নিয়ে যাও তোমাকে দশ কোপেক দেব।"

কালো, সোহাগমাখানো জলভরা চোখ দুটি দিয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। এবং জোরে ঠোঁট কামড়াতে লাগলো। তার মুখখানি আকর্ণ রাঙা হয়ে গেল। আমি গর্ব্বভরে তার দশ কোপেক নিতে অস্বীকার করলাম, কিন্তু চিঠিখানি নিয়ে গিয়ে দিলাম এক ছাত্র, জজের ছেলের হাতে। ছেলেটি লম্বা। তার মুখে ছিল ক্ষয়রোগীর মতো আভা। সে আমাকে আধ রুবল বখশিষ দিতে এল খুচরোয়। খুচরোগুলো ধীরে, গম্ভীর ভাবে গুণতে আরম্ভ করতেই যখন বললাম, আমি তা চাই না, সে আবার সেগুলো পাজামার পকেটে পুরে রাখলো। কিন্তু সেগুলো পকেটে না ঢুকে মেঝেয় ঝন ঝন শব্দে পড়ে গেল। পেনিগুলো বিভিন্ন দিকে গড়িয়ে যেতে লাগলো। সে সেগুলোকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখ্‌তে দেখ্‌তে এত জোরে হাত রগড়ালো যে, তার আঙ্গুলগুলো মট্‌ মট্‌ করে উঠ্‌লো এবং সেই সঙ্গে গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে অস্ফুট স্বরে বললে, "এখন আমাকে কি করতে হবে? আচ্ছা, বিদায়। ব্যাপারটা ভেবে দেখ্‌তে হবে..."

জানি না, তাকে কি ভেবে দেখ্‌তে হয়ে ছিল এবং সে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল; কিন্তু সেই তরুণীটির প্রতি জেগেছিল আমার মনে আন্তরিক অনুকম্পা। অল্পকালের মধ্যেই সে শিক্ষা-মন্দির থেকে অদৃশ্য হয়। তার সঙ্গে পনেরো বছর পরে আবার দেখা হয়ে ছিল। তখন সে ক্রিমিয়ার একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী এবং ক্ষয়রোগে ভুগ্‌ছে। জগতের প্রত্যেক কিছুতে যে-ব্যক্তি জীবনে নির্ম্মম ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, সে তারই মতো কঠোরভাবে আমার সঙ্গে আলোচনা করে ছিল।...

রুটিবিলির পর আমি শুতে যেতাম এবং যাতে মাঝ রাতের আগে দোকানে গরম প্যাস্‌ট্রি সরবরাহ করতে পারি সেজন্য কারখানায় সন্ধ্যায় কাজ শুরু করতাম। দোকানটা ছিল থিয়েটারের সামনে। থিয়েটার ভাঙলে লোকে আমাদের দোকানে ভিড় করে গরম প্যাসট্রিগুলো গিল্‌তো। তার পর আমি যেতাম ফ্রেঞ্চ রুটির জন্য ময়দা মাখ্‌তে এবং একা এক-জনের পক্ষে সাত-আট মণ ময়দা মাখা ও ছানা ইয়ারকি নয়! তারপর আমি আবার দু-তিন ঘণ্টা ঘুমোতাম এবং আবার রুটি বিলি করতে বার হতাম।

এই ভাবে চলে ছিল দিনের পর দিন।…কারখানাগুলোর মজুরদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু ছিল। তাদের মধ্যে বিশেষ ভাব ছিল বৃদ্ধ তাঁতি নিকিটা রাভজোভের সঙ্গে। তিনি রুষ-দেশের প্রায় সব কাপড়ের কলেই কাজ করেছিলেন। লোকটি ছিলেন চালাক ও অস্থির।

তিনি বলতেন, "আজ সাতান্ন বছর ধরে আমি পৃথিবীর ওপর হাঁটছি, বন্ধু আলেকসি ম্যাকসিমিচ। তুমি কচি, কাঁচা।"

তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয় একটা ভাটিখানায়। সেখানে কয়েকজন লোক তাঁকে মারবার আয়োজন করছিল এবং আগে বার দুই মেরেও ছিল। আমি তাতে বাধা দিই ও তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসি।

শরতের ঝির ঝিরে বৃষ্টি মাথায়, অন্ধকারে তাঁর সঙ্গে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করি, "ওরা আপনাকে মেরেছে?"

তিনি ঔদাসীন্যের সঙ্গে উত্তর দেন, "কি! ওটা আসলে

মারই নয়! আচ্ছা, তুমি এমন সম্বন্ধে রেখে আমার সঙ্গে কথা বল কেন?"

আমাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত এই ভাবে। তিনি আমাকে প্রথমে চালাকির সঙ্গে রস দিয়ে বিদ্রূপ করছেন; কিন্তু আমি যখন তাঁকে বলি আমাদের জীবনে "অদৃশ্য সূত্রটি" কোন্ কাজটি সমাধান করছে তখন তিনি চিন্তিতভাবে বলে ওঠেন, "তুমি চালাক ছেলে, তা জানো তো! দেখ একবার এই রকম একটা জিনিষ মাথায় আসে!" এবং তার পর থেকে তিনি আমার প্রতি পিতার মতো উৎকণ্ঠা নিয়ে ও আগের চেয়ে আরও বেশি সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার আরম্ভ করেছিলেন। "তোমার চিন্তাগুলো, বন্ধু আলেকসি ম্যাকসিমিচ, ঠিক—কিন্তু কে তোমাকে বিশ্বাস করতে যাচ্ছে? ব্যাপারটা আদৌ লাভের তো নয়ই..."

—"কিন্তু আপনি বিশ্বাস করেন, করেন না?"

—"আমি হচ্ছি একটা লেজকাটা, ঘরছাড়া কুকুর। বাকি সকলে হচ্ছে, চৌকিদার কুকুর।...প্রত্যেকেই তার আপন গর্তটি ভালোবাসে। ওরা কিছুই বিশ্বাস করবে না।.."

যক্ষ্মারোগী জাকভ, বাইবেলে ছিল পরম অভিজ্ঞ এবং নিপুণ গীর্জ্জার বাজিয়ে। সে ভগবানকে অস্বীকার করতো। তাতে রাভজফ খুব বিস্মিত হতেন। তার ক্ষয়িষ্ণু ফুস্ ফুস্ দুটির লাল, দীর্ঘ সূত্রগুলি ডাইনে-বামে থুথুর সঙ্গে ফেল্‌তে ফেল্‌তে জাকভ আবেগে, কর্কশভাবে বলতো, "প্রথমত, ভগবানের সাদৃশ্য রেখে আর তাঁর প্রতিমূর্ত্তির মতো করে আমাকে সৃজন করা হয় নি। আমি কিছুই জানি না, কিছুই করতে পারি না; আমি ভাল

লোক নয়। না, আমি ভাল লোক নয়! দ্বিতীয়ত, ভগবান হয় জানেন না কত কঠোর আমার জীবন অথবা জানেন এবং সাহায্য করবার শক্তি তাঁর নেই কিম্বা তিনি সাহায্য করতে পারেন—করবেন না! তৃতীয়ত, ভগবান সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ন'ন—তিনি দয়ালুও ন'ন—এক কথায় তিনি নেই! এটা হচ্ছে একটা ছলনা, সারাটি জীবনই ছলনা, কিন্তু তোমরা আমায় ঠকাতে পারবে না।"

রাবজফ একথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর রাগে কালো হয়ে তাকে গালি দিতে থাকেন। কিন্তু জাকব বাইবেলের বচন উদ্ধৃত করে তাঁকে নিরস্ত্র করে ফেলে।

জাকবের কাছ থেকে আমার সঙ্গে যেতে যেতে রাবজফ রাগের সঙ্গে বলেন, "এর আগে কখন কাউকে ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে দেখি নি। সব রকমের কথা শুনেছি, কিন্তু এ রকম কথা শুনি নি—কখন না! অবশ্য ও লোকটা আর বেশি দিন এই পৃথিবীতে থাকবে না। কি দুঃখের···"

আমার মনে হচ্ছিল, আমি মারিয়া ডেরেনকোভাকে ভালো-বাসি। আমাদের রুটির কারখানার কাউনটারে, নাদজিদা নামে যে মোটাসোটা, গোলাপী গাল, লাল ঠোঁট দুখানিতে সদা হাসিমাখা, মেয়েটি ছিল তাকেও ভালোবাসতাম। আমি প্রেমে একেবারে তলিয়ে গিয়েছিলাম। আমার বয়স, আমার প্রকৃতি এবং আমার জীবনের সমস্ত বন্ধন একটি নারীর সম্পর্ক খুঁজে মরছিল। আমার একান্ত দরকার ছিল কোন নারীর স্নেহ বা অন্তত তার বান্ধবীর মতো যত্ন। আমি চাইছিলাম,

আমার নিজের কথা অন্তরের সঙ্গে বলতে, মনের বিচ্ছিন্ন ভাব-গুলির অস্পষ্টতার ও নানা ছাপের যে-জট পাকিয়ে উঠেছিল তার ওপর আলোক সম্পাত করতে।

আমার কোন বন্ধু ছিল না। যে-সব লোক আমাকে দেখতো, "উৎকর্ষ সাধন আবশ্যক এমন উপাদান" রূপে, তারা আমার সহানুভূতি জাগাতো না বা আমার হৃদয়কে খুলে দিতেও উত্তেজিত করতো না। যে-সব জিনিষ তাদের কৌতূহল জাগাতো না, সে-সবের কথা তাদের কাছে বললে, তারা আমাকে পুরামর্শ দিত, "ও থাক !"

একদিন গুরি প্লেৎনেভকে গ্রেফতার করে পিটারস্‌বুর্গে "ক্রেস্‌টি" জেলে নিয়ে গেল। যে আমাকে প্রথমে এ কথাটি বললে, সে নিকিফোরিচ। তার সঙ্গে রাস্তায় খুব সকালে দেখা হল।···সে মাথার টুপিতে হাত ঠেকালো। এবং নীরবে আমার কাছ থেকে সরে গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আমার পিছনে হুঙ্কার দিলে, "গুরি আলেকজানড্রোভিচ রাত্রে গ্রেফতার হয়েছে···"

এবং গলার স্বর নামিয়ে, অন্যদিকে তাকিয়ে আবার বললে, "ওর দফারফা, ছোকরাটার !"

আমার বোধ হল, তার ধূর্ত্ততা ভরা চোখ দুটোতে অশ্রু চক্‌ চক্‌ করে উঠলো।

জানতাম, প্লেৎনেভ গ্রেফতারই আশা করছিল—তাই সে আমাকে ও রাবজফকে তার সঙ্গে মিশতে বারণ করে দিয়ে-ছিল। নিকিফোরিচ তার পা দুখানার দিকে তাকিয়ে ভারী

গলায় জিজ্ঞেস করলে, "তুমি আমার কাছে আর আস না কেন ?"

আমি তার কাছে সন্ধ্যায় গেলাম। সে তখন সবে ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে ঘোল খাচ্ছে। তার স্ত্রী জানলায় বসে একটা পা-জামা রিপু করছিল।

পুলিশটা আমাকে দেখে তার লোমবহুল বুকখানা চুলকোতে চুলকোতে বললে, "হঁা-অ্যা-অ্যা। ওরা তাকে গ্রেফতার করেছে। তার ঘরে একখানা ফ্রাইং প্যান পেয়েছিল। তাতে সে সম্রাটের বিরুদ্ধে কাগজ ছাপবার রঙ ফুটিয়ে তৈরি করতো।" এবং মেঝেয় থুথু ফেলে রাগের সঙ্গে চীৎকার করে স্ত্রীকে বললে, "পাজামাটা নিয়ে এস।"

সে মাথা না তুলেই বললে, "এখনই নিয়ে যাচ্ছি।"

বৃদ্ধ তার স্ত্রীকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, "তার জন্যে ওর দুঃখ হয়, ও কাঁদে। আমারও তার জন্যে দুঃখ হয়। কিন্তু একটি ছাত্র সম্রাটের বিরুদ্ধে কি করতে পারে ?"

সে পোশাক পরতে শুরু করলো, কিন্তু সমানে বলে যেতে লাগলো, "মিনিট খানেকের জন্যে আমি বেরিয়ে যাব···কেটলিটা ···এই··· !"

তার স্ত্রী জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কাঠ হয়ে বসে ছিল এবং সে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই দরজাটার দিকে দৃঢ় মুষ্টি ঝাঁকিয়ে প্রচণ্ড ক্রোধে ফোঁস করে উঠলো, "এই—এই বুড়ো ছুঁচো !"

তার মুখখানা কান্নায় উঠেছিল ফুলে, বাঁ চোখটা একটা

আঘাতের ফলে বন্ধ হয়ে ছিল। সে লাফ দিয়ে উঠে, ষ্টোভের কাছে গিয়ে ফোঁস ফোঁস করে বললে, "আমি ওকে বাগে আনবো, আনবোই। যন্ত্রণায় ওকে নেকড়ের মতো ডাকাবো। ওকে বিশ্বাস করো না; ওর একটি কথাও বিশ্বাস করো না। ও তোমাকে ধরবার চেষ্টা করছে। ও মিছে কথা বলছে, কারো ওপরেই ওর দয়া নেই। ও তোমাদের সকলের সব কথা জানে। ও বেঁচেই আছে এই সবের ওপর। লোককে ধরবার কৌশল ওটা..."

সে আমার খুব কাছে এসে ভিখারীর মতো বললে, "তুমি আমাকে একটা চুমো দেবে না, অ..?"

স্ত্রীলোকটিকে আমার কাছে লাগছিল ন্যক্কারজনক, কিন্তু তার চোখ দুটি এমন উদগ্র কামনাভরে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো যে, আমি তাকে দুহাতে জড়িয়ে তার আলু-থালু, তেলা চুলগুলোতে হাত বুলোতে লাগলাম।

—"ও এখন কার ওপর নজর রেখেছে ?"

—"ওখানে ঐ ঘরগুলোতে কে থাকে ? তুমি নামগুলো জান না? সাবধান। না হলে আমি ওকে বলে দেব তুমি আমাকে কি জিজ্ঞেস করছিলে। ঐ যে আসছে সে..." বলেই সে এক লাফে ষ্টোভের কাছে ফিরে গেল। নিকিফোরিচ নিয়ে এল এক বোতল ভদকা, কিছু রুটি ও জ্যাম। আমরা চা খেতে বসলাম। মারিয়ানা বসলো আমার পাশে। সে আমার দিকে তাকাতে লাগলো কোমল দৃষ্টিতে আর তার স্বামী আমাকে দিতে লাগলো শিক্ষা, "সেই অদৃশ্য সূত্রটি গভীর ভাবে নেমে

গেছে হৃদয়ে, অস্থিতে অস্থিতে। তুমি সেটা ছিঁড়বার চেষ্টা করে দেখ্‌তে পার! আর হচ্ছেন জনসাধারণের ভগবান।" এবং তারপর সে অপ্রত্যাশিত ভাবে জিজ্ঞেস করলে, "তুমি অনেক পড়া-শুনো করেছো? তুমি বাইবেল পড়েছো, পড়নি? আচ্ছা, তুমি কি মনে কর ওতে যে-সব কথা লেখা আছে তার সবই ঠিক?"

—"জানি না।"

—"মনে হয়, ওতে অনেক অনাবশ্যক কথা আছে। অনেক। যেমন ভিখারীরা। 'ভিখারীরাই ধন্য'···কিসের জন্যে ওরা ধন্য? একেবারে অনাবশ্যক; গরীবদের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথা আছে। যে বরাবরই গরীব তাকে যে গরীব হয়েছে তা থেকে পৃথক করতে হবে। সে যদি গরীব হয়, তার মানে সে কোন কাজের নয়। কিন্তু যে গরীব হয়ে এসেছে, হতে পারে তার বরাত মন্দ। এই ভাবেই চিন্তা করা উচিত। এতেই ভাল হবে।"

—"কেন?"

সে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগলো। একটু চুপ করে থেকে স্পষ্ট করে, জোরের সঙ্গে, বলতে আরম্ভ করলো। সে যেন সমস্ত বিষয়টি বেশ ভাল করে ভেবে দেখেছে, "বাইবেলে খুব বেশি দয়া আর সাহায্যের কথা আছে। সাহায্যের মনোবৃত্তিটা হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর। তাতে অনাবশ্যক, এমন কি কলুষিত চরিত্রের লোকদের জন্যে বিপুল ব্যয়ের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়—লঙ্গরখানা, কয়েদখানা, পাগলাগারদ। বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান

লোককেই সাহায্য করতে হবে এবং দেখ্‌তে হবে, তারা যেন অবাধে শক্তি ক্ষয় না করে। আর আমরা সাহায্য করি, দুর্ব্বলদের—যেন দুর্ব্বল লোককে আমরা বলিষ্ঠ লোক করে তুল্‌তে পারবো! এই সব জঞ্জালের দরুন বলিষ্ঠ যারা তারা দুর্ব্বল হয়ে পড়ে আর দুর্ব্বল যারা তারা ওঠে তাদের গলায়! এইটেই লোকের ভাবা উচিত! চেষ্টা আর পরিবর্ত্তন করা দরকার। লোকের বোঝা উচিত যে, বাইবেলের সময় থেকে জীবন বদলে গেছে—তার পথ হচ্ছে অন্য।...আমরা গরিবদের দান করি আর ছাত্রদের অবস্থা খারাপ হয়। এর ভেতর যুক্তি আছে, অ্যাঁ?"

এই ভাবগুলো সেই শুনছিলাম প্রথম।...তার সাত বছর পরে নিৎসের বই পড়বার সময় কাজানের সেই পুলিশটির মনোভাব আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। প্রকৃত পক্ষে বলবো, পুস্তকে যে-সব ভাবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে সে-সব ভাবের সঙ্গে পরিচয় জীবনে হয় নি, এমন কদাচিৎ ঘটেছে।...

তার স্ত্রী তাকে বার কয়েক মনে করিয়ে দিলে, "সময় হয়েছে, তুমি যাও।"

কিন্তু সে তার কথার উত্তর দিলে না, তার চিন্তাসূত্রে কথার পর কথা গেঁথে যেতে লাগলো। তার পর হঠাৎ নূতন খাতে বইতে শুরু করলো, "তুমি চালাক ছোকরা, লিখতে পড়তে জানো, এটা কি ঠিক যে তুমি রুটিওয়ালা হবে? তুমি অন্য ভাবে জারের সাম্রাজ্যের সেবা করে অনেক বেশি লাভ করতে পারতে..."

তার কথা শুনতে শুনতে ভাবতে লাগলাম, কি করে সকলকে সাবধান করে দেওয়া যায় যে, নিকিফরিচ তাদের ওপর নজর রেখেছে ? সেখানে খান কয়েক ঘর নিয়ে সেরজি সোমোফ নামে একটি লোক থাকতো। সে সবে নির্ব্বাসন থেকে ফিরে এসেছিল। তার সম্বন্ধে আমি অনেক কৌতূহলো-দ্দীপক কথা শুনেছিলাম।

নিকিফরিচ বলে যেতে লাগলো, "বুদ্ধিমান লোকে থাকবে গাদা করে—যেমন, মৌমাছি বা বোল্‌তা চাকে থাকে। জারের রাজ্য..."

স্ত্রীলোকটি বললে, "দেখ—নটা বেজে গেছে।"

—"শয়তান!"

নিকিফরিচ বোতাম আঁটতে আঁটতে উঠে দাঁড়ালো।

—"সময় বাঁচাবার জন্যে আমায় ঘোড়ার গাড়িতে যেতে হবে। বিদায়, ছোকরা! যখনই খুশি হবে এস, বুঝলে ?...

তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম "চা খেতে" আর কখন সেখানে আসবো না—লোকটা বিশ্রী, যদিও তার চিন্তার ধরনটা বেশ কৌতূহল জাগানো। করুণার অস্বাস্থ্যকরতা সম্বন্ধে কথাগুলো আমার মনে গভীর ভাবে কেটে বসে গেল। বুঝতে পারলাম, সেগুলোর মধ্যে কিছু সত্য আছে। তবে কথাগুলো একটা পুলিশের মুখ থেকে বার হয়েছে, সেজন্যে কেমন যেন অপ্রীতিকর বোধ হতে লাগলো।

* * *

ওই বিষয়ে আলোচনা বিরল ছিল না। একবীরকার

আলোচনা আমাকে ভীষণ উত্তেজিত করে তোলে। শহরে একজন "টলষ্টয়বাদী" এসেছিলেন। সেই প্রথম একজন টলষ্টয়বাদীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। লোকটি ছিলেন দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ। তাঁর কালো মুখে ছিল ছাগলের মতো কালো দাড়ি; ঠোঁট দুখানা ছিল নিগ্রোর ঠোঁটের মতো পুরু।... তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঝিক্ ঝিক্ করতো এক রকমের ঘৃণা। আমরা একজন অধ্যাপকের ফ্ল্যাটে বসে একসঙ্গে আলোচনা করছিলাম। সেখানে জন কতক তরুণ ও একজন পাদ্রি ছিলেন।...টলষ্টয়বাদীটি বাইবেলের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে তার অটুটতা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ বলে গেলেন। তাঁর কথাগুলির মধ্যে সত্য বিশ্বাসের প্রগাঢ়তা অনুভূত হ'ল। কিন্তু তাঁর অঙ্গ-ভঙ্গিতে একজন কোণ থেকে ফিস্ ফিস্ করে বললে, "অভিনেতা।"

—"হাঁ; লোকটির ভাব-ভঙ্গি নাটকীয়। এতে আর সন্দেহ নেই।"

তিনি বললেন, "এখন বলুন সকলে,—আপনারা খ্রীষ্টকে না ডারুইনকে চান?"

কোণের দিকে যেখানে তরুণেরা বসে ছিল তিনি প্রশ্নটি সেদিকে ঢিলের মতো ছুড়ে ফেল্‌লেন। সেখান থেকে তরুণ-তরুণীরা তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল ভয় ও বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে। স্পষ্টত বোঝা গেল, তাঁর বক্তৃতাটি প্রত্যেককে চমৎকৃত করেছে—কারণ সকলে চুপ-চাপ, মাথা নিচু করে বসে ছিলেন। তিনি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চারধারে তাকিয়ে, কঠোর ভাবে আবার বললেন,

"কেবল ফারিসীরাই (য়িহুদী) এই দুটি পরস্পর বিরোধী মতকে এক করতে পারে। তার দ্বারা তারা নির্লজ্জ ভাবে নিজেদের মিথ্যে দিয়ে ভোলায়, অপরকেও তাদের মিথ্যে দিয়ে কলুষিত করে…"

তখন পাদ্রিটি উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর ক্যাসোকের হাতা দুটি বেশ সাবধানে উল্টে, বিষভরা সহৃদয়তায়, মুখে উচ্চাঙ্গের হাসি নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে যেতে লাগলেন, "আপনি ফারিসীদের সম্বন্ধে অশ্লীল মন্তব্যটি মনে ধরে রেখেছেন দেখছি। ওটা কেবল রূঢ় নয়, আগাগোড়া অন্যায়ও বটে…"

এবং আমি একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম যে, তিনি প্রমাণ করতে শুরু করলেন ফারিসীরা ছিল সৎ এবং হিব্রুদের ধর্ম্মপুস্তকের যথার্থ রক্ষক এবং জনসাধারণ তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সর্ব্বদা তাদের সহযোগিতা করতো।

"যেমন ধরুন ফ্লাভিয়াস জোসেফাস…"

টলষ্টয়বাদীটি লাফ দিয়ে উঠে জোসেফাসকে হাতের ভঙ্গিতে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেলে চীৎকার করে বললেন, "এখনও জনসাধারণ তাদের বন্ধুদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুদের সঙ্গে একযোগে অগ্রসর হয়, কিন্তু জনসাধারণ চলে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তারা চালিত, পীড়িত হয়। আপনার জোসেফাসকে আমি থোড়াই কেয়ার করি!"

তারপর বলে উঠলেন, "সত্য হচ্ছে প্রেম।" তাঁর চোখ দুটো ঘৃণা ও লজ্জায় জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগ্‌লো।

কথাগুলো আমাকে মাতাল করে তুললো..তিনি তারপরই

রাঙা মুখখানার ঘাম মুছে ভয়ঙ্কর চীৎকার করে উঠলেন, "বাইবেল ছুড়ে ফেলে দিন ; ওর সব কথা ভুলে যান যাতে মিথ্যে কথা না বলতে হয় ! খ্রীষ্টকে দ্বিতীয় বার ক্রুশে বিদ্ধ করুন। সেটা আরও সততারই কাজ হবে।"

আমার সামনে তখন একটি প্রশ্ন উপস্থিত হল—জীবন যদি এই পৃথিবীতে সুখের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম হয়—তাহলে করুণা ও প্রেম নিশ্চয়ই সংগ্রামটির সাফল্যের পথে বাধা ?

টলষ্টয়বাদীটির নাম জানবার ছিল। তাঁর নাম ছিল ক্লোপস্কি। তিনি কোথায় থাকতেন তাও বার করলাম এবং পরদিন সন্ধ্যায় গেলাম তাঁর কাছে। তিনি দুটি তরুণীর বাড়িতে থাকতেন। তাঁরা ছিলেন, শহরের কাছেই একখানি গ্রামের বাড়ির মালিক। তিনি তাদের সঙ্গে বাগানে প্রকাণ্ড একটা লাইম গাছের ছায়ায় টেবিলের ধারে বসে চামচে করে রাসপবেরি ও দুধ খাচ্ছিলেন। থেকে থেকে মোটা ঠোঁট দুখানা চাটছিলেন। তরুণী দুটির একজন তাঁকে ডিশ এগিয়ে দিচ্ছিল, অপরজন গাছটির গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বুকের ওপর হাত দুখানা জোড়া করে রেখে ধূলিসমাচ্ছন্ন তপ্ত আকাশের দিকে তন্দ্রালু দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।...

তিনি আমাকে সহৃদয়তার সঙ্গে ও স্বেচ্ছায় প্রেমের সৃজনি শক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। "তুমি কেবল প্রেম দিয়েই একটি মানুষকে তোমার জীবনের সঙ্গে বাঁধতে পার। ভালোবাসা ছাড়া—তুমি জীবনকে বুঝতে পার না। যারা বলে, জীবনের সূত্র হচ্ছে সংগ্রাম তাদের ভাগ্যে সর্ব্বনাশ। যেমন আগুন

দিয়ে আগুন নিবানো যায় না, তেম্নি মন্দকে মন্দের শক্তিতে আয়ত্তে আনা যায় না।”

কিন্তু মেয়ে দুটি বাড়ির দিকে বাগানের মধ্যে পাশাপাশি অদৃশ্য হয়ে গেলে তিনি অর্দ্ধনিমীলিত চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা, তুমি—তুমি কে ?”

আমার কথা শুনে তিনি টেবিলে আঙুলের টোকা দিতে দিতে বললেন, “মানুষ সব জায়গাতেই মানুষ। কাউকে তার জীবনের স্থান পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা উচিত নয়।···মানুষ যত নিচে থাকে সে থাকে জীবনের সত্যের, তার পবিত্র জ্ঞানের তত কাছে···”

তাঁর “পবিত্র জ্ঞান” সম্বন্ধে ধারনায় আমার সন্দেহ হলেও চুপ করে রইলাম। লক্ষ্য করলাম, আমার উপস্থিতি তাঁর ভাল লাগছে না। ক্লান্তিতে চোখ দুটো বন্ধ করে, যেন আধ ঘুমন্ত অবস্থায় বললেন, “প্রেমের কাছে আত্মসমর্পণই হচ্ছে জীবনের বিধান···”

তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভাব ও তাঁর আন্তরিকতায় সন্দেহ মনে নিয়ে আমি চলে গেলাম।

কয়েক দিন পরে আমার এক ডাক্তার বন্ধুর কাছে রুটি নিয়ে গেলাম। তিনি ছিলেন কুমার ও মাতাল। সেখানে আবার ক্লোপস্‌কির সঙ্গে দেখা হল। বোধ হল, তিনি মাতাল হয়ে ছিলেন। আমার বন্ধু, মোটা-সোটা ক্ষুদে ডাক্তারটি, মদে একেবারে চুর হয়ে ছোট পাতলা একটি পাজামা পরে এধারে ওধারে সরানো আসবাব-পত্র, ছড়ানো বীয়ারের বোতল ও

ওভার কোটের মাঝে বসে ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি গীটার। তিনি হেসে দুলে বলে উঠলেন, "দয়ার ভাণ্ডার খুলে যাক…"

ক্লোপস্কি তৎক্ষণাৎ রাগত বলে উঠলেন, "দয়া বলে কিছু নেই! আমরা প্রেমে কঠিন হব অথবা প্রেমের জন্যে সংগ্রামে যাব পিষে। সবই এক। আমাদের ভাগ্যে সর্ব্বনাশ।"

আমার ঘাড় ধরে তিনি আমাকে ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে গিয়ে ক্ষুদে ডাক্তারটিকে বললেন, "এখন একে জিজ্ঞেস করুন, এ কি চায়? জিজ্ঞেস করুন, ও লোকের জন্যে ভালোবাসা চায় কি?"

ডাক্তারটি সজল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন।

—"ও তো রুটিওয়ালা। আমি ওর কাছে টাকা ধারি।" তিনি স্থির হবার চেষ্টা করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটি চাবি বার করে আমার হাতে দিলেন।

"এই যে, যা চাও নিয়ে যাও।"

কিন্তু টলষ্টয়বাদীটি আমার হাত থেকে চাবিটা কেড়ে নিয়ে আমাকে দরজার দিকে ঠেলা দিলেন।

"তুমি যেতে পার। যা তোমার দরকার পরে পাবে।" এবং আমার কাছ থেকে যে রুটিগুলো পেয়েছিলেন কোণে সোফার ওপর সেগুলো ছুড়ে ফেললেন। তিনি আমাকে চিনতে পারলেন না। তাতে খুব খুশি হলাম।…অল্পকাল পরেই শুনলাম, তিনি যে-তরুণী দুটির বাড়িতে থাকতেন, তাদের একজনের

কাছে প্রেম নিবেদন করেছেন এবং সেই দিনই করেছেন অপর জনের কাছে। বোন দুটি পরস্পরের কাছে তাদের আনন্দ প্রকাশ করে এবং সেই আনন্দ অবিলম্বেই পরিণত হয়, তাদের প্রণয়ীর বিরুদ্ধে ঘৃণায়। তারা পরিচারিকাকে দিয়ে প্রচারকটিকে বলায়, তিনি যেন অবিলম্বে তাদের বাড়ি থেকে চলে যান। তিনিও শহর থেকে অদৃশ্য হন।...

আমার সম্মুখে জীবন বিস্তৃত ছিল, নিষ্ঠুরতা ও ঘৃণার নিরবচ্ছিন্ন শৃঙ্খলের, তুচ্ছ সামগ্রী অধিকারের নক্কারজনক সংগ্রামের মতো। ব্যক্তিগতভাবে আমার দরকার ছিল পুস্তকের—অবশিষ্ট যা-কিছু সবই ছিল আমার চোখে অর্থহীন।

রাস্তায় বেরিয়ে ফটকে ঘণ্টাখানেক বসেই এ কথাটা বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল যে, এই সব গাড়োয়ান, দ্বারোয়ান, মজুর, চাকুরে ও ব্যবসায়ী আমি এবং যে-সব লোকদের জন্য আমি ভাবি তাদের থেকে পৃথক জীবন যাপন করে। ওরা খুঁজছে অন্য লক্ষ্য ও চলছে ভিন্ন পথে—যাদের আমি সম্মান করি, বিশ্বাস করি, তারা এই সংখ্যাধিক্যের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ও অতিরিক্ত হয়ে আছে। অধিকাংশই ব্যস্ত পিপীলিকাদলের মতো জীবনকে গড়ে তুলছে নোংরা ও শঠতাময় ছোট ছোট কাজে। এই জীবনকে নির্ব্বুদ্ধিতায় ও ভীষণ বৈচিত্র্যহীনতায় আমার আগাগোড়াই হাস্যকর বোধ হত। প্রায়ই লক্ষ্য করতাম, লোকে কেবল কথায় দয়ালু ও প্রেমিক; তারা কাজে জীবনের সাধারণ নিয়মের অধীনতা স্বীকার করে থাকে।...

একদিন পশু-চিকিৎসক লাভরক, শোথ রোগে ভুগে সে হয়ে গিয়েছিল হলদে এবং ফুলে উঠেছিল, গভীর নিশ্বাস টান্‌তে টানতে আমায় বললে, "নিষ্ঠুরতাকে বাড়িয়ে এমন একটা জায়গায় আনা উচিত যে, লোকে তাতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, প্রত্যেকের কাছে সেটা হবে ঘৃণাকারজনক, এই লক্ষ্মীছাড়া শরৎকালটার মতো।" শরৎকালটা সেবার এসেছিল আগেই—বাদলভরা ও ঠাণ্ডা। মহামারী ও আত্মহত্যায় ছিল একেবারে ছাপাছাপি। লাভরফও বিষ খেয়ে মরে ছিল, শোথরোগে মরার জন্য অপেক্ষা করতে চায় নি।

তার বাড়িওয়ালা বলেছিল, "ও পশুর চিকিৎসা করতো—আর মরলো পশুর মতোই।"...সে নিষ্ঠুর ছিল। তার ছেলে-মেয়েদের মারতো—মেয়েটি ছিল সাত বছরের, আর ছেলেটি বছর এগারোর, একটি স্কুলের ছাত্র। একগাছা তে-শিরা চাবুক দিয়ে সে তাদের মারতো আর তার স্ত্রীকে মারতো পায়ে বাঁশের ছড়ি দিয়ে। লোকটি ছিল ধার্ম্মিক, রোগা।

তার একজন কর্ম্মচারী বলতো, "যে-সব নিরীহ লোক ধার্ম্মিক তাদের আমি ভয় করি। রাগী লোককে চট করে চেনা যায়; লোকে তার কাছ থেকে পালানোরও সময় পায়। কিন্তু নিরীহ যে, ঘাসের বনে চতুর সাপের মতো সে অজানতে তোমার কাছে গিয়ে পড়ে, আর তোমার মনের সব চেয়ে খোলা জায়গাটাতে মারে ছোবল।"

* * * *

তখন এসেছে শরৎ। বাতাস দীর্ঘ শ্বাস ফেলছে, লণ্ঠনগুলোর

আলো কাঁপছে, কিন্তু দেখাচ্ছে যেন কালো আকাশখানা কাঁপছে আর পৃথিবীর ওপর ধুলোর মতো সূক্ষ্ম বৃষ্টিধারাকে বুনছে যেন জাল। একটি গণিকা, তার সর্ব্বাঙ্গ ভিজে, একটি মাতালকে ঠেলা দিতে দিতে নিয়ে চলেছে ; লোকটা বিড় বিড় করে কি বলছে আর কাঁদছে। স্ত্রীলোকটি নিম্ন, ক্লান্ত স্বরে বলছে, "তোমার ভাগ্যই এই…"

আমার মনে হল, "আমাকেও এই ভাবে টেনে নিয়ে চলেছে, অসুখকর একটা কোণে দিচ্ছে ঠেলে, যেখানে আমার সামনে মেলে ধরছে নোঙরা যা-কিছু ও বিষাদ। সেখানে দেখা হচ্ছে নানা ধরনের বিচিত্র মানুষের সঙ্গে। আমি এসবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"…

লক্ষ্য করলাম যে, প্রায় প্রত্যেক মানুষই বিশ্রী ও কদাকার ভাবে তার ঘাড়ে চাপাচ্ছে কেবল কথার ও কাজের নয়, ভাবেরও বৈপরীত্য ভার। এই খেয়ালী খেলাটা আমাকে নিরুদ্যম করে ফেললে। অনুভব করলাম, ঠিক একই ব্যাপার ঘটছে আমারও। তাতে আরও খারাপ হল। আমি নারী ও পুস্তক, মজুর ও আমুদে ছাত্রদের দ্বারা নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হলাম ; কিন্তু কোন একটি স্থানে পৌঁছতে পারলাম না, স্থায়ী "এখানেও হলাম না—ওখানেও না।" কেবল ডিগবাজী খেতে খেতে গড়িয়ে চলেছি, আর, একখানি সবল, অদৃশ্য হাত আমাকে তপ্ত, অদৃশ্য চাবুক দিয়ে আঘাত করছে।

জাকভ শাপোশনিকফকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে শুনে স্থির করলাম তাকে সেখানে দেখ্‌তে যাব। কিন্তু আমি

সেখানে ঢুকতেই মুখ-বাঁকা, চষমা চোখে, মাথায় সাদা শাল একটি মোটা স্ত্রীলোক নীরস কণ্ঠে আমাকে বললে, "সে মরে গেছে।"

এবং আমি চলে না গিয়ে তার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছি দেখে সে রেগে উঠলো এবং তীক্ষ্ণ স্বরে আমাকে বললে, "এই, আর কি চাও ?"

আমিও রেগে উঠলাম ; বললাম, "তুমি একটা নিরেট !"

সে বলে উঠলো, "নিকোলাই—এসে এই লোকটাকে তাড়িয়ে দিয়ে যাও।"

নিকোলাই একখানা ন্যাকড়া দিয়ে কতকগুলো পেতলের ডাণ্ডা পরিষ্কার করছিল। সে ঠোঁট চেটে একটা ডাণ্ডা দিয়ে আমার পিঠে মারলে। তখন আমি তার ঘাড় ধরে তাকে শূন্যে তুলে, রাস্তায় নিয়ে গিয়ে হাসপাতালের সামনে একটা জল ভরা গর্ত্তের মধ্যে বসিয়ে দিলাম। তাতে তাকে আদৌ বিস্মিত বোধ হল না। ব্যাপারটি সে খুব শান্ত ভাবে নিল। সেখানে মুহূর্ত্তমাত্র চুপচাপ বসে থেকে, সে আমার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এই কুকুর !"

আমি ডিরগাভিনের বাগানে গিয়ে কবির প্রতিমূর্ত্তির নিচে একখানি বেঞ্চিতে বসলাম। আমার মনে খারাপ ও ভয়ঙ্কর কিছু, এমন একটা কিছু, করবার প্রবল বাসনা জাগলো যা বহুলোককে উত্তেজিত করে তুলবে। তারা আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। আর তাতে আমি তাদের মারতে পারবো। কিন্তু ছুটির দিন হলেও বাগানখানি ছিল জনহীন। কাছে-

কিনারে একটি লোককেও দেখা যাচ্ছিল না। কেবল বাতাস খস্ খস্ করছিল, শুকনো পাতাগুলোকে নিয়ে যাচ্ছিল উড়িয়ে, আর, লণ্ঠনগুলোর গায়ে আঠাশূন্য পোষ্টারগুলোকে খড়্ খড়্ শব্দে ওড়াচ্ছিল। স্বচ্ছ, নীল, হিম গোধূলি বেলা বাগানখানির ওপর নেমে এল। ব্রোনজের বিশাল প্রতিমূর্ত্তিটি উঠে দাঁড়িয়েছে আমার ওপর। আমি সেটিকে লক্ষ্য করতে করতে ভাবতে লাগলাম, পৃথিবীতে জাকভ নামে এক নিঃসঙ্গ ব্যক্তি বাস করতো। তার মনের সকল শক্তি দিয়ে সে ভগবান নাশ করছিল। এখন সে মারা গেছে, আর তার মৃত্যুটি হচ্ছে সাধারণ, স্বাভাবিক মৃত্যু। এর মধ্যে আছে অত্যন্ত বিশ্রী, অত্যন্ত কঠোর কিছু। আর নিকোলাই হচ্ছে একটা আহাম্মক—তার আমার সঙ্গে মারামারি করা বা পুলিশ ডেকে আমাকে জেলে পাঠানো উচিত ছিল···

রাবজফের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর নিরানন্দ ঘরখানিতে একখানি টেবিলের ধারে একটি আলোর সামনে বসে সে তাঁর ওয়েষ্টকোটটি সেলাই করছিলেন। তাঁকে বললাম, "জাকভ মারা গেছে।"

বৃদ্ধ ছুঁচ শুদ্ধ হাতখানি তুলে অনুযোগ করলেন, "আমরাও মরবো, আমাদের সকলেই—এই হ'ল আমাদের প্রথা, বাবা। ও মরেছে। আমার জানা একজন কাঁসারি, সেও মারা গেছে। গত রবিবারে মরেছে একটা পুলিশ।···লোকটা ছিল চালাক! সে ছাত্রদের সঙ্গে এধার-ওধার খুব ঘুরতো। শুনেছো, লোকে বলছে, ছাত্রেরা ধর্ম্মঘট করছে—সেটা কি সত্যি? এখানে এসে

আমার ওয়েষ্টকোটটা সেলাই করে দাও। আমি কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না…"

তিনি ছেঁড়া জামাটা ও ছুঁচ-সুতোটা আমার হাতে দিলেন।…

—"আমি তোমায় বলি লেক্‌সি ম্যাকসিমিচ, ভগবানকে অভিসম্পাত দিয়ে জাকভের পক্ষে তার প্রকাণ্ড অন্তঃকরণটা নষ্ট করা অন্যায় হয়েছে। আমি যদি গাল দিই তাহলে রাজা বা ভগবান কেউই ভাল হবে না, কিন্তু লোকের যা করা উচিত তা হচ্ছে নিজের ওপর ভীষণ রেগে ওঠা আর এই হীন জীবনটা ত্যাগ করা। আহা, যদি আমি এত বুড়ো না হতাম, যদি পৃথিবীতে এত আগে না আসতাম—আমি শিগগিরই একেবারে অন্ধ হয়ে যাব—হাঁ, বাবা সে হবে বড় ভীষণ! তুমি সেলাই করেছো? ধন্যবাদ…চল, বারে গিয়ে একটু চা খাওয়া যাক্…"

পথে আমার কাঁধ ধরে অন্ধকারে টল্‌তে টল্‌তে তিনি বললেন, "আমার কথা মনে রেখো…একদিন আসবে যখন লোকে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল্‌বে। আর রেগে উঠে সব ভাঙতে শুরু করবে—তারা তাদের বাজে যা-কিছু সব ধূলিসাৎ করতে থাকবে। হাঁ, তারা ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল্‌বে…"

কিন্তু আমরা 'বার' অবধি পৌঁছতে পারলাম না। জাহাজের খালাশিরা একটা "সুখের আড্ডা" অবরোধ করেছিল। তাতে বাধা পেলাম। এই প্রতিষ্ঠানটির ফটকটি রক্ষা করছিল ও সেখানে পাহারা দিচ্ছিল আলাফনজফ কারখানার মজুরেরা।

রাবজফ বললেন, "প্রত্যেক ছুটির দিনেই এখানে মারামারি হয়।"

তিনি চষমা খুলে রক্ষকদের মধ্যে তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে চিনতে পেরে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে ভিড়ে গেলেন এবং তাদের উত্তেজিত করে মারামারিটা আরও বাধিয়ে দিতে লাগলেন।

পুলিশরা বাঁশি বাজাতে লাগলো। অন্ধকারে পেতলের বোতাম ঝক ঝক করছে, পায়ের নিচে কাদা ছিটকে পড়ছে—বাড়ির ছাদে উঠেছিল যে দুটি খালাশি, তারা গান ধরেছে···

তারপর পুলিশ রাবজফ, আমি ও আরও পাঁচজন শত্রু বা বন্ধুকে থানায় নিয়ে চললো। ওদিকে সমানে মদিরা-জড়িত কণ্ঠের গান শোনা যাচ্ছিল।

রাবজফ উল্লাসে বললেন, "ভলগার বুকে কি চমৎকার সব মানুষ আছে।" তারপর আমার কানে কানে বললেন, "তুমি সরে পড়। তালে থাক। ঠিক সময়টিতে খসে পড়বে। তুমি থানায় যেতে চাও কিসের জন্যে?"

আমি এক দীর্ঘাকার খালাশির সঙ্গে পাশের একটা গলিতে ঢুকে প্রথমে একটা বেড়া ডিঙলাম, তারপর আর একটা। সেই রাত থেকে আমার প্রিয়, বুদ্ধিমান বৃদ্ধ বন্ধু নিকিটা রাবজফের সঙ্গে আর কখন দেখা হয় নি। আমার চারধারে ক্রমে সব হয়ে এল নিরানন্দ, নির্জ্জন।···

একদিন সেমেনেফের রুটির কারখানার পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনলাম, রুটিওয়ালারা বিশ্ববিত্তালয়ে গিয়ে ছাত্রদের মারবার আয়োজন করছে। তারা বলছিল, "আমরা ওদের

বাটখারা দিয়ে মারবো।" আমি তাদের সঙ্গে তর্ক করতে লাগলাম, তাদের গালাগাল দিলাম। শেষে হঠাৎ অনুভব করলাম, ছাত্রদের পক্ষ সমর্থন করবার ইচ্ছা ও ভাষা আমার নেই। মনে পড়ে, কারখানার কুঠুরি থেকে বেরিয়ে যেতাম পঙ্গুর মতো হয়ে, বুকভরে থাকতো মর্ম্মন্তুদ বেদনা ও কামনায়। রাত্রে দীঘিটির তীরে বসে তার কালো জলে ঢিল ছুড়তে ছুড়তে পাঁচটি শব্দে ভাবতাম আর মনে মনে অবিরাম বলতাম, "আমি কি করবো ?"

হতাশায় বেহালা বাজানো শিখ্‌তে লাগলাম। চৌকিদার ও ইঁদুরগুলোকে উত্যক্ত করে অভ্যাস করতে লাগলাম রাত্রে দোকানে। সঙ্গীত ভালোবাসতাম ; তাই প্রবল উৎসাহে শিখতে লাগলাম। কিন্তু আমার ওস্তাদ, থিয়েটার অরকেষ্ট্রার বেহালাদার, একদিন বাজনা শিখবার সময়—আমি অল্পক্ষণের জন্যে দোকান থেকে বাইরে গেলে—আমার বাক্সর টানাটা খোলেন। টানাটা আমি চাবি বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। এসে দেখলাম, তিনি আমার টাকাগুলো দিয়ে তাঁর পকেট ভর্ত্তি করছেন। আমাকে আস্‌তে দেখে, গলা বাড়িয়ে দিয়ে পরিষ্কার করে কামানো মুখখানা ফিরিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, "দেখ—তুমি আমাকে মারতে পার !"

তাঁর ঠোঁট দুখানা কাঁপতে লাগলো, বিবর্ণ চোখ দুটো থেকে কোমল জল ধারা বয়ে যেতে লাগলো…

তাঁকে মারতে ইচ্ছা হ'ল। তা যাতে করতে না হয় সেজন্যে মেঝেয় বসে আমার হাত দুখানা শরীরের তলায় চেপে

রেখে, তাঁকে টাকাগুলো আবার বাক্সে রেখে দিতে বললাম। তিনি পকেট দুটো খালি করে দিয়ে দরজার কাছে গেলেন, কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে বোকার মতো জোর ও ভয়ঙ্কর গলায় বললেন, "আমাকে দশটা রুবল দাও।"

আমি তাঁকে টাকা কয়টি দিলাম কিন্তু বেহালা বাজানো শিক্ষাও দিলাম ছেড়ে।

ডিসেম্বর মাসে আমি আত্মহত্যার সঙ্কল্প করলাম। "মাকারের জীবনে একটি ঘটনা" নামে গল্পে আমার এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য বর্ণনার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হয় নি—কাহিনীটি বেরিয়ে পড়লো বিশ্রী অপ্রীতিকর ভাবে এবং তার মর্মের আসল কথাটিও তাতে ছিল না।...

বাজারে এক ঘোড়-সওয়ার চৌকিদারের কাছ থেকে একটা রিভলভার কিনে দেখলাম তাতে চারটি কার্ত্তুজ ভরা রয়েছে। আমি হৃদ্‌পিণ্ডটা বিদ্ধ করবো ভেবে সেটা দিয়ে নিজের বুকে গুলি করলাম। কিন্তু তাতে আমার ফুস্‌ফুসটা ছেঁদা করতে পারলাম মাত্র। এবং মাসখানেকের মধ্যেই আবার রুটির কারখানায় কাজ করতে লাগলাম। মনে জাগতে লাগলো খুব লজ্জা ও আহাম্মকির ভাব।

কিন্তু সেটা বেশি দিন ছিল না। মারচ মাসের শেষ দিকে এক দিন সন্ধ্যায় আমি রুটির কারখানা থেকে আমার ঘরে ফিরে দেখি "খোখোলটি" জানলার ধারে একখানি চেয়ারে বসে একটি মোটা সিগরেট টানছেন আর ধোঁয়ার কুণ্ডলিগুলোকে লক্ষ্য করছেন।

আমাকে প্রীতি সম্ভাষণ জানাবার আগেই জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার এখন ছুটি ?"

—"হাঁ, বিশ মিনিটের জন্যে।"

—"বোস্ একটু আলাপ করা যাক্।" তিনি শান্ত ভাবে আস্তে আস্তে বল্‌তে শুরু করলেন, "তুমি গিয়ে আমার সঙ্গে থাকবে না ? আমি এখান থেকে ভলগার মাইল পঞ্চাশেক ভাটিতে ক্রাস্‌নোভিদোভো গ্রামে থাকি। সেখানে আমার একখানা দোকান আছে। তুমি আমাকে তাতে একটু সাহায্য করতে পার। তাতে তোমার খুব ... সময় যাবে। আমার অনেকগুলো ভাল বই আছে। তোমাকে পড়া-শুনোয় সাহায্যও করবো। কি বল ? রাজী আছ ?"

—"হাঁ।"

—"তাহলে তোমাকে শুক্রবার দিন কুরবাটোফের জাহাজ-ঘাটে আশা করছি। সেখানে নেমে, ক্রাস্‌নোভিদোভো'র মালটানা নৌকোর খোঁজ করো। নৌকোর মালিক হল বাসিলি পানকভ। কিন্তু ততক্ষণে আমি সেখানে গিয়ে পড়বো ; তোমাকে দেখ্‌তেও পাব। এখন বিদায়।"

তিনি পকেট থেকে একটি প্রকাণ্ড রুপোর ঘড়ি বার করে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমরা ছ মিনিটে কাজ সেরেছি। হাঁ, তাই-ই। আমার নাম হচ্ছে মাইখেলো আনতোনোভিচ রোমাস।"

দুদিন পরে আমি ক্রাসনোভিভোদোতে গেলাম। ভলগার বরফ তখন ভাঙতে শুরু করেছে। বিক্ষুব্ধ জলের বুকে অস্থির

ভাবে ভাসছে কালো, মসৃণ বরফের চাপ···বাতাস ছুটে বেড়াচ্ছে, ঢেউগুলোকে প্রচণ্ড বেগে তীরে আছড়ে ফেলছে। সূর্য্য উজ্জ্বল হয়ে কিরণ বর্ষণ করছে এবং হিম-শিলার নীলাভ স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। আমাদের মালটানা নৌকোখানা পিপে, বস্তা ও বাক্সে একেবারে ঠাসা। পাল তুলে চলেছিল। আমি খোখেলের সঙ্গে পালের নিচে বাক্সের ওপর বসে আছি।

তিনি আস্তে আস্তে বললেন, "চাষীরা আমাকে পছন্দ করে না, বিশেষ করে পয়সাওয়ালারা। এই বিদ্বেষ ভাবটা তোমার ওপর গিয়েও পড়বে, নিশ্চয়ই।···সেখানে একজন জেলে আছে কিন্তু আমি নিশ্চিত যে তোমার তাকে ভাল লাগবে।"

আমরা ক্রাসনোভিভোদোতে পৌঁছলাম দুপুরের দিকে। সেখানে একটা খাড়া পাহাড়ের মাথায় আকাশের দিকে উঠেছে একটা গির্জ্জার নীল রঙের গম্বুজগুলো। তার কাছ থেকে পাহাড়ের ধার দিয়ে সার বেঁধে চলে গেছে শক্ত ও খুব মজবুৎ করে তৈরী ছোট ছোট বাড়ি। বাড়িগুলোর মাথায় ঝক্ ঝক্ করছে ছাদের হলদে রঙের তক্তাগুলো এবং খড়ের ছেঁচ। সবই বেশ সাদাসিধে ও সুন্দর।

এখান দিয়ে ষ্টীমারে যেতে যেতে আমি কতবার যে, ঐ গ্রামখানার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করেছি! আমি যখন কুকুশকিনের সঙ্গে নৌকোখানার মাল আলাদা করতে লাগলাম, রোমাস আমার হাতে বস্তাগুলো দিতে দিতে বললেন, "আরে তোমার গায়ে কিছু জোর আছে।" এবং আমার দিকে না

তাকিয়ে আবার বললেন, "আর তোমার বুকখানা—ওটা ব্যথা করে ?"

—"একটুও না।"

তাঁর প্রশ্নে যে কৌশলটি চাপা ছিল তাতে আমি মুগ্ধ হলাম। আমার ইচ্ছা চাষীরা আমার আত্মহত্যার চেষ্টার কথা যেন না জানে।

পাহাড়টির ঢালু দিয়ে, রুপোর মতো ঝকঝকে জলাশয়ের জল ভেঙে লম্বা পা ফেলে, এধারে-ওধারে পিছলে, ছুলে আস-ছিল এক দীর্ঘকায়, ছিপছিপে চাষী। তার পা দুখানা ছিল খালি, গায়ে কেবল শার্ট ও পরনে পাজামা। তীরে এসে সে জোর গলায়, আত্মীয়ের মতো বললে, "এস।"

সে ফিরে একখানি মোটা ডাণ্ডা তুলে নিলে, তারপর নিলে আর একখানা ; এবং ডাণ্ডা দুখানা জাহাজের পিছনে কাৎ করে লাগিয়ে এক লাফে ওপরে উঠে এসে বলে উঠলো, 'ডাণ্ডা দুটোর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পিপেগুলো ধরবে যাতে ওপর থেকে পড়ে না যাও। এই ছোকরা, এখানে এসে হাত লাগাও।"

লোকটির চেহারাটি অতি সুন্দর ; গায়েও খুব জোর।

রোমাস বললেন, "তোমার ঠাণ্ডা লাগবে, ইসৎ।"

—"আমার? ভয় নেই।"

আমরা পেট্রোলিয়ামের পিপেগুলো ডাঙায় গড়িয়ে নামিয়ে দিলাম। ইসৎ আমার মাথা থেকে পা অবধি লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলে, "মুহুরি ?"

কুকুশকিন বললে, "তুমি ওর সঙ্গে মারামারি করে দেখ।"

আধঘণ্টার মধ্যেই আমি একখানি করকরে নূতন ছোট বাড়ির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়ক ঘরে গিয়ে বসলাম। ঘরখানার দেওয়ালগুলো থেকে তখনও রঙের গন্ধ যায় নি। একটি চটপটে, তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্ত্রীলোক আমাদের খাবারজন্যে টেবিল সাজাচ্ছিল। রোমাস বইয়ের বাক্সগুলো খুলে বইগুলো ষ্টোভের কাছে তাকের ওপর রাখছিলেন; বললেন, "তোমার ঘর ওপরে চিলে-কোঠায়।"

চিলে-কোঠার জানলা দিয়ে গ্রামের খানিকটা ও আমাদের ছোট বাড়িখানির সামনে খদটা দেখা যেত···খদের ওপারে বাগান ও কালো ক্ষেতগুলো দূরে দিক-চক্ররেখার বনের নীল শীর্ষে ধীরে এঁকে-বেঁকে মিশে গেছে। খদের ধারে ঝোপের আওতায় স্নানের ঘরের চালে নীল রঙের এক চাষী পা ফাঁক করে বসে রয়েছে। তার এক হাতে ধরে আছে একখানি কুড়ুল, আর এক হাত কপালে দিয়ে নিচে ভলগার দিকে তাকিয়ে আছে। একখানা গাড়ির চাকার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে; দূরে শোনা যাচ্ছে একটা গরুর করুণ হাম্বারব ও স্রোত-স্বতীর কলধ্বনি। কালো পোশাক পরা এক বৃদ্ধা ফটক থেকে বেরিয়ে এসে দৃঢ় স্বরে বলে উঠলো, "তোদের দেখাচ্ছি!"

দুটি ছোকরা পাথর ও কাদা দিয়ে জলধারাটির স্রোত আট-কাতে ব্যস্ত ছিল। স্ত্রীলোকটির গলা শুনেই দিল ছুট্। আর সে মাটি থেকে একটা কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে সেটা দুখানা করে ভেঙে জলে ফেলে দিলে। তার পায়ে পুরুষের উঁচু বুট্। সে

পা দিয়ে ছেলেদের সেই বাঁধটি ভেঙে ফেলে নদীর দিকে চলে গেল।

এখানে আমি কেমন ভাবে থাকবো ?

আমাদের নিচে যেতে ডাকা হল। ইসৎ রোমাসকে কি যেন বলছিল। আমাকে দেখে থেমে গেল।

রোমাস ভ্রূকুটি করে বললেন, "বেশ ! বলে যাও।"

—"আর বেশি বলার নেই। আমি তোমাকে সবই বলেছি। এখন আমরা নিজেরাই সব স্থির করবো। তুমি একটা রিভলভার বা অন্তত একখানা মোটা লাঠি সঙ্গে নিয়ে বেরুবে। বারিনফের সামনে খোলাখুলি কথা-বার্ত্তা বল্‌বো না—ও আর কুকুশকিন মেয়েদের মতো মুখ-আলগা। বাবা, তুমি মাছ ধরতে ভালবাস ?"

বললাম, "না।"

রোমাস চাষীদের ও ছোট ছোট বাগানের মালিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে খৎদারদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে লাগলেন।

ইসৎ তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে বললে, "আরামে যারা খায় তারা তোমাকে বেশ বেগ দেবে, জেনে রেখো।"

—"দেখা যাবে।"

—"তাতে কোন সন্দেহ নেই !"

আমি ইসৎকে লক্ষ্য করতে করতে ভাবতে লাগলাম, "কারোনিন আর জ্লাতো ভ্রৎসকি যে-সব চাষীদের সম্বন্ধে গল্প লেখে ও কি সেই ধরনের চাষী ?..."

এটা কি সম্ভব যে, আমি অবশেষে একটা আসল কিছুর কছে এসে পৌঁছেছি এবং এখন থেকে সত্যকার কাজের লোকের মতো কাজ করবো ?...

সে চলে গেলে রোমাস চিন্তিত ভাবে বললেন, "লোকটি চালাক, সৎ। দুঃখের যে, ও লেখা-পড়া শেখে নি। কোন রকমে পড়তে পারে। কিন্তু শিখবে বলে একেবারে নাছোড়-বান্দা। তুমি ওকে তাতে সাহায্য করবে।"

অনেক রাত অবধি তিনি আমাকে দোকানের মাল-পত্রের দামের সঙ্গে পরিচয় করালেন। এবং বুঝিয়ে দিলেন, "গ্রামের অন্য দুই দোকানদারের চেয়ে আমি বেচি সস্তায়। অবশ্য তারা তা পছন্দ করে না। তারা আমার সঙ্গে নোংরামি করে ; আমাকে মারবার মতলব করেছে। আমি এখানে আছি ; জায়গাটা ভাল লাগে বা ব্যবসায় লাভ হয় বলে নয়, কিন্তু অন্য সব কারণে। সেই তোমাদের রুটির কারখানাটার মতো এটাও একটা ফন্দি..."

বললাম, আমি তা বুঝতে পেরেছি।

—"লোকগুলোকে ভাবতে শিখানো ছাড়া আর কি করবার আছে, অ্যাঁ ?"

দোকানখানা বন্ধ করে আমরা আলো হাতে তার মধ্যে ঘুরে বেড়ালাম। পরে পাইপ ধরিয়ে ষ্টোভে হেলান দিয়ে বসে রোমাস বলতে লাগলেন, তিনি অনেক দিন আগেই লক্ষ্য করেছেন আমার যৌবনকালটি আমি কেমন বৃথায় নষ্ট করছি। "তুমি শক্তিমান, দৃঢ়চেতা। আর মনে হয়, তোমার মনে আছে

উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তোমাকে লেখা-পড়া শিখতেই হবে। কিন্তু এমন ভাবে যে বইগুলো জনসাধারণকে তোমার চোখের সামনে থেকে আড়াল করে না রাখে। একবার কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের একটি লোক খুব ঠিক কথা বলেছিল, 'সব জ্ঞানের প্রকাশই মানুষের কাছ থেকে।...'

আমার অতি পরিচিত ভাবটির সম্বন্ধে তিনি বল্‌তে লাগলেন, প্রথমে দেশের ধী-শক্তিকে জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। কথাগুলি পরিচিত কিন্তু তার মধ্যে আমি অনুভব করলাম, এক নূতন, গভীর অর্থ।

—"তোমাদের সেখানকার ছাত্রেরা জনসাধারণের ওপর তাদের ভালোবাসার অনেক কথা বলে। আমি তাদের এই কথা বলবো : 'কেউ জনসাধারণকে ভালোবাসতে পারে না। ওসব কথা মাত্র' : জনসাধারণের ওপর ভালোবাসা।..." তিনি হাসলেন। এবং অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করে, ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বলে যেতে লাগলেন, "ভালোবাসা মানে একমত হওয়া, প্রশ্রয় দেওয়া, দোষ না দেখা, ক্ষমা করা। এই রকম ভাব নিয়ে লোকে যাবে নারীর কাছে। কিন্তু—জনসাধারণের অজ্ঞতা না দেখা, তাদের ভুল ধারণাগুলোর সঙ্গে একমত হওয়া, তাদের নীচতার প্রশ্রয় দেওয়া, তাদের নিষ্ঠুরতা ক্ষমা করা কি সম্ভব? তুমি কি মনে করো তাই?"

—"না।"

—"দেখছো? চাষীদের মনে যে অনুপ্রেরণা দিতে হবে

তা এই : যতদূর তুমি সংশ্লিষ্ট, তুমি মানুষটি খারাপ নও। কিন্তু তুমি খারাপ জীবন যাপন করছো। যা তোমার জীবনকে উন্নত, সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করবে তুমি তা নিজে করতে অক্ষম।··· সবই তোমার মধ্য থেকে, সরল, সাদা সিধা চাষী থেকে উদ্ভূত হয়েছে—সম্ভ্রান্ত বংশ, পাদ্রি, বিজ্ঞানী, রাজা—সকলেই ছিল কৃষক। দেখছো? বুঝলে? অতএব তোমরা বাঁচতে শিখবে, যাতে কেউ তোমাদের ওপর প্রভুত্ব করতে না পারে।"···

চায়ের টেবিলে তিনি আমাকে সংক্ষেপে তাঁর নিজের পরিচয় দিয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন, চারনিগভের এক কর্ম্মকারের ছেলে, কিয়েভ রেল ষ্টেশনে গাড়ির চাকায় তেল দিতেন। সেখানে তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং মজুরদের একটি ছোট দল গড়ে তোলেন। তারা নিজেরাই ছিল নিজেদের শিক্ষক। তারপর তাঁকে গ্রেফতার করে দু' বছর জেল দেওয়া হয়। তারপরে তাঁকে দশ বছরের জন্য নির্ব্বাসিত করা হয় জাকুটস্ক জেলায়।

"গোড়ার দিকে জাকুটদের মধ্যে এক যাবাবর-তাঁবুতে থাকতে থাকতে ভাবতাম, আমি ভেঙে পড়বো। সেখানে শীতকালটা এমন যে লোকের মাথার ঘিলুও একেবারে জমে যায়। এটাও সত্যি সেখানে মস্তিষ্ক কোন কাজেই লাগে না। তারপর দেখলাম, এখানে ওখানে কিছু কিছু রুশ লেগে আছে। তবে তারা সংখ্যায় বেশি ছিল না। তাদের যাতে নিঃসঙ্গ বোধ না হয়, সেজন্যে মাঝে মাঝে অন্যদেরও

দয়া করে পাঠানো হয়ে থাকে। যেমন, সেখানে ভ্লাদিমির কোরোলেংকো নামে এক ছাত্র ছিল—এতদিনে সেও ফিরে এসেছে। আমি তার সঙ্গে সদ্ভাবে ছিলাম—কিন্তু পরে আমাদের বিচ্ছেদ হয়। আমাদের দুজনের নানা দিকে খুব মিল ছিল। বন্ধুত্ব মিলের ওপর বাড়ে না। কিন্তু সে মানুষটি ছিল খাঁটি, অনমনীয়, নানা কাজে নিপুণ। এমন কি সে বিগ্রহের গায়েও রঙ মাখাতো। আমি সেটা পছন্দ করতাম না। লোকে বলে বিভিন্ন পত্রিকায় সে ভালই লিখ্ছে।"

আমরা অনেকক্ষণ, গভীর রাত অবধি, কথাবার্ত্তা বললাম। কারণ তিনি আমাকে তাঁর পাশে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার সঙ্কল্প করে ছিলেন। সেই প্রথম আমি মানুষের সঙ্গে মিশে এমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলাম। আমার আত্মহত্যার চেষ্টায় আমার আত্ম-মর্য্যাদা যথেষ্ট নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে কেউ না বলে মনে হত। আমার বিবেক হয়ে গিয়েছিল অপরাধী। বাঁচতে লজ্জা বোধ হত। মনে হয় রোমাস তা বুঝ্তে পেরেছিলেন এবং সরল, মানবোচিত প[illegible] তাঁর আত্ম-জীবনের দরজাটি দিয়েছিলেন উন্মুক্ত করে। এবং তাতে করে—আমাকে টেনে সমান করে নিয়েছিলেন। সেটি ছিল এক অবিস্মরণীয় দিন।...

পরদিন...সন্ধ্যায় চায়ের টেবিলে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কখন তিনি চাষীদের সঙ্গে কথা বলবার সময় করেন? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কোন্ বিষয়ে?" এবং মন দিয়ে আমার

কথা শুনে বললেন, “আমি যদি রাস্তায় ঐ বিষয়ে কথা বলতে থাকি তাহলে আমাকে জাকুটস্‌কে ফিরে পাঠাবে...”

তিনি পাইপে খানিকটা তামাক পূরে তাতে আগুন দিয়ে নিজের চারধারে ধোঁয়ায় বেষ্টনি রচনা করে শান্ত ভাবে কৃষক-দের বিষয় বলে যেতে লাগলেন। তাঁর বিবেচনায় তারা বিবেচক ও অবিশ্বাসী। কৃষক, নিজকে, প্রতিবেশীকে, এমন কি অপরিচিত ব্যক্তি মাত্রকেই ভয় করে। ত্রিশ বছরও হয় নি চাষীদের স্বাধীনতা দান করা হয়েছে এবং প্রত্যেক চল্লিশ বৎসর বয়স্ক চাষী দাস হয়ে জন্মেছিল। সে কথা তার বেশ ভাল করেই মনে আছে। এবং সে মনে করে : ‘স্বাধীনতা কি তা বোঝা কঠিন।’ প্রথম চিন্তায় মনে হয়, স্বাধীনতা মানে যেমন ইচ্ছা তেমন ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করা। কিন্তু তারপরই দেখা যায়, তোমাকে ঘিরে রয়েছে কর্ত্তারা, প্রত্যেকেই তোমার জীবনের গতিকে ব্যাহত করবার চেষ্টা করছে। জার কৃষকসম্প্রদায়কে জমিদারের কাছ থেকে টেনে নিয়ে ছিলেন—সেজন্যে জারই এখন হলেন, কৃষক-সম্প্রদায়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তারপর আবার—তাহলে, স্বাধীনতা মানে কি? হঠাৎ সেইদিনটি আসবে, যেদিন জার ব্যাখ্যা করবেন, স্বাধীনতা কি। কৃষকেরা সম্রাটত্বে বিশ্বাসী—তিনিই হচ্ছেন পৃথিবী ও তার সমুদয় ঐশ্বর্য্যের সার্ব্বভৌম অধিকারী। তিনি যে ভাবে কৃষক-সম্প্রদায়কে জমিদারদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন, সেই ভাবেই সওদাগরদের কাছ থেকে জাহাজ ও দোকান কেড়ে নিতে পারেন। কৃষকেরা হচ্ছে জারবাদী—তারা জানে অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। তারা

অপেক্ষা করে আছে সেই দিনটির যেদিন জার করবেন, স্বাধীনতার অর্থ ঘোষণা। তখন! সকলে যা পার হাতাও! তারা সকলেই সেইদিনটির অপেক্ষায় আছে এবং সকলেই সেইদিনটিকে ভয় করে। কারণ প্রত্যেকেই হুঁসিয়ার হয়ে আছে সেই সাধারণ খয়রাতের দিনটি যাতে না হারায়।...আবার, চারধারে অসংখ্য কর্ত্তা রয়েছে, যারা স্পষ্টত কৃষক-দ্বেষী এবং সে দিক দিয়ে জারেরও। কিন্তু তাদের ছাড়া চলতেও পারে না; কারণ সাধারণ একটা হট্টগোল ছাড়া এ থেকে আর কি আস্তে পারে?

বসন্তের প্রবল ধারার সঙ্গে বাতাস জানলার সার্সিতে সোঁ সোঁ শব্দে রোষে চাবুক চালাচ্ছে। পথের ওপর ভাসছে ধূসর কুয়াশা আর আমার অন্তরেও ভারী ও ধূসর কি যেন লতিয়ে চলেছে। সেই শান্ত, নিম্ন কণ্ঠস্বর চিন্তাভারে বয়ে যেতে লাগলো, "চাষীদের এই কথাটি ধরিয়ে দিতে হবে, যে, তাকে জারের হাত থেকে তাদের নিজেদের হাতে শক্তি ক্রমে হস্তান্তরিত করতে হবে। ওদের বলতেই হবে যে, জনসাধারণকে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের উক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ব্বাচনের অধিকার অর্জ্জন করতে হবে—হাঁ, সকলকেই পুলিশ, লাট, জার..."

—"কিন্তু এটা শতাব্দী ধরে চল্‌তে পারে।"

—"তুমি কি মনে কর, এটা কালই হয়ে যাবে?"

সন্ধ্যায় তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং রাত্রি প্রায় এগারোটায় খুব কাছেই আমি একবার গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম।

অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে গেলাম ছুটে। দেখতে পেলাম, মাইখেলো অ্যানতো:নোভিচের কালো মূর্ত্তিটি জলধারা এড়িয়ে সাবধানে, ধীরে ফটকের দিকে আস্‌ছে।

—"কি, মশায় ? আমিই গুলিটি চালিয়েছি।"

—"কাকে ?"

—"ওইখানে জন কয়েক লোক সড়কি নিয়ে আমাকে তাড়া করেছিল। তাদের বললাম, 'আমাকে ছেড়ে দাও। না হলে গুলি করবো।' তারা সে কথা শুন্‌তেই চায় না। তাই আমি আকাশে গুলি ছুড়ি। তাতে ওদের ক্ষতি হবে না।"

সে সামনের ঘরে দাঁড়িয়ে পোশাক ছাড়তে লাগলো এবং ভিজে দাড়িগুলো নিঙড়তে নিঙড়তে ঘোড়ার মতো ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো।

"আমার জুতো জোড়া পচে গেছে! তুমি রিভলভার পরিষ্কার করতে পারো ? করো না। নাহলে ওটাতে মরচে ধরবে। তেল বা চর্ব্বি যাহয় কিছু ওতে মাখিও···"

সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আমাকে সাবধান করে দিলে, "তুমি গ্রামে যখন যাবে সাবধান হবে, বিশেষ করে সন্ধ্যায় বা ছুটির দিনে—কারণ ওরা তোমাকেও হয়তো মারতে চাইবে। কিন্তু লাঠি নিও না। তাতে বদমায়েশগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌বে, ওদের মনে হতে পারে, তুমি ওদের ভয় করো। তবে ভয় পাবার কিছু নেই। ওরা নিজেরাই ভয় পায়, ভীরুর দল।"

আমি চমৎকার জীবন যাপন করতে লাগলাম; প্রত্যেকটি দিন আমাকে এনে দিত নূতন ও গুরুত্বময় কিছু। আকুল আগ্রহে ও উৎসাহে প্রকৃতিতত্ত্ব ও জীব-তত্ত্বের গ্রন্থগুলি পড়ে যেতাম।

রোমাস আমকে বলতেন, "বুঝলে, ম্যাকসিমিচ, সব-কিছুর আগে, সব চেয়ে ভাল করে এই জিনিষটাই জানতে হবে। বিজ্ঞানের এই অংশেই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধী গুপ্ত রয়েছে।"

ইসং সপ্তাহে তিন দিন সন্ধ্যায় আস্তো। আমি তাকে পড়াতাম।...একদিন সে হঠাৎ প্রস্তাব করে বসলো, "লোকে বলে তোমার গায়ে খুব জোর। এস, লাঠি টানাটানি করি। দেখা যাক কার গায়ে বেশি পেশী আছে।"

রান্নাঘরে একখানা মোটা বেত ছিল। সেখানা নিয়ে মেঝেয় বসে পরস্পরের পায়ে পা লাগিয়ে দুজনে বহুক্ষণ ধরে পরস্পরকে টেনে তোলবার চেষ্টা করলাম।

তার ভেতর ছিল মনোমুগ্ধকর ও মর্ম্মস্পর্শী সারল্য, শিশু-সুলভ ও স্বচ্ছ কিছু। লোকে যে-সব চাষীর কথা বইয়ে পড়ে, সে আমার কাছে ক্রমেই বোধ হচ্ছিল সেই ধরনের। সব জেলের মতোই সে ছিল কবি। সে ভালোবাসতো ভলগাকে ও স্তব্ধ রাত্রি। সে উপভোগ করতো নির্জ্জনতা ও গাম্ভীর্য্য। সে নক্ষত্রগুলোকে লক্ষ্য করতে করতে জিজ্ঞেস করতো, "খোখোল বলেন, ওখানে আমাদের এখানকার মতো প্রাণী থাকতে পারে। তোমার কি মনে হয়? কথাটা সত্যি হতে পারে?"...

সে তার জীবনের ওপর মোটের ওপর সন্তুষ্ট ছিল। সে ছিল অনাথ ও নিঃস্ব। তার শান্ত, ধীবর-বৃত্তির ফলে সে কারো ওপরেই নির্ভর করতো না। কিন্তু চাষীদের বিরুদ্ধে ছিল তার বিদ্বেষ। সে আমাকে সাবধান করে দিত, "ওরা যে দয়ালু তা বিশ্বাস করো না—ওরা চতুর, শঠ—ওদের চালাকিতে ঠোকো না। ওরা আজ তোমার সঙ্গে এক ভাবে থাকবে—কাল হয়ে যাবে অন্য ধরনের। প্রত্যেকেই কেবল নিজেকেই দেখতে পায়। সামাজিক কোন-কিছু ওদের কাছে বিস্বাদ।"

এই কোমল অন্তর লোকটি যাদের বলে "আরাম প্রিয়" তাদের অর্থাৎ ধনীদের সম্বন্ধে অস্বাভাবিক ঘৃণাভরে আলোচনা করতো। সে ছিল প্রিয়দর্শন, বলিষ্ঠ ও নারীদের প্রিয়। তারা তাকে চেপে ধরতো।

সে ভাল-মানুষের মতো বলেছিল, "স্বীকার করি, ও বিষয়ে আমি সৌভাগ্যবান্। জানি যে, স্বামীদের পক্ষে এটা অসুখকর। তাদের জায়গায় আমারও তাই হ'ত। কিন্তু নারীর ওপর সদয় না হয়ে কি করে থাকা যায়? ও হচ্ছে, তোমার দ্বিতীয় মনের মতো।...জান না, একদিন একটি মহিলাকে আমি প্রায় আক্রমণই করেছিলাম। সে শহর থেকে গ্রামে এসেছিল গ্রীষ্মকাল কাটাতে। সুন্দরী ছিল—তার গায়ের রঙ ছিল দুধের মতো সাদা, মাথায় ছিল রেশমের মতো চুল, চোখ দুটি কোমল, নীল। আমি তাকে মাছ বেচতাম। তার দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারতাম না। একদিন সে জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি কি চাও?' বললাম, 'নিজেই বুঝতে পারছো।'..

বললে, 'দাঁড়াও ; তোমার কাছে রাত্রে যাব।' সে এসেও ছিল ; তবে মশার জন্যে তার বিশ্রী লেগেছিল। মশাগুলো তাকে কামড়ে ছিল, সারাক্ষণ। তাই আমাদের আদৌ সুবিধা হয় নি। সে বলে ছিল, 'আমি পারছি না। ওগুলো এমন ভয়ঙ্কর কামড়াচ্ছে।' পরদিন তার স্বামী এসে পৌঁছল। সে লোকটি ছিল হাকিম বা ঐ ধরনের কিছু। হাঁ, ওরা, ওই মহিলারা, ওই ধরনের। ওদের মশায় বাধা দেয়...”

গ্রাম্য জীবন তার সকল নিরানন্দ ও বৈচিত্র্যহীনতা নিয়ে আমার সামনে ফুটে উঠে ছিল। আমি প্রায়ই বইয়ে পড়তাম ও শুনতাম, নগরের চেয়ে লোকে গ্রামে অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর ও অকপট জীবন যাপন করে। কিন্তু সেখানে আমি দেখতাম, চাষীদের মধ্যে অনেকেই অবিশ্রাম পরিশ্রমে নষ্ট ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে ছিল। তারা প্রায় সকলেই ছিল স্ফূর্ত্তিহীন। শহরের শিল্পকার ও শ্রমিকেরা এদের চেয়ে কম পরিশ্রম করে না, কিন্তু এদের চেয়ে তারা স্ফূর্ত্তিতে থাকে এবং জীবনের সম্বন্ধে এমন, ক্লান্ত ও ভয়ঙ্কর ভাবে অনুযোগ করে না, যেমন করে এই রুক্ষ লোকগুলো। কৃষকগণের জীবন আমার কাছে সহজ বোধ হয়। এই জীবনের জন্য মৃত্তিকার প্রতি নিবিড় নিবিষ্টতা ও অন্যের প্রতি সহজাত কৌশল প্রয়োজন। এই জীবন-যাত্রায় কোন সৌহার্দ্দ নেই ; জীবনটা হচ্ছে একেবারে নির্ব্বোধ। গ্রামের লোকগুলি অন্ধের মতো অন্ধকারে হাঁতড়াতে হাঁতড়াতে বেঁচে আছে। এরা যেন কিসের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ভয়ে ভীত, পরস্পরের প্রতি সন্দিহান।

এদের মধ্যে কতকটা নেকড়ে বাঘের মতো কিছু রয়েছে।

আমার পক্ষে বোঝা কঠিন হত এরা কেন খোখোল, প্যানকভ ও "আমাদের" লোকগুলিকে, যারা প্রজ্ঞাশক্তির সাহায্যে জীবনধারণের চেষ্টা করছে, তাদের এমন দৃঢ়তার সঙ্গে অপছন্দ করে।

শহরের শ্রেষ্ঠতা, তার সুখ-পিপাসা, মনের বলিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসা ও লক্ষ্যের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আমি খুব সচেতন।···

গ্রাম আমি পছন্দ করি না এবং কৃষকদেরও বুঝতে পারি না। তাদের বেশির ভাগ মেয়েই অসুখের কথা বলে; সর্ব্বদাই তাদের "একটা কি যেন বুকের দিকে ঠেলে ওঠে" বা "বুক চেপে ধরে" এবং ছুটির দিনে তাদের কুঁড়ের সামনে বা ভলগার ধারে বসে তারা খুব আগ্রহের সঙ্গে এই সব গল্প করে। তারা সকলেই ভয়ঙ্কর রুক্ষ, এবং পরস্পরের সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করে। একটা সামান্য মাটির হাঁড়ির জন্য তিনটি পরিবার একদিন সড়কি নিয়ে মারামারি করে এক বৃদ্ধার হাত ও একটি ছোট ছেলের ঘাড় ভেঙ্গে ফেলে। এই ধরনের ঝগড়া-মারামারি ঘটে প্রতি সপ্তাহে।

আর ছোকরারা মেয়েদের প্রতি খোলাখুলি রূঢ় আচরণ করে থাকে; তাদের সঙ্গে পরিহাস করে। তারা তাদের স্কারট টেনে তুলে মাথার ওপর থুপির মতো বাঁধে। এটাকে তারা বলে, "মেয়েটিকে দিয়ে ফুল তৈরি করা।" মেয়েরা কটি অবধি বিবস্ত্রা হয়ে, তাদের গালাগাল দেয়; চীৎকার..

করে ; কিন্তু কৌতুকটি তারা উপভোগ করে থাকে। কারণ, এটা দেখা যায়, যতটা দরকার তারা তার চেয়েও বেশি ধীরে-সুস্থে স্কারটের বাঁধন খোলে।

গির্জ্জায়, সান্ধ্যোপাসনাকালে, ছোকরারা মেয়েদের পিছনে চিমটি কাটে—যেন তারা সেখানে আর কোন উদ্দেশ্যে যায় নি। পাদ্রি এটা লক্ষ্য করে এক রবিবারে বেদি থেকে তাদের ভৎর্সনা করেন : "এই শূয়োরের বাচ্চাগুলো! তোদের বদমায়েশীর আর কোন জায়গা পাস্ না ?"...

ছোকরাগুলো দাম্ভিক, কিন্তু ভীরু। তারা ইতিমধ্যে তিনবার আমাকে রাস্তায় মারবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এ অবধি পারে নি। তবে একবার লাঠি দিয়ে আমার পায়ে মারতে পেরেছিল। আমি এই সব আক্রমণের কথা রোমাসকে বলি নি। কিন্তু তিনি আমাকে খোঁড়াতে দেখে অনুমান করে ছিলেন ব্যাপার কি।

—"আমি তোমায় বলি নি, অ্যাঁ ?"

তিনি আমাকে রাত্রে বার হবার পরামর্শ না দিলেও সময়ে সময়ে আমি বাগানগুলোর মাঝ দিয়ে ভল্গার তীরে যেতাম এবং উইলোগাছগুলোর তলায় বসে রাত্রির স্বচ্ছ আবরণের মধ্য দিয়ে নিচে নদী ও দূরে চারণ-প্রান্তরগুলোকে তাকিয়ে দেখতাম। ভলগার দীর্ঘ ও মন্থর ধারা মৃত চন্দ্রে প্রতিফলিত অদৃশ্য রবির সোনালি রশ্মিজালে ঐশ্বর্য্যময়ী। আমি চন্দ্রকে পচ্ছন্দ করি না ; ওর মধ্যে অশুভ একটা কিছু রয়েছে। সেটা আমার, যেমন কুকুরেরও মধ্যে জাগিয়ে তোলে বিষাদ এবং

ওর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে ডাক ছাড়বার ইচ্ছা। যখন শুনেছিলাম যে, ও নিজের আলোয় উজ্জ্বল নয়, ও হচ্ছে মৃত গ্রহ, ওখানে কোন প্রাণী নেই এবং কোন প্রাণী জন্মাতেও পারবে না, তখন আনন্দ হয়ে ছিল। ততদিন পর্য্যন্ত আমি কল্পনা করতাম, ওখানে তামা দিয়ে মোড়া, ত্রিভুজে তৈরী মানুষ আছে; তারা কমপাস কাঁটার মতো চলে-ফিরে বেড়ায় ও প্রচণ্ড শব্দে গির্জ্জার ঘণ্টা বাজায়।

স্রোত-ধারা কেমন করে আলোর ফুলকে কখন কখন ম্লান ও উজ্জ্বল করে অন্ধকারে কোথায় বয়ে নিয়ে যেতে যেতে পার্ব্বত্য তটভূমির ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি অনুভব করতাম আমার মন দৃঢ়তর ও তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠ্‌ছে। যা ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না, সারা দিনমান আমার যা ঘটেছে, তার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কিছুর চিন্তায় আমার মন এক বিচিত্র লঘুতা অনুভব করতো। জলরাশির গম্ভীর-মহান গতিশব্দ প্রায় পরিপূর্ণ স্তব্ধ। দেখতে পেতাম অগ্নিময় পক্ষাবৃত একটি প্রকাণ্ড পাখীর মতো কালো ও প্রশস্ত পথ ধরে চলেছে একখানি জাহাজ।··· চারণ-ভূমির নিচে ভাসছে একটি আলোর স্ফুলিঙ্গ, তীক্ষ্ণ রক্তিম রশ্মি এবং সেখান থেকে যাচ্ছে সরে। সেটি হচ্ছে, এক ধীবর নৌকা বইছে। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন একটি গৃহহারা তারা নদীর বুকে নেমে এসে অগ্নি-কুসুমের মতো ঝট্‌পট্‌ করতে করতে ভেসে চলেছে।··· সাধারনত ইসৎ আমার সঙ্গে থাকতো। রাত্রে তাকে লাগতো আরও বড় ও আরও কমনীয়।

সেটির উদ্ভব হল এবং তার সম্বন্ধে আমার অনুভূতিই বা কি? এই স্বাভাবিক ইচ্ছাটা একটু একটু করে বৃদ্ধি লাভ করে শেষে দুরতিক্রম্য আবেশে পরিণত হল এবং যৌবনের সকল শক্তি দিয়ে শিশু-সুলভ প্রশ্নে আমি বন্ধুদের উত্যক্ত করতে লাগলাম। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যই আমার কথা বুঝতে না পেরে আমাকে লোয়েল ও লাবকের বই দিয়েছিল এবং কেউ কেউ আমাকে নিষ্ঠুর পরিহাস করতো।...

এই সময় আমার বন্ধুদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল এক বিচিত্রদর্শন ছাত্র। তার পোষাকও ছিল পুরোনো ও অদ্ভুত। সে সর্ব্বদা একটি ওভারকোট ও একটি ছোট নীল শার্ট গায়ে দিয়ে থাকতো। আর পা-জামাটার দুর্দ্দশা ঢাকবার জন্য শার্টটার পিছন দিকটা অনবরত টানতো। তার দৃষ্টিশক্তি ছিল ক্ষীণ। সে চোখে পরতো চশমা। তার মুখে দাড়ি ছিল মাঝখানে দু'ভাগে বিভক্ত; মাথার চুলগুলো ছিল লাল্‌চে, লম্বা, ঘন ও নিহিলিষ্টদের মতো করে ছাঁটা। চুলগুলো কাঁধ অবধি সরল রেখায় পড়ে থাকতো। সে ধীরে অনিচ্ছায় যেন মন্ত্রবলে চলা-ফেরা করতো। তাকে প্রশ্ন করলেই সে তার উত্তর দিত সংক্ষেপে 'আধ রুক্ষতা' 'আধ পরিহাসে'র সঙ্গে। লক্ষ্য করতাম, সে কথা বলতো সক্রেটিসের মতো প্রশ্নে। লোক তাকে পছন্দ করতো না, এড়িয়ে চলতো।

তার সঙ্গে পরিচয় করেছিলাম। সে আমার চেয়ে চার বছরের বড় হলেও দুজনে খুব শীঘ্র বন্ধু হয়ে উঠি।

তার নাম ছিল, নিকোলাই স্যাকারোভিচ বাসিলজেফ। সে কিমিতি বিদ্যা পড়ছিল।

সে মানুষটি ছিল চমৎকার, বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত। কিন্তু অধিকাংশ গুণী রুষের মতো তার মাথায় ছিল একটু ছিট। যেমন, সে পাঁউরুটির ওপর পুরু করে কুইনাইন বিছিয়ে খেত। খেয়ে জিভ চাটতে চাটতে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করতো, কুইনাইন হচ্ছে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখাদ্য। তার নিজের গায়ের চামড়ার ওপরই যে-সব পরীক্ষা করতো সে-সব ছিল বিপজ্জনক। একদিন সে খানিকটা বিষ খেয়ে তার ওপর আবার খেয়েছিল চণ্ডু। তাতে সে ভীষণ যন্ত্রণায় মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। আর একবারও সে খেয়েছিল ধাতব অম্লের দ্রাবক। তাতেও প্রায় মরতে মরতে বেঁচে ওঠে। যে-ডাক্তারটিকে তাকে সাহায্য করবার জন্যে ডেকে পাঠানো হয়েছিলেন তিনি ছিলেন বৃদ্ধ। দ্রাবকের অবশিষ্টাংশটুকু পরীক্ষা করে তিনি বলে-ছিলেন, "এইটুকু খেলেই একটা ঘোড়াও মরে যেত। হয়তো কয়েকটা ঘোড়া। এর জন্যেও তোমাকে নিশ্চয়ই ভুগতে হবে।" এই পরীক্ষায় তার দাঁতগুলো নষ্ট করে ফেলে ছিল। সেগুলো হয়ে গিয়েছিল কালো এবং ক্রমে পড়ে যায়। তার জীবনের অবসান সে করে বিষ খেয়ে—জানি না ইচ্ছা করে কি ভুল করে—১৯০১ সালে যখন কিয়েফে কিমিতির গবেষণা করছে।

কিন্তু ১৮৮৯—১৮৯০ সালে সে ছিল বলিষ্ঠ ও বিশালকায় পুরুষ। যখন আমার সঙ্গে একা থাকতো তখন চমৎকার রসিকতা

করতো আর অপরের সামনে হ'ত নষ্টামিতে একেবারে ভরা। আমরা সে-সময়ে জেমসংকোর লোকাল বোর্ডের কিছু হিসাব-নিকাশের কাজ করে দিতাম—সে কাজে প্রত্যেকে দৈনিক পেতাম এক রুবল করে। মনে পড়ছে, নিকোলই ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে ইচ্ছে করে গম্ভীর সুরে একটি অশ্লীল ফরাসীগানের সুরের অনুকরণে গাইছে—

"চুয়াল্লিশের দ্বিগুণ—
এবং বাইশ—
এক শো দশ
এক শো দশ।"

এই ভাবে দশ মিনিট, আধ ঘণ্টা ধরে গাইতো এবং আবার চালাতো। তার গলার গম্ভীর সুরটা লাগতো বিকট। অবশেষে ধৈর্য্যের শেষ সীমায় পৌঁছে আমি তাকে মিনতি করে বলতাম, "চীৎকারটা থামাও।"

সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলতো, "তোমার স্নায়ুমণ্ডলী বেশ ভাল। এই ধরনের উৎপীড়ন কেউ সাতমিনিটের বেশিও সইতে পারে না। একদিন আমার এক ডাক্তার বন্ধুর কাছে, 'স্তোত্র' গেয়েছিলাম। সে ত্রয়োদশ মিনিটে আমার মাথায় ছাই-দানি ছুড়ে মেরেছিল।"

সে অনবরত জার্মান দার্শনিকদের গ্রন্থ অধ্যয়ন করতো এবং হেগেল ও সুইডেনবর্গ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে চেয়েছিল।...

একদিন তার বাড়িতে গল্প করবার সময় সে বলেছিল, "আমি তোমায় যা বলেছি, তা মাত্র কয়েকটি কথায় বলা যায়;

নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে জীবন যাপন করো। ব্যস। আমার নিজের মত দিয়ে তোমার মগজ ভরতে চাই না। অঙ্ক ছাড়া আমি কাউকে আর কিছুই শিখাতে চাই না। আর বিশেষ করে, তোমাকে নয়—বুঝলে?...আমার মনে হয়, কাউকে নিজের মতো করে তোলবার চেষ্টা বিরক্তিকর। বিশেষ করে আমি চাই না যে, তুমি আমার মতো করে চিন্তা করো। এতে ভাল কিছুই হবে না। কারণ আমি খারাপ ভাবে চিন্তা করি।"...

"চালাক লোকে বলে, আমরা কোন বিষয়ে চিন্তা করে থাকি, সেটা যে বিষয়টা আমরা জানি সেইটেই। কিন্তু আমরা যা করি, যেমন ভাবে চিন্তা করি তা ঠিক কিনা জানি না। আর তুমি—তুমিও এটা বিশ্বাস করো না। নিজেই দেখে-শুনে নিয়ো..."

তার কথায় গভীর ভাবে বিচলিত হয়েছিলাম। তার অন্তরে যে বেদনা নিহিত ছিল তাতে তা অনুভব করি। দুজনে করমর্দ্দন করে সেই ভাবে কিছুক্ষণ নীরব দাঁড়িয়ে থাকি। সেই ক্ষণটি ছিল অতি সুন্দর। হয়তো আমার জীবনের মাঝ দিয়ে যা বয়ে গেছে তার মধ্যে সব চেয়ে সুখের—আর সে জীবন ছিল এমন বৈচিত্র্যময় যে তা আমাকে সেই ক্ষণগুলি আরও বেশি করে দিতে পারতো। যাহোক, মানুষের প্রকৃতি হচ্ছে লোভী—সেটাই হচ্ছে তার একটি ধর্ম্ম, যদিও না-বোঝার ফলে বা তার চেয়েও বেশি ভণ্ডামীর দরুন, সেটাকে গণ্য করা হয় দোষ বলে।

আমরা রাস্তায় বেরিয়ে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে দূরে-

বজ্র নির্ঘোষ শুনতে লাগলাম। কালো আকাশে বয়ে যেতে লাগলো বিজলী-চমক আর পূর্ব্বদিকে মেঘগুলি ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছিল রক্তিম ও ঊষার অগ্নিধারায় গলে যাচ্ছিল।

—"ধন্যবাদ, নিকোলাই।"

—"ধ্যেৎ!"

আমি যাবার জন্যে ফিরলাম।

নিকোলাইয়ের কণ্ঠস্বর আনন্দে ও স্পষ্টভাবে বেজে উঠলো, "দেখ, মস্কোতে ওরলোফ নামে একটি লোক থাকে। খাশা বৃদ্ধ। সে বলে, 'সত্য হচ্ছে তার বিষয়ে তোমার যা অনুভূতি, তাই।' এটা ভেবে দেখ। বিদায়। কাল দেখা করবো।"…

অবশেষে আমার সম্মুখে খোলা রয়েছে, "গভীর রহস্যের তোরণ।" কিন্তু পরদিন নিকোলাই আমাকে জগতের যে ভয়ঙ্কর চিত্রখানি দিলে তা ছিল এমপিডোক্লিসের মনে।… রাত্রি তখন অনেক হয়েছে, সময়টা হবে বিগত রাত্রির মতোই, সারাক্ষণ খুব বৃষ্টি হয়েছিল। গাছগুলো ছিল ভিজে; সেগুলোর মধ্যে ঘুরছিল ছায়া এবং বাতাস দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল।

নিকোলাইর সে চিত্রখানি হচ্ছে নিরানন্দ বিচ্ছেদের বিশৃঙ্খলতায়, ছিন্ন-ভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত দেহের স্তব্ধ ঘূর্ণির মাঝে বিজয়গর্ব্বে, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঘৃণা ও ভালোবাসা। দুটিতে এমন এক রকমের দেখতে যে, একটি থেকে আর একটিকে চিনতে পারা যায় না। তাদের চারধারে রয়েছে, নীলাভ কায়াহীন উজ্জ্বলতা। তাতে মনে পড়ছে, রৌদ্রময় দিবসে শীতের আকাশকে। দিনটি

সচল মূর্ত্তিগুলোর গায়ে বৈচিত্র্যহীনতায় প্রাণহীনপ্রায় আলোক দান করছে। এই স্বপ্নে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে, নিকোলাইর কথাগুলো শুনতে পারলাম না। অনুভব করছিলাম, আমিও যেন এই ভীষণ জগতে ছিন্ন-ভিন্ন ও অন্তঃসারশূন্য হয়ে ঘূর্ণায়মান রেখায় ধীরে চলা-ফেরা করতে করতে এক হিম নীলাভ আলোকের মাঝে পড়ছি। যা দেখলাম, তাতে এমন অভিভূত হয়ে অসাড় হয়ে পড়লাম যে, নিকোলাইর প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো শক্তি পেলাম না।

—" তুমি কি ঘুমোচ্ছো ? শুনছো না।"

—" পারছি না।"

—" কেন ?"

আমি তাকে অবস্থাটা বুঝিয়ে বললাম।

সে একটি সিগরেট ধরিয়ে বললে, "বন্ধু, তোমার কল্পনা অত্যন্ত অসংযত। এটাকে বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। একটু বেড়াতে যাবে কি ?"

যেতে যেতে সে অন্য কথা পাড়লো, কিন্তু আমার চোখ তখনও দেখছিল ভাসমান হাত ও কার বিষণ্ণ দৃষ্টি।

পরদিন একখানি টেলিগ্রাম এল তাকে মস্কোয় ফিরে যাবার জন্যে। সে চলে গেল। যাবার সময় বিশেষ করে বললে, তার ফিরে না-আসা অবধি যেন দর্শনের চর্চ্চা না করি।

আমি পড়ে রইলাম মাথাভরা দুশ্চিন্তা নিয়ে ও অস্থির অন্তরে। কয়েক দিন যাবার পর, অনুভব করতে লাগলাম, আমার মস্তিষ্ক গলে যাচ্ছে, টগবগ করে ফুটছে এবং

বিচিত্র চিন্তার, অশরীরীর মতো দৃশ্যের ও ছবির সৃষ্টি করছে।...
ভয়ঙ্কর রাত্রির মধ্য দিয়ে, উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হয়ে আমি চলতে লাগলাম। কখন কখন ঢালু তীরে বসে, ভলগার ওপারে চারণ-ভূমির অস্পষ্ট বহিঃরেখা ও সোনালি নক্ষত্রের বৃষ্টিধারায় আস্তীর্ণ আকাশখানিকে লক্ষ্য করতে করতে সেই ক্ষণটির প্রতীক্ষায় থাকতাম যখন হঠাৎ আকাশের নীল অন্ধকারে ফুটে উঠবে অতল কূপের মুখের মতো বিরাট একটি গোল ছাপ; তার মাঝ থেকে একটি অঙ্গুলি বেরিয়ে এসে আমাকে শাসাবে।

আমি সর্ব্বশক্তিমান ভগবানকেও দেখতে লাগলাম। ইকন ও ছবিতে তাঁর যেমন মূর্ত্তি থাকে ঠিক তেমনি মূর্ত্তিতে—শ্মশ্রুল, প্রিয়দর্শন মুখ ও উদাস চোখ দুটি। প্রকাণ্ড, ভারী একখানি সিংহাসনে তিনি একা বসে সোনার সূচ ও নীল সুতো দিয়ে বিকট রকমের লম্বা শাদা একটি শার্ট সেলাই করছেন। সেটা ঝুলে পড়েছে পৃথিবীতে স্বচ্ছ মেঘের মতো। তাঁর চারধারে রয়েছে শূন্যতা। তার দিকে নির্ভয়ে তাকানো যায় না। কারণ সেটা অনবরত প্রশস্ততর ও গভীরতর হচ্ছে। নদীর পিছনে, আকাশ অবধি, ওপারের কালো বহিঃরেখায় উঠেছে একটি মানুষের কান, সাধারণ কানের মতোই। তার গায়ে রয়েছে কর্কশ লোম। আমি যা ভাবছি সে এগিয়ে এসে তা শুনছে।...

একটি উলঙ্গ নারীমূর্ত্তিও আমার কাছে আসতো। মানুষের পায়ের বদলে তার ছিল পাখির নখ। তার স্তনযুগল থেকে

উদ্গত হত সোনালি রশ্মি। সে এসে আমার মাথায় ঢেলে দিত আঁজলা আঁজলা জ্বলন্ত তেল। আমি হঠাৎ এক গোছা খড়ের মতো জ্বলে উঠে মিলিয়ে যেতাম।

রাত্রির চৌকিদার ইব্রাহিম গাবিয়ালুদ্দিন আমাকে কয়েক-বার রাস্তা থেকে তুলে বাড়ি এনে তার আরমেনীয় টানে কোমল ভাবে আমাকে বলতো, "যদি তুমি অসুস্থ, কেন বাইরে যাও? কোন মানুষ অসুস্থ নিশ্চয় শুয়ে থাকবে বিছানায় বাড়িতে।"

কখন কখন আমার উন্মত্ত স্বপ্নে ক্লান্ত হয়ে আমি নদীতে ছুটে গিয়ে স্নান করতাম—তাতে একটু সুস্থ হতাম। বাড়িতে আমার প্রতীক্ষায় থাকতো এক জোড়া শিক্ষিত ইঁদুর। তারা দুটিতে দেওয়ালের কাঠের পাড়ের আড়ালে বাস করতো। তারা কাঠ কুরে টেবিলখানার সমতলে একটি গর্ত্ত করে ছিল। বাড়িওয়ালী টেবিলে আমার রাত্রের খাবার সাজিয়ে রাখতো। আমাকে খেতে শুনলেই তারা দুটিতে বেরিয়ে এসে আমার পোশাকের ওপর বসতো।

এবং সেখানে আমি যা দেখতাম তা এই, সেই মজাদার ক্ষুদে প্রাণী দুটি ছোট শয়তানে রূপান্তরিত হত এবং তামাকের কৌটোটার ওপর বসে তাদের লোমশ পাগুলো দোলাতে দোলাতে ভারিক্কি চালে আমাকে লক্ষ্য করতো আর ভারী গলায়—জানি তা কার গলার স্বর—মাটিতে বৃষ্টিপড়ার শব্দের মতো আমার কানে কানে বলতো, "শয়তানগুলোকে

নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হবে। তবে তাদের পারস্পরিক লক্ষ্য হচ্ছে লোককে দুঃখ-কষ্ট অন্বেষণে সাহায্য করা।"

আমি রাগে চীৎকার করে উঠতাম, "মিথ্যা কথা। কেউ দুঃখ-কষ্ট খোঁজে না।"…

দেখতাম বিচিত্র দৃশ্য। তখন আমার পিছনে দেওয়ালে ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনতে পেতাম—শব্দটা আমার সহৃদয়া, বুদ্ধিমতী গৃহস্বামিনী ফেলিকাতা তিখোমিলোবনার। তাঁর ঠক্ ঠক্ আওয়াজ আমাকে বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনতো। আমি ঠাণ্ডা হলে মাথাটা ধুতাম এবং দরজার শব্দে যাতে সকলের ঘুমের ব্যাঘাত না হয় সে জন্যে জানলা গলিয়ে বাগানে গিয়ে সেখানে সকাল অবধি থাকতাম।

সকালে জলযোগের সময় আমার গৃহস্বামিনী বলতেন, "তুমি আবার আজ রাতে ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়েছিলে…"

আমি লজ্জাবোধ করতাম ; নিজের ওপর ঘৃণা হত।

…সে-সময়ে আমি অ্যাড্‌ভোকেট এ. আই. লানিনের কেরানি ছিলাম। তিনি মানুষটি ছিলেন চমৎকার! তাঁর কাছে আমি নানাদিক দিয়ে নিজেকে ঋণী মনে করি। একদিন আমি অফিসে যেতেই তিনি খানকয়েক কাগজ ভয়ঙ্কর নাড়তে নাড়তে আমাকে চীৎকার করে বললেন, "তুমি কি পাগল? দেখ, এই সরকারী কাগজে কি লিখেছো! আবার সব নকল করে দাও। আজই এর শেষ মেয়াদ। যদি এটা পরিহাসই হয় তাহলে বলবো ওটা নিকৃষ্ট রস।"

আমি কাগজখানি নিয়ে দেখলাম, তার ওপর স্পষ্টাক্ষরে

লেখা রয়েছে একটি কবিতা। কবিতাটি যেমন আমার মনিবের পক্ষে বিস্ময়ের কারণ ছিল, আমারও ছিল তেমনি। আমি সেটার দিকে তাকিয়ে রইলাম এবং বিশ্বাসই করতে পারলাম না যে, আমিই তার রচয়িতা।

সন্ধ্যায় কাজ করবার সময় এ. আই. আমার কাছে এসে বললেন, "তোমাকে আমি বকেছি, তার জন্যে আমাকে ক্ষমা করো। কিন্তু আমি এমন অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। দেখতে পাচ্ছ না? তোমার কি হয়েছে? ইদানিং তোমাকে খুব বিচলিত দেখা যাচ্ছে। তুমি রোগা হয়ে গেছ।"

—"অনিদ্রা রোগে ভুগছি।"

—"তার ওষুধ আছে।"

হাঁ, সে-সম্বন্ধে একটা কিছু করতেই হবে। আমার অন্তর গভীর বেদনায় মথিত হচ্ছিল। এবং দু'বছর আগে আত্মহত্যার হীনতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যদি আমি সত্য উপলব্ধি না করতাম তাহলে নিজকে আরোগ্যের উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই গ্রহণ করতাম সেই উপায়টিই।

গেলাম এক মানসিক ব্যাধি চিকিৎসকের কাছে। তিনি মানুষটি ছিলেন ছোটখাট, কালো। তাঁর পিঠে ছিল কুঁজ, কিন্তু তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ও সংশয়াকুল চিত্ত। তিনি একা বাস করতেন। আমি যে জীবন যাপন করি তার সম্বন্ধে বহুক্ষণ আমাকে প্রশ্ন করলেন। তারপর তাঁর অদ্ভুত রকমের সাদা হাতখানি দিয়ে আমার হাঁটুতে থাবা মেরে বললেন, "তোমার প্রথম কাজ

হচ্ছে, সব বই আঁস্তাকুড়ে বিদায় করা আর যে-সব জঞ্জালের মাঝে তুমি থাকো ঐ সঙ্গে সেগুলোও। তোমার শরীর খুব মজবুৎ। তোমার পক্ষে এরকম অবস্থায় পড়া লজ্জার। তোমার দৈহিক শ্রম দরকার। মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক কি রকম? ও, ওটা একেবারেই ভাল নয়। সংযমটা আর সকলের জন্যে। একটি ছুক্‌রী খুঁজে বার কর, যে খেলবে। তাতে তোমার উপকার হবে।" তিনি আমাকে আরও উপদেশ দিলেন, যেগুলি আমার কাছে সমানভাবে অপ্রীতিকর ও নক্কারজনক বোধ হল; দু'খানি ব্যবস্থা-পত্র লিখলেন এবং কয়েকটি বাক্যে, কাজটি শেষ করলেন। সেগুলি এখনও আমার পরিষ্কার মনে পড়ে;

"আমি তোমার সম্বন্ধে কিছু শুনেছি। যা বলতে যাচ্ছি, যদি তুমি তা পছন্দ না কর, আমাকে ক্ষমা কর। আমার মনে হয়, তুমি নিশ্চয়ই একটি তথাকথিত আদিম মানুষ।

"এই ধরনের লোকের মধ্যে কল্পনা সাধারণত ন্যায়সঙ্গত চিন্তাকে দমিয়ে রাখে। তুমি যে-সব পড়েছো, যে-সব দেখেছো, সে-সব কেবল তোমার কল্পনাকেই জাগিয়ে দিয়েছে। শেষেরটিকে বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো অসম্ভব। এই বাস্তবও স্বপ্নময়, তবে তা তার নিজস্ব রূপ আছে। কোন প্রাচীন ঋষি বলেছেন, 'যে প্রতিবাদ করতে ভালোবাসে, সে কোন কিছু খুঁটিয়ে করতে পারে না।'

"কথাটি খাশা বলেছে। প্রথমে খুঁটিয়ে শেষ করো, তার

পর সেটার প্রতিবাদ করো। ঠিক কথা।" এবং আমাকে দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে স্ফূর্ত্তিবাজ বুড়ো শয়তানের মতো হাসতে হাসতে বললেন, "ছুক্‌রীটির কথা কিন্তু ভুলো না।"

এই ব্যাপারের কয়েকদিন পরে আমি সিমবার্‌স্‌কে টলষ্টয়বাদীদের বসতিতে যাবার উদ্দেশ্যে নিজ্‌নি পরিত্যাগ করি। এবং চাষীদের কাছ থেকে বসতিটির ধ্বংসের করুণ হাস্যরসাত্মক কাহিনীটি শুনতে পাই।

৫

দ্রোব্রিনকা ষ্টেশনে আমি একজন রাত্রির চৌকিদার। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সকাল ছ'টা অবধি একখানা মোটা লাঠি হাতে গোদাম ঘরগুলোর চারধারে ঘুরে বেড়াই। স্তেপ-ভূমি থেকে হাজার কণ্ঠে বাতাস হুঙ্কার দেয় এবং তা উড়িয়ে আনে বিরাট তুষার-মেঘ-দল। তাদের ধূসর ঘন দেহের মাঝ থেকে বেরিয়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে পিছনে গাড়ির কালো শৃঙ্খল টানতে টানতে ধীরে আসে-যায় ইঞ্জিনগুলো। ··লোহার ক্যাঁচ-কোঁচ, শিকলের ঝন্ ঝন্, অদ্ভুত খট্ খট্, মৃদু হুঙ্কার— তুষারের সঙ্গে চারধারে ভেসে বেড়াচ্ছে। সেদিন গোদামঘরে লাইনে, তুষারের অস্পষ্ট ঘূর্ণির মাঝে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে দুটি কালো মূর্ত্তি। ওরা হল কোজাক। ময়দা চুরি করতে এসেছে। আমাকে দেখেই একপাশে লাফ দিয়ে তুষার স্তূপে লুকিয়ে পড়লো। কিন্তু মুহূর্ত্ত কয়েক পরেই তুষার-ঝড়ের আর্ত্তনাদ ও

মর্ম্মরতার মাঝ থেকে শুনতে পেলাম, ওদের ভিখারীর মতো অনুনয়-বিনয়, আমাকে টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি।

বললাম, "থামো বাপু।"

ওদের কথা শুনতে আমার বিরক্তি বোধ হয়। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই না। কারণ, জানি ওরা গরীব নয়; অভাবের তাড়নায় ওরা চুরি করছে না, করছে, ব্যবসার জন্যে, মদের জন্যে, নারীর জন্যে।

কখন কখন তারা আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়, সুন্দরী প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা, লিওসকা গ্রাফোভাকে। সে হল এক পিটার্স্‌বুর্গ কোজাকের স্ত্রী। সে জামার বোতাম-গুলো খুলে চৌকিদারদের তার স্তন-যুগল দেখায়। তার স্তন দুটি স্থিতিস্থাপক, সরল, উন্নত।

সে স্তন দুটির জন্যে দম্ভ প্রকাশ করতো। সে বলতো "দেখ এ দুটো। এ হচ্ছে কামানের মতো। আচ্ছা, এক বস্তা দুনম্বর গমের জন্যে এ দুটো বাঁধা রাখা যাক? পাকা কথা? না? তাহলে, তিন নম্বর বস্তার জন্যে?"

তামবভের ছোকরাটি, ধার্ম্মিক বাইকফ তার সঙ্গে কাজের লোকের মতো দর-দস্তুর করতো। উসমানের তাতারটা এবং খোঁড়া ইব্রাহিমও করতো তাই।

সে তাদের সামনে বুকের কাপড় খুলে দাঁড়াতো। তার গায়ের চামড়ার ওপর গল্‌তো তুষার। তারপর কাঁধ দুটি সঙ্কুচিত করে সে বল্‌তো, "এই হতভাগাগুলো, এই ছুঁচোর দল,

মন ঠিক কর্। এই নোংরা নাড়ি-ভুঁড়ি, এই কুকুরের মাংস, আমার মতো মিষ্টি আর কি কোথায় পাবি ?"

সে রুষ-চাষীদের ঘৃণা করতো। তার গলার স্বর ছিল গম্ভীর, সবল। তার সুন্দর মুখখানি ছিল এক-জোড়া উদ্ধত মার্জ্জার-নয়নে আলোকিত। ইব্রাহিম তাকে গোদামঘরের চালের নিচে নিয়ে যেত, আর তার বন্ধুরা শ্লের ওপর খালি বস্তাগুলো ফেলে দিয়ে সরে পড়তো।

স্ত্রীলোকটার বেহায়াপনা আমার কাছে লাগতো নক্কারজনক ; এবং তার সুঠাম, সুস্থ দেহটির প্রতি আমার গভীর অনুকম্পা জাগতো। ইব্রাহিম লিওসকাকে বল্‌তো "কুকুরের বাচ্চা" এবং তার আলিঙ্গনের কথা স্মরণ করে ঘৃণায় থুথু ফেলতো আর বাইকফ আস্তে আস্তে চিন্তিতের মতো বলতো, "ওর মতো মেয়েমানুষকে খুন করা উচিত।"

উৎসবে-পর্ব্বে সে ছাগলের চামড়ার মসমসে বুট পরে, মাথায় চেষ্টনাট রঙের ঘন চুলের একধারে লাল রঙের রুমাল বেঁধে বিশেষ পোশাকে যেত শহরে "শিক্ষিত সম্প্রদায়কে" তার দেহটি দান করতে। সে সব খরিদদারের সঙ্গেই সমান ঔদ্ধত্য ও ঘৃণার সঙ্গে ব্যবহার করতো। তার মোহিনীতে বশ করবার জন্যে যখন সে আমার কাছে আসতো তখন আমি তাকে তাড়িয়ে দিতাম। কিন্তু এক জ্যোৎস্না রাতে, গরমের দিনে গোদামঘরের সিঁড়িতে বসে আমি ঘুমিয়ে পড়ি এবং চোখ মেলে তাকাতেই দেখি, আমার সামনে লিওস্‌কা দাঁড়িয়ে।

দেখলাম, সে দাঁড়িয়ে আছে, তার ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে এবং তার উন্নত, সুন্দর মূর্ত্তিটি জ্যোৎস্নায় আলোকিত হয়ে উঠেছে।

বললে, "ভয় পেও না। আমি চুরি করতে আসিনি। আমি বেড়াচ্ছি মাত্র..."

আকাশের তারা দেখে বুঝলাম, মাঝ রাত্রি অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে।

বললাম, "বেড়াবার পক্ষে সময়টা অনুপযুক্ত। তাই নয় কি?"

আমার পাশে বসে লিওস্‌কা বললে, "নারী বাঁচে রাতের বেলা। আর তুমি, তুমি ঘুমোচ্ছ কেন? এই জন্যেই কি তোমায় মাইনে দেওয়া হয়?"

সে পকেট থেকে একমুঠো সূর্য্যমুখী ফুলের বীচি বার করে মস্‌মস্ শব্দে চিবতে চিবতে জিজ্ঞেস করলে, "লোকে বলে তুমি পড়তে পার। বলতো ওবোলক শহর কোথায়?"

—"জানি না।"

—"কুমারী মেরী সেখানে দেখা দিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর মূর্ত্তি আঁকা আছে। তাঁর হাত দুখানি রয়েছে শূন্যে তোলা, আর ছেলেটি শুয়ে আছে তাঁর কোলে।"

—"আলাৎজক।"

—"কোথায় সেটা?"

—"উরাল বা সাইবিরিয়ার কোথায় যেন।"

—"যদি আমি সেখানে যাই, তাহলে কি হয়?··· যদিও জায়গাটা বড় দূর···কিন্তু মনে হয় আমাকে যেতেই হবে।"

—"কিসের জন্যে?"

—"প্রার্থনা করতে। আমি এমন পাজি, সবই তোমাদের পুরুষদের জন্যে। তোমার কাছে সিগারেট আছে?"

সে একটা সিগারেট ধরিয়ে আমাকে সাবধান করে দিলে, "এ বিষয় কোজাকদের কাছে কিছু বলো না। মেয়েমানুষে ফস্‌ফস্ করে ধোঁয়া ছাড়বে, এ ওরা পছন্দ করে না।"

শীতের বাতাসের স্পর্শে তার রক্তিম মুখখানি বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল···

আকাশে একটি সোনালী আলোক-রেখা চমক দিল। স্ত্রীলোকটি বুকে একটি ক্রশের চিহ্ন এঁকে বললে, "ভগবান, তার আত্মাকে শান্তি দিন। আমার আত্মাও একদিন এই ভাবে পড়বে। তুমি কোন্ সময়ে নিজেকে খুব একা বোধ কর—জ্যোৎস্না রাতে, না, অন্ধকার রাতে? আমি বোধ করি বিশেষ করে জ্যোৎস্না রাতে।" সে সিগারেটটায় থুথু দিয়ে মাটিতে ফেলে হাই তুলে প্রস্তাব করলে, "কিছু আমোদ করা যাবে!"

আমি অস্বীকার করলে সে উদাসভাবে বললে, "লোকে আমাকে উপভোগ করে···তারা সকলেই তাই বলে থাকে···"

আমি তার নক্কারজনক বেহায়াপনার কথা খুব ধীরে ধীরে ও কোমলভাবে বললাম। সে আমার দিকে না ফিরে স্থিরকণ্ঠে

উত্তর দিলে, "বিরক্তির ফলে আমি লজ্জা-সরম হারিয়েছি, মিনসে..."

তার মুখ থেকে "মিনসে" কথাটি শুনতে অদ্ভুত লাগলো। কথাটা কতকটা পৃথক ও অস্বাভাবিক বোধ হল। মাথাটি পিছন দিকে হেলিয়ে আকাশখানাকে দেখতে দেখতে সে ধীরে ধীরে বলে যেতে লাগলো, "আমাকে দায়ী করা যায় না। কথাটা কতকটা যুক্তির সঙ্গেই বলা হয় যে, ভগবানেরই ইচ্ছা, স্ত্রীলোকের দাম হয় তার পায়ে। আমি তার জন্যে দায়ী হতে পারি না..." তারপর সে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে উঠে দাঁড়ালো এবং চারধারে তাকিয়ে বললে, "আমি ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে যাব।"

সে চললো রেল লাইন ধরে; আর আমি নীরবে বসে রইলাম। তার এই কথাগুলি আমাকে পিষ্ট করে ফেললে, "আমি বিরক্ত হয়ে পড়েছি, মিন্‌সে..."

আমি তখন লোকের 'বিরক্তির রাজ্যটাকে' বুঝতে পারতাম না।...

লোকে আমার সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করতো। তারা ছিল আমার চিন্তা ও কাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন। তাদের প্রত্যেকেই আমার মনে ফেলতো তার প্রতিবিম্ব এবং এইসব প্রতিবিম্বের অবিরাম চলায় নিজেকে মনে হত দুর্জ্ঞেয়কে জানবার পীড়ায় আমি চিরদিনের জন্য দণ্ডিত। এখানে আমার সামনে প্রচণ্ড ঘুর্ণি-ঝড়ে দেখতে পাচ্ছি, ষ্টেশন মাষ্টার আফ্রি-কান পেৎরোসকিকে। লোকটি বৃষস্কন্ধ, দীর্ঘবাহু, ব্যায়ামবীর।

তার চোখদুটো চিংড়িমাছের মত ঠেলে বেরিয়ে আসছে ; মুখে প্রকাণ্ড কালো দাড়ি ; শরীরটা বন্যপশুর মতো আগাগোড়া লোমে ঢাকা। কিন্তু আশ্চর্য্য যে, সে চড়া মোটা সুরে কথা বলে এবং রাগলে তার নাকের বড় ছেঁদা দুটো ফুলে ওঠে আর ফোঁস ফোঁস করে। লোকটা চোর—কাশ্যপীয় সমুদ্র থেকে যে সব ভ্যানে মাল আসে সে গুজনদারদের সেগুলো ভাঙতে হুকুম দেয়। ওজনদারেরা তাকে এনে দেয় রেশম ও মিছরি। সে চোরাই মালগুলো বেচে ও রাত্রে তার ফ্ল্যাটে "সাধুসুলভ" আনন্দের ব্যবস্থা করে। লোক নিষ্ঠুর। ষ্টেশনের চৌকি-দারদের নির্দ্দয়ভাবে মারে এবং লোকে বলে, তার স্ত্রীকেও মারতে মারতে সে মেরে ফেলেছে।

গ্রাম্য পুলিশ ইনস্‌পেকটারের সহকারী মাসলফ প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। মাসলফের মাথায় টাক, মুখখানি পরিষ্কার করে কামানো। তাকে দেখতে পাদ্রির মতো, কিন্তু নাকটি হচ্ছে শিকারী পাখির মতো তীক্ষ্ণ, আর চোখ দুটি খেঁকশিয়ালের মতো ছোট। তার ডাকনাম হচ্ছে, "নটী।" সাবান-কারিগর টিখন স্তেপাখিনও প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। তার মাথায় লাল চুল, দেখতে চমৎকার। লোকটি বলদের মতো মোটা ; সব সময়েই তন্দ্রালু ভাব। তার কারখানার শ্রমিকেরা অনবরত কিছুনা-কিছুতে বিষাক্ত হয়ে জীবন্ত পচে যায়। তাদের ক্ষতি করবার জন্য তার কয়েকবার বিচার ও দণ্ডও হয়েছে। আর একজন আগন্তুক হচ্ছেন, ডিকন ভোরোশিলফ। মাতাল, নোংরা, অপরিচ্ছন্ন মানুষটি, কিন্তু তিনি

গীটার ও অ্যাকরডিয়ান বাজাতেন একেবারে প্রায় নিখুঁত ভাবে। তাঁর মুখে ছিল বসন্তের দাগ, চোয়ালের উঁচু হাড় দুখানা সজারুর মোটা কাঁটার মতো সাদা চুলে ঘেরা। তাঁর হাত দুখানা ছিল নারীর হাতের মতো। আর তাঁর সুন্দর উজ্জ্বল চোখ দুটিকে বলা হত, "চোরাই চোখ।"

সাধারণত গোলাবাড়ি থেকে ছুকরীরা ও কোজাক গ্রাম থেকে স্ত্রীলোকেরা এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিত। কখন কখন লোইসকাও আসতো তাদের সঙ্গে। সোফায় ঠাসা একখানি ছোট ঘরে একখানি ভারী, গোলাকার টেবিলের চারধারে তারা সকলে বসতো। টেবিলের ওপর সাজানো থাকতো মুরগী, হ্যাম, ভাজা আপেল, চিনি দিয়ে জরানো ফল, তরমুজ ও বাঁধা-কপির আচার। এই খাদ্যসম্ভারের মাঝখানে বসানো থাকতো একটি পিপের ভদ্কা। দেখতাম, পেৎরোস্কি ও তাঁর বন্ধুরা চিবোন, মস্মস্ করেন এবং একটি রুপোর জার থেকে ভদকা শোষণ করেন—অবশ্য সবই নীরবে। স্তেপাখিন বাশকিরের মতো চেকুর তোলে, ডিকন গীটারের তার বাঁধতে শুরু করে। তারপর সকলে সেখান থেকে যায় আর একখানি বড় ঘরে। সেখানে ছখানা চেয়ার ছাড়া আর কোন আসবাব ছিল না। তারা গান শুরু করে।...তারা প্রথমে ধার্ম্মিক ভগবদ্ভক্তের মতো গান গায় যেন গির্জ্জায় গাইছে।...তারপর আরম্ভ হয় নাচ...সেই নাচে সকলকে উন্মত্ত করে তোলে। আফ্রিকান পেৎরোশ্কি আনন্দে ক্ষেপে ওঠে ; চীৎকার করে, শিষ দেয়, মাথা ঝাঁকায়, চোখ থেকে জল ঝেড়ে ফেলে। ডিকন বাজনা থামিয়ে

স্তেপাখিনকে জড়িয়ে ধরে চুমো খায় ও আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, "টিখন...এ স্বর্গীয়...গির্জ্জার মতো...তোমার সব-কিছু মাফ হয়ে যাবে..."

মাসলফ তাদের চারধারে ঘুরতে ঘুরতে চীৎকার করে ওঠে, "টিখন! তুমি তারা! তুমি প্রতিভা! তুমি খুনী!"

তখন তারা সকলে টেনেছে এক "কোয়ার্টার" করে ভদকা; কিন্তু কেবল তখনই তারা হয় মাতাল। আমার মনে হয়, এই মাতালামো ঘটে আনন্দে, পারস্পরিক স্নেহ ও প্রশংসায়। স্ত্রীলোকেরাও মাতাল হয়ে ওঠে। তাদের চোখগুলো লোভে চক্ চক্ করে, গাল লাল হয়ে ওঠে। তারা রুমাল নেড়ে বাতাস খায় এবং বেশিক্ষণ বেঁধে রাখা ঘোড়ার মতো যাদের কোন অন্ধকার আস্তাবল থেকে প্রশস্ত আঙিনায় একটি উষ্ণ বসন্ত দিনের আলোয় বার করে আনা হয়েছে তাদেরই মতো উত্তেজিত হয়ে ওঠে।...

বাইরে বাতাস সোঁসোঁ করছে, গর্জ্জে উঠ্ছে, চিমনির মধ্যে হুঙ্কার দিচ্ছে, জানলার সার্সির গায়ে সাদা ডানা খস্ খস্ করছে। স্তেপাখিন রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে মৃদু কণ্ঠে অপরাধীর মতো বলে, "নাচিয়েদের ধন্যবাদ, লোকের আমার ওপর কোন শ্রদ্ধা নেই..."

পেৎরোসকি গালাগাল শুরু করে। স্ত্রীলোকেরা তাই শুনে ঠাট করে চীৎকার করে ওঠে। তারা প্রমাণের চেষ্টা করে যে লজ্জিত হয়েছে। কিন্তু অশ্লীল শব্দগুলির সংযোগ

রুষ-ভাষার চমৎকার স্থিতিস্থাপকতা বিজয়গর্ব্বে প্রকাশ করতে থাকে।

ডিকন আবার বাজাতে শুরু করে। এবার পেৎরোসকির নাচের পালা। প্রচণ্ড ধৃষ্টতায় সে ঘুরে-ফিরে, ধড়াস-ধপ শব্দ করে, সরুগলায় চেঁচিয়ে নাচতে থাকে। লিওসকাও নাচ শুরু করে; মাসলফও বিশ্রী ভাবে লাফ দিতে শুরু করে। ঘরখানা পায়ের শব্দ, শিষ, চীৎকার ও মেয়েদের অবিরাম স্কারটের চমকে ভরে যায়। এরই মাঝে পেৎরোসকি ভয়ঙ্কর চীৎকার করে ওঠে, "হো-হো-হো, আমি মরেছি!"...দেহের এই ঘূর্ণি-বাত্যায় রয়েছে পেক্ষণক্ষম শক্তি। তার চির অস্থিরতাকে আমার কাছে বোধ হয় নৈরাশ্যের খুবই কাছাকাছি। এই মানুষগুলি প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের মতো করে গুণসম্পন্ন, আমি বলবো বিচিত্রভাবে গুণসম্পন্ন। তারা সঙ্গীতের প্রতি, নাচের প্রতি, নারীর প্রতি, গতি ও ধ্বনির মহিমামণ্ডিত সৌন্দর্য্যের প্রতি সাধারণ ভালোবাসায় পরস্পরকে উন্মত্ত করে তোলে। তারা যা করে তা বন্যদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের মতো দেখায়। এই "মঠজীবনে" যোগ দেবার জন্যে পেৎরোসকি আমাকে ছুটি দিয়েছিল। কারণ আমি বহু ভাল গান জানি এবং গাইতেও পারি ভাল করেই। আর, মাতাল না হয়ে, খুব খানিকটা ভদকা গিলতে পারি। মদের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই।...

বুঝতে পারতাম না, এই সব লোকের কাছ থেকে আমি কি চাই; কিন্তু কখন কখন এটা আমার মনে হত যে, যদি কেউ

তার অন্তর সঙ্গীতে কানায় কানায় ভিজিয়ে তুলতে সক্ষম হয় তাহলে সে হবে কতকটা পৃথক এবং আমার আরও কাছের। তারা আমাকে উল্লাসে জড়িয়ে ধরতো, আমার তারিফ করতো ও আমাকে চুমো খেত।

আমার হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বলতো, "এই বদ্‌মায়েশ!" স্তেপাখিন নীরবে আমাকে চুমো খেত।

পেৎরোসকি বলতো, "একটু মদ খাও। তুমি যাই করো ফল হবে একই।" আর লিওস্‌কা হাত দুখানা ছুড়ে বলতো, "আমি ওর প্রেমে পড়েছি—আমি প্রকাশ্যেই বল্‌ছি, আমি প্রেমে পড়েছি—এমন কি সেজন্যে আমার পা দুখানা কাঁপে…"

আমি জানি তারা বাজে লোক,—কিন্তু তারা ধর্ম্মের আবেগ দিয়ে সৌন্দর্য্যকে ভালোবাসে, তারা আত্মত্যাগে তার সেবা করে, তারই বিষে মাতাল হয়ে ওঠে এবং তার জন্যে নিজেদের হত্যাও করতে পারে।…

পেৎরোসকি চীৎকার করে ওঠে, "মেয়েদের কাপড় খোল!"

স্তেপাখিনই খোলার কাজটা করতো। সে কখন তাড়াতাড়ি করতো না; ধীরে-সুস্থে দড়িগুলোর বাঁধন খুলতো, হুকগুলো খসিয়ে ব্লাউস, স্কারট ও শার্টগুলো ভাঁজ করে রাখতো।

তারা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে স্ত্রীলোকগুলির চারধারে ঘুরতো এবং যে উল্লাসে ক্ষণিক আগে সঙ্গীত ও নাচকে প্রশংসা করেছিল ঠিক তেমনি আনন্দে প্রশংসা করতো তাদের দেহের।

তারপর তারা আবার ছোট ঘরখানিতে গিয়ে খানা-পিনা করতো—তারপর শুরু হত অবর্ণনীয়, অকথ্য কাণ্ড। লোকগুলোর পাশবিক শক্তি আমাকে চমৎকৃত করতো না! কিন্তু নারীদের প্রতি তাদের বিরুদ্ধ আচরণ দেখে আমার অন্তর শঙ্কায় ভরে উঠতো অথচ ক্ষণিক পূর্ব্বেই তারা করছিল তাদের সৌন্দর্য্যের বন্দনা। তাদের কামে আমি অনুভব করতাম, মার্জ্জিত প্রতি-হিংসার সংমিশ্রণ। মনে হত এই প্রতিহিংসার উদ্ভব নৈরাশ্য থেকে, তাদের রিক্ত করে দেওয়ার অক্ষমতা থেকে এবং একটা কিছু থেকে মুক্ত করতে যা তাদের বিকৃত ও পীড়িত করে ফেলেছে।

মনে পড়ে স্তেপাখিনের কান্নাকে। সে এমন গম্ভীরভাবে আমাকে চমকে দিয়েছিল! আয়নায় তার মুখের প্রতিবিম্ব দেখে বলে উঠেছিল, "ওহে তোমরা দেখ!···আমার মুখখানা মানুষের নয়, দেখ! মানুষের মুখ নয়!"

সে একটা বোতল তুলে নিয়ে আয়নায় ছুড়ে মেরেছিল। "এই যে নে, এই শয়তানের শুঁড়, এই যে নে!"

সে মাতাল হয় নি, যদিও টেনেছিল প্রচুর। ডিকন তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে সে বলেছিল, "সরে যাও, ডিকন··· আমি জানি—আমি আশা করতে পারি কি? আমি মানুষের জীবন যাপন করি না! আমি কি মানুষ? আমার বদলে আমার মধ্যে আছে একটা লোমশ শয়তান, সরে যাও···কিছুই করবার নেই!···"

তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কালো ও ভয়ঙ্কর কিছু বাস

করতো, লাফাতো। স্ত্রীলোকগুলি যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠতো, কিন্তু মনে করতো তাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা অনিবার্য্য এবং সেটাকে এমন কি সুখকর কোন কিছুর মতো গ্রহণ করতো। লিওসকা ইচ্ছা করেই পেৎরোসকিকে উত্তেজিত করতো, "চালাও, আবার, আর একবার, জোরে চিমটি কাট, হাঁ..."

বিড়ালের মতো তার চোখের মণি দুটো ক্রমেই বড় হ'ত। তখন তার মধ্যে এমন কিছু থাকতো যা দেখতে ছবিতে শহীদের মতো—আমার ভয় হ'ত, পেৎরোস্‌কি তাকে মেরে ফেলবে। একদিন ভোরে ষ্টেশনমাষ্টারের বাড়ি থেকে তার সঙ্গে যাবার সময় তাকে জিজ্ঞেস করি, সে তাদের প্রতি এমন দুর্ব্যবহার ও উৎপীড়ন করতে দেয় কেন? সে বলে, "কিন্তু ও নিজেই কষ্ট পায়। ওরা সকলেই ওই রকম। যেমন ডিকন। ও এর জন্যে কাঁদে।"

—"কেন কাঁদে?"

—"ডিকন? কারণ ও বুড়ো। ওর জোর কমে যাচ্ছে। আর বাকী সব, আফ্রিকান, স্তেপাখিন—তুমি বুঝবে না কেন... আমি জানি, কিন্তু বোঝাবার মতো কথা পাই না। আমি যখন কথা জড় করি, তখন ভাব পালিয়ে যায়; যখন ভাব থাকে, কথা থাকে না।..."

এখন আমার মনে হয়, আমি তখন দুটি নীতির কঠোর সংগ্রামে সাহায্য করছিলাম—একটি পশুর ও একটি মানুষের। মানুষ তার মধ্যকার পশুকে চিরকালের মতো সন্তুষ্ট করবার, পশুর অতৃপ্ত কামনা থেকে নিজকে মুক্ত করবার প্রয়াস পায়। কিন্তু

তা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে মানুষকে দৃঢ়ভাবে তাদের শক্তির অধীন করছে। সে সময়ে সেই প্রবল দৈহিক কামনা আমার অন্তরকে প্রতিকূলতায় ও দুঃখে ভরে তুলতো। তার সঙ্গে মিশ্রিত থাকতো লোকের, বিশেষ করে নারীদের জন্ত অনুকম্পা। কিন্তু দুঃখে নিমজ্জিত থেকেও আমি ষ্টেশনমাষ্টারের সেই "মঠ-জীবনের" উন্মত্ত আনন্দের অংশভাগী হতে লাগলাম। সাড়ম্বরে বলতে গেলে, আমি তখন জ্ঞানের উন্মাদনায় ক্লিষ্ট হচ্ছিলাম। তখন স্বয়ং শয়তান আমাকে পরিচালিত করছিল।

দোব্রিনকা ষ্টেশনে তিন চার মাস থাকবার পর অনুভব করলাম, সেটা আমার আর সহ্য হবে না। কারণ পেৎরোসকির বাড়িতে আনন্দমিলন ছাড়াও তার ছয়চল্লিশ বছরের রাঁধুনি মারেমিয়ানার হাতে নির্ম্মমভাবে পীড়িত হতে লাগলাম। সে ছিল প্রায় ছ'ফুট লম্বা। মালগোদামের কাঁটায় একবার তাকে ওজন করা হয়েছিল। তার ওজন ছিল তিন মণ সাড়ে ছ'সের। তার তামাটে রঙের চাঁদের মতো গোল মুখে গোল সবুজ চোখ দুটো রোষে জ্বল্ জ্বল্ করতো। তা দেখে মনে পড়তো দু'টুক্রো গরম তামাকে। তার বাঁ চোখের নীচে ছিল একটা প্রকাণ্ড আঁচিল···সে পড়তে পারতো। সে সাধু-মহাত্মাগণের চরিত-কথা আনন্দাবেগে পড়তো এবং তার বিশাল হৃদয়টির সমস্ত শক্তি দিয়ে সম্রাট ডাইওক্লেশিয়ান ও ডেসিয়াসকে ঘৃণা করতো। "আমি যদি ওদের ধরতে পারতাম, তাহলে চোখ উপড়ে ফেলতাম।" কিন্তু সুদূর অতীতকে উদ্দেশ

করে এই ভীষণতা দেখালেও "নটী" মাসলকের সামনে ক্রীতদাসীর মতো সে কাঁপাতো।... মাসলক কখন কখন মাতালের ভান করে মেঝেয় শুয়ে বুক চাপড়ে আর্তনাদ করতো, "ওহো, আমার খারাপ লাগছে, আমি মরে যাচ্ছি ..."

মারেমিয়ানা সভয়ে তাকে মেঝে থেকে তুলে ছোট ছেলেটির মতো করে রান্নাঘরে নিয়ে যেত।...

আমাদের আলাপের গোড়ায় মারেমিয়ানা আমার প্রতিও ছিল মায়ের মতো সদয় ও কোমল। কিন্তু একদিন "নটীর" প্রতি তার দাস-সুলভ বশ্যতার উল্লেখ করে তাকে কিছু বলি। আমি যেন তার গায়ে ফুটন্ত জল ফেলেছি এম্নিভাবে সে আমার কাছ থেকে লাফ দিয়ে সরে আসে। তার চোখের সবুজ মণি জোড়া হয়ে ওঠে লাল। সে ধপ করে এক-খানা বেঞ্চিতে বসে পড়ে, সারা দেহ ছুলিয়ে, রোষরুদ্ধ হয়ে বলে, "এই ক্ষুদে ন-নচ্ছার, তুই কি মনে করেছিস্? তুই ওর বিষয় ওরকম কথা বলতে সাহস করিস্? ওই ধরনের কথা? আমি তোকে...সে তোকে ...এর জন্যে তোর গুঁড়ো হয়ে যাওয়া উচিত। তুই কি পাগল? ও সাধুদের চেয়েও সৎ,—আর তুই, তুই কি?"

এবং সে হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে, "তোকে বিষ দেওয়া উচিত, এই নেকড়ে, বেরো!"

আমি লজ্জিত হয়ে পড়ি এবং আমার যৌবন সত্ত্বেও উপলব্ধি করতে পারি, এমন একটি কিছুকে আমি পশুর মতো আঘাত করেছি যা বাস্তবিকই 'পবিত্র

বা বেদনাময়। কিন্তু আমি কেমন করে অনুমান করতে পারবো, যে, একটি প্রকাণ্ড কঙ্কালকে ঢেকে এই মাংস ও চর্ব্বির ঢিপি তার অতলে, তার অন্তরের কাছে পবিত্র ও প্রিয় কিছু বয়ে বেড়াচ্ছে? জীবন আমাকে শিখিয়েছে, এই ভাবেই লোকের সমতাকে গ্রহণ করতে, তাদের মধ্যে যে রহস্যময় কিছু রয়েছে তাকে শ্রদ্ধা করতে এবং তাদের প্রতি যত্ন ও বিবেচনা-পূর্ণ আচরণ করতে।

এই ঘটনার পর, মারেমিয়ানা আমাকে প্রবল, ভীষণ ভাবে ঘৃণা করতে শুরু করলো। সে ষ্টেশন-মাষ্টারের ঘর-সংসারের নানা কাজের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাতে লাগলো। বিনিদ্র রজনীর চৌকিদারি করার পর, আমাকে কাঠ কেটে সেগুলো রান্নাঘরে ও অন্য ঘরে নিয়ে যেতে হত; ষ্টোভে আগুন দেওয়া, প্লেট পরিষ্কার, পেৎরোসকির ঘোড়াটির তদারক ও আরও অনেক কিছু করতে হত। তাতে আমার কেটে যেত দিনের প্রায় অর্দ্ধেকটা, পড়াশুনোর বা ঘুমোবার কোন সময় থাকতো না। স্ত্রীলোকটি আমাকে প্রকাশ্যেই শাসাতো, "আমি এমন যন্ত্রণা দেব যে, তুমি ককেসাসে পালিয়ে যাবে।..."

বারিনকের কথা মনে পড়ে গেল, "লোকে ককেসাসে থাকবার অভ্যাস করতে চায়।" আমি কর্ত্তৃপক্ষের কাছে মারে-মিয়ানার অত্যাচারের কথা কবিতায় উল্লেখ করে একখানি দরখাস্ত পাঠালাম। আমার দরখাস্তের কিছু ফল হল; আমাকে বোরিসোগ্লেবসকের মাল-ষ্টেশনে বদলি করা হল ত্রিপল ও বস্তার খবরদারি ও সেগুলি সেলাই করতে।

সেখানে আমি "শিক্ষিতসম্প্রদায়ের" একটি বড় দলের সঙ্গে পরিচিত হই। তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন "অবিশ্বাসযোগ্য" (রুষ-সরকার সন্দেহভাজন বিপ্লবীদের এই নাম দিয়েছিলেন) এবং জেল ও নির্ব্বাসনের স্বাদ পেয়েছিলেন। তাঁরা পড়াশুনো করেছিলেন যথেষ্ট, বিভিন্ন ভাষা জানতেন—তাঁরা ছিলেন বিতাড়িত ছাত্র, সংখ্যাশাস্ত্রবিৎ। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন নৌকর্ম্মচারী ও দুজন ছিলেন সেনাবিভাগের পদস্থ সৈনিক।

এই লোকগুলির ষাটজনের একটি দলকে এম. ই. আডাডুরফ নামে একজন ব্যবসায়ী ভলগার তীরের শহরগুলিতে একত্র করেছিল, সে-অঞ্চলে রেলে যে-অবিশ্বাস্য রকমের চুরি হত তাঁদের মিলিত চেষ্টায় তা বন্ধ করতে। তাঁরাও ব্যাপারটি খুব আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে ষ্টেশনমাষ্টার, ওজনদার, কনডাকটার ও মজুরদের চালাকি ফাঁস করে দেন এবং চোরের পিছনে তাড়া করে যে সাফল্য লাভ করেছিলেন পরস্পরের কাছে সে-সম্বন্ধে দম্ভ প্রকাশ করতেন। আমার সর্ব্বদাই মনে হ'ত তাঁদের আর কিছু করা উচিত, যা তাঁদের মর্য্যাদা, ক্ষমতা ও ইতিহাসের যোগ্য হয়। কারণ সে সময়ে আমি কেবল অস্পষ্ট ভাবে সচেতন ছিলাম যে, রুষদেশে "জ্ঞানের, কল্যাণের ও চিরস্থায়ী" কিছু করবার চেষ্টা নিষিদ্ধ ছিল। আমি চলাফেরা করতাম দুটি দলের মাঝখানে—শহরের আদিবাসীন্দা ও বিশেষ ধরনের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই দলগুলির মধ্যে বিরুদ্ধ পার্থক্য দেখে আমার আমোদ বোধ হত। অবশ্য সারা শহর জানতো যে, তাঁরা ছিলেন "রাজ-

নীতিজ্ঞ যাদের ফাঁসি দেওয়া হয়” এবং তাঁদের কার্য্যকলাপ গভীর ভাবে লক্ষ্য করে তারা তাঁদের অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা ও ভয় করতো।...তারা তাঁদের ভয় করতো তাদের ব্যক্তিগত ও ধর্ম্মে “জার ও দেশের” শত্রুর মতো।

আমার বন্ধু মিস্ত্রি পাভেল ক্রিং আমার সঙ্গে বারে বীয়ার টান্‌তে টান্‌তে বলতো, “লোকে ও ধরনের মানুষদের কি করে কাজ করতে দিতে পারে? নির্জ্জন দ্বীপে পাঠিয়ে ওদের দিয়ে রবিনসন ক্রুশো করা উচিত! তার চেয়ে আরও ভাল, ওদের সকলকে ফাঁসি দাও! দুবছর আগে পিটারসবুর্গে ওদের ফাঁসি দিত।”

আমি লেখক স্তারোসতিন মানেনকোফের সঙ্গে পরিচয় করি। তিনি গ্রিয়াজি-জারিৎজিন রেলওয়ের মাল-বিভাগে চাক্‌রি করতেন।...তাঁর স্থূল দেহটি ছিল অসংখ্য ও বিভিন্ন রোগের আধার এবং তাঁর প্রবণতা সেগুলোকে আরও তীক্ষ্ণ করে তুলেছিল। তিনি অবিরাম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেন, চিবোতেন, কাসতেন ও চারধারে থুথু ফেলতেন—খালি ম্যাকারোনির বাক্সে, যেটাকে তিনি করেছিলেন বাজে কাগজের ঝুড়ি, জানলায়, ফুলের টবে, ছাইদানিতে, একেবারে মেঝেতে, দরজার কাছে। থুথু ফেলবার আগে সারা শরীর টান করতেন; তারপর শ্লেষ্মাটা দেখে দুঃখের সঙ্গে টাক ভরা মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলতেন, “খারাপ।”

সন্ধ্যায় তাঁর ছোট ঘরখানিতে কাগজ-পত্র ও পাণ্ডুলিপি বোঝাই টেবিলে বসে চুমুকে চুমুকে ভদকা ও পেঁয়াজ

খেতে খেতে কুঁই কুঁই করে বলতেন, "মিয়ের আস্‌পেনসকি চাষীদের উপহাস করে আর আমি লিখি বুকের রক্ত দিয়ে! তোমরা যারা পড়, বল দেখি, আসপেনসকি আর লেইকিনের মধ্যে কোথায় ও কি তফাৎ? তা সত্বেও তার লেখা ছাপা হয় সব চেয়ে ভাল পত্রিকায়, আর আমার..."

তাঁর গল্পগুলি ছাপানো হ'ত প্রাদেশিক পত্রিকাগুলিতে, কিন্তু একবার কি দু'বার সেগুলো ছাপা হয়েছিল "ভিয়েলোতে"। স্তারোসতিনকে সে কথা মনে করিয়ে দিতে ভাল বাসতেন। আমি তাঁকে সে কথা মনে করিয়েও দিতাম।

তিনি বিষাদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ জবাব দিতেন তবে তেমন কাতর ভাবে নয়, "তাতে কি? ওটা এত কম, যখন আমি..."

তিনি চেয়ার থেকে মেঝেয় নেমে তাঁর চওড়া বিছানাটির তলায় হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে সেখান থেকে ছাই রঙের শালে জড়ানো একটা বাণ্ডিল টেনে বার করতেন। তার পর তাতে একটা চাপড় মেরে তার ধুলো ঝেড়ে ধুলোয় এক রকম দম বন্ধ হয়ে বলতেন, "এই, এই যে! আমার হৃদয়ের রস দিয়ে লেখা। হাঁ, হাঁ, তার রক্ত দিয়ে..."

তাঁর মুখখানা রাঙা হয়ে যেত, চোখ ভরে উঠতো মাতাল অশ্রুতে। কিন্তু একদিন প্রকৃতিস্থ অবস্থায় একটি চাষীকে নিয়ে তাঁর সদ্যোলিখিত একটি গল্প পাঠ করেন। চাষীটি আগুন লাগলে গ্রাম্য চৌকিদারের প্রিয় ঘোড়াটিকে বাঁচায়। এই লোকটাই দুঘণ্টা আগে একটা খোঁটা চুরি

করবার জন্যে ঘুষি মেরে তার দুটো দাঁত ভেঙে দেয়। চাষীটি ঘোড়াটিকে বাঁচাবার সময় ভীষণ পুড়ে যায় এবং তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। স্তারোসতিন এই মর্ম্মস্পর্শী গল্পটি পাঠ করেন এবং আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে উল্লাসে বলে ওঠেন, "কি চমৎকার লেখা হয়েছে, কি মিল! বন্ধু, মর্ম্ম ভেদ করতে শেখ…!"

তাঁর গল্প আমি আদৌ পছন্দ করতাম না, কিন্তু রচয়িতার আনন্দ আমারও চোখে জল এনেছিল। তাঁর আন্তরিক বিক্ষোভ আমাকে সত্যই বিচলিত করেছিল।

কিন্তু তিনি কেঁদেছিলেন কেন? বাড়িতে পড়বার জন্যে আমি তাঁকে পাণ্ডুলিপিখানি দিতে বলি। তিনি দেন না। গল্পটি লেখা হয়েছিল এক সহৃদয়া ও ধনী বিধবার কাছে "দুর্ভাগা ক্রিষ্টের" মিথ্যা দরখাস্তের মতো ইচ্ছাকৃত কাতরতা ও মিষ্টতায় ভরিয়ে তুলে…আমি বলি, "আপনার গল্প আমি পছন্দ করি না।"

তিনি পাণ্ডুলিপির পাতাগুলি সস্নেহে গুছিয়ে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, "তুমি অমার্জ্জিত তোমার বোঝবার ক্ষমতা নেই।"

—"ওর মধ্যে কি আছে যা আপনার মর্ম্ম স্পর্শ করে?"

তিনি রাগের সঙ্গে বলে ওঠেন, "অন্তর! ওর মধ্যে অন্তর ঝলমল করছে।"

তিনি আমাকে প্রাণখুলে ভৎর্সনা করেন। তারপর একটু হুঁদকা টেনে জোর দিয়ে বলেন, "তোমাকে শিখতেই হবে! তুমি কবিতা লেখ—ওটা বেয়াকুফি। তুমি ওটা আর করবে

না। তুমি নাদসন হতে পারবে না। তুমি আলাদা ধাতুতে তৈরী। তোমার অন্তর নেই, তুমি কর্কশ। মনে রেখ: পুশকিন তাঁর অসাধারণ শক্তি কবিতায় নষ্ট করেছিলেন। গদ্য হচ্ছে বাস্তব, পবিত্র সাহিত্য...সৎ গদ্য।"

তিনি ছিলেন আমার কাছে এই পবিত্র গদ্যের অবতার এবং তার গাঢ় ধূম আমাকে ইতিমধ্যেই রুদ্ধশ্বাস করে ফেলেছিল। তাঁর একটি রক্ষিতা ছিল, তাঁরই বাড়িওয়ালী। স্ত্রীলোকটির স্তন দুটি ছিল বিশাল এবং নিতম্বযুগল এমন প্রকাণ্ড ছিল যে, চেয়ারে ধরতো না। তার নাম-করণের দিন, স্তারোসতিন তাকে একখানি চওড়া বেতের আরাম-চেয়ার উপহার দেন। তাতে সে খুব অভিভূত হয়ে পড়ে। সে তার প্রণয়ীর ঠোঁটে তিন বার চুমু দিয়ে আমার দিকে ফিরে বলে, "দেখ, ছোকরা, বড়দের কাছ থেকে শেখ মেয়েদের সঙ্গে কি করে প্রেম করতে হয়।"...

বড় বড় বীরত্বপূর্ণ কাজ ও জীবনের উজ্জ্বল আনন্দের স্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি ষ্টেশনে ত্রিপল ও বস্তা, কাঠের খোঁটা, তক্তা ও আংটা পাহারা দিতে লাগলাম কোজাকরা যাতে সেগুলো চুরি করতে না পারে। আমি শেকসপীয়ার ও হাইন পড়তাম। আমার চারধারে যে বাস্তব আমাকে ধীরে পচিয়ে ফেলছে হঠাৎ সে কথা মনে করে, আমি কিছুই না করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বা শুয়ে থাকতাম, কিছুই বুঝতে পারতাম না, যেন আমার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে অসাড় করে ফেলা হয়েছে।

চর্ব্বি, সাবান ও পচামাংসের গন্ধে ভরা শহরের মেয়রটা পাদ্রিকে দিয়ে তাঁর কূয়া থেকে ভূত তাড়াতো। শহরের কলেজের অধ্যাপকমহাশয় তার স্ত্রীকে প্রতি শনিবারে স্নানের ঘরে মারতো। কখন কখন স্ত্রীলোটি তার কাছ থেকে পালাতে সক্ষম হত—সে ছুটতো বাগানের মাঝ দিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় স্থূল দেহ নিয়ে। আর সে লাঠি হাতে ছুটতো তার পিছনে। শিক্ষকটির প্রতিবেশীরা বেড়ার ফাঁক দিয়ে তা দেখবার জন্যে তাদের বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করতো।

আমিও সেখানে যেতাম ও দর্শকদের দেখতাম। এমন কি একদিন এই বদমায়েশদের একজনের সঙ্গে মারামারি করি এবং তার জন্যে আমাকে থানায় প্রায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ভিড়ের মধ্য থেকে একজন আমাকে এই বলে শান্ত করতে চেষ্টা করে, "আরে তুমি এমন চটে উঠলে কেন? এই ধরনের ব্যাপার প্রত্যেকেই দেখতে ভালোবাসে। এমন কি মস্কোতেও এটা দেখ্‌তে পাবে না।"

রেলওয়ে আফিসের যে-কেরানিটির বাড়ির কোণের এক-খানা ঘরে মাসিক এক রুবল ভাড়া দিয়ে আমি থাকতাম, সে আমাকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করতো যে য়িহুদিরা সকলেই যে কেবল জোচ্চোর তা নয়, তারা পুং-স্ত্রী উভয় লিঙ্গ। আমি তার সঙ্গে তর্ক করতাম এবং এক রাত্রে সে তার স্ত্রী ও ভাইকে আমার বিছানার কাছে এনে প্রমাণ চায় যে, আমি য়িহুদি কিনা। তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে

আমাকে তার হাত মুচড়ে দিতে ও তার ভাইয়ের কয়েকটা দাঁত ভেঙে ফেলতে হয়।

কিন্তু যদিও আমি দেখতাম, এই সব লোক বেঁচে আছে কেবল খাবার জন্যে এবং তাদের প্রিয়, অতি যত্নে কৃত কাজটি হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য পেটে পোরা, যেন তারা এক ব্যাপক ক্ষুধা-মহামারীর আশঙ্কা করছে—তবুও তারাই জীবনকে শাসন-নিয়ন্ত্রণ করে, তারাই তাকে নোংরা ভাবে ও সঙ্কীর্ণ করে গড়ে তোলে।

আমি যা দেখেছি, সে-সবের পর বুদ্ধিমান ও সহৃদয় "শিক্ষিতসম্প্রদায়ের" জীবন আমার কাছে বোধ হত, বৈচিত্র্য-হীন ও বিবর্ণ। যে-উন্মত্ত কোলাহল নিরবচ্ছিন্ন দৈনন্দিন জীবনের নক্কারজনক বাস্তবকে গড়ে তুলেছে সেটা যেন তার বাইরে দিয়ে বয়ে যেত। যতই মনোযোগ দিয়ে দেখতাম ততই বেশি করে অস্থিরতা ও উদ্বেগ অনুভব করতাম।...

পার্টিতে "শিক্ষিত সম্প্রদায়টি" নিরীহভাবে অপরিচিতা বয়স্কা নারীদের সঙ্গে প্রেম করতো। তাদের মধ্যে দুজন, দুই বোন, আশ্চর্য্যভাবে ছিল, বাদুড়ের মতো। আমি দেখতে পাচ্ছি মাসিনের বলিষ্ঠ মূর্ত্তি; তার পা দুখানা বাঁকা। সে ছিল এক প্রাক্তন নৌ-কর্ম্মচারী। সোপেনহাওয়ারের ওপর তার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সে সাড়ম্বরে ও উল্লাসে "প্রেমের অধ্যাত্মবাদ" ও "জাতীয় সহজ প্রবৃত্তি" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিত। এই কথাগুলি সে ঈষৎ জোর দিয়ে বলতো। বাদুড় দুটি পা গুটিয়ে, চোখ নিচু করতো এবং গায়ের ছাইয়ের রঙের ঢাকাটা

গায়ের সঙ্গে শক্ত করে জড়াতো, যেন দার্শনিকমশায়ের কথাগুলি তাদের নগ্নতা প্রকাশ করে দেবে।…

আমি এই সব দেখতাম ও শুনতাম এবং পেৎরোসকির বাড়িতে সেই রাত্রিগুলির কথা মনে করতাম সেখানে সহজ প্রবৃত্তির অন্তঃস্থল-অবধি-অনাবৃত ভীষণ ও কলঙ্কময় নাটকখানি আপনাকে বিকশিত করতো এবং বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে প্রেমের উন্মত্ত, নৈরাশ্যময় ক্রিড়াগুলিকে মুক্ত করে দিত। সেই অর্দ্ধ বন্য লোকেরা—চোর ও মাতাল—আনন্দের স্তরে উন্নীত হয়ে সুন্দরভাবে ও নিপুণতার সঙ্গে গাইতো তাদের জাতীয় সঙ্গীত। আর এই সব "দার্শনিক", "র‍্যাডিক্যাল ও "বিপ্লবীরা" বিশ্রীভাবে গাইতো করুণ, বিশ্রী গান।

স্বাভাবিক বিচ্ছেদে গভীর ভাবে বিচ্ছিন্ন এই দুই জগৎকে গ্রথিত করবার মতো বুদ্ধি বা কল্পনা অথবা শক্তি আমার ছিল না। …

একদিকে সহজপ্রবৃত্তির শক্তি অক্ষয়ভাবে ও অর্থহীনভাবে অনন্তকাল ছটফট করছে; আর একদিকে, পক্ষহীন পাখির মতো প্রজ্ঞা বাস্তবের নোংরা খাঁচাটিতে ছটফট করে মরছে। আমার মনে হয় রুষদেশে যেমন নির্ম্মম ভাবে জীবনের সৃজনী শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে পৃথিবীর আর কোন দেশে তেমন হয় নি। আমি পেৎরোসকির বাড়িতে নৈশ আনন্দ-মিলনের কথা কতকটা ভয়ের সঙ্গে বলতেই, বন্যদের জীবনের আনন্দের প্রতি "কৃষ্টিসম্পন্ন" ব্যক্তিগণের গোপন ঈর্ষ্যা অনুভব করেছিলাম। এবং এটা প্রায়শই আমার বোধ হত যে পেৎ-

রোসকির স্ফূর্তিকে নিন্দাকে করা হ'ত তার মধ্যকার আসল বস্তুটির জন্য নয়, করা হত বাহ্যত, প্রথামতো "শিষ্টতার" অনুভূতির খাতিরে।

কেবল পি. বি. বাজেনফ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "ফুঃ! কি ভয়ঙ্কর!" এবং তাঁর দাড়ি চিবতে চিবতে আরও বলেছিলেন, "আমি ওদের মাঝে থাকলে পাঁকে পড়া ষাঁড়ের মতো যেতাম তলিয়ে।' যত বেশি নড়াচড়া করবে, তত তাড়াতাড়ি ডুববে। আমি বুঝি, তোমার মতো লেকেরাই ওদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। আর আমরা যাপন করি এক আলুণী ও চিরাচরিত সঙ্কীর্ণ জীবন। ··· জান, পেৎরোসকির বিচার হওয়া উচিত ছিল আগেই কিন্তু বোর্ডে ওর খোঁটার জোর আছে। কিছুদিন আগে তারা ওর বাড়িতে অন্য এক ব্যাপারের জন্যে খানাতল্লাস করে—একখানা গাড়ি থেকে চা চুরি। তার টেবিল থেকে একখানা কাগজ নিয়ে সে বলে, 'আমি যা কিছু করেছি সততার সঙ্গে সে সবের কথা এই কাগজে লিখেছি'···।" ক্ষণিক নীরবতার পর তিনি ভ্রূকুটি করে স্মিতহাস্যে বলেন, "যা সে সততার সঙ্গে—চুরি করেছিল—কেবল একজন রুষই তেমন কথা বলতে পারে···আমরা প্রচণ্ডভাবে স্ফূর্তিবাজ হতে পারি··· ভালোবাসতে পারি নির্মম ভাবে।···"

যে কয়জন ব্যক্তি আমার মনে সহানুভূতির ভাব ও আন্তরিক সম্মান জাগিয়ে ছিলেন, বাজেনেভ তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি ছিলেন তোমস্কের সেমিনারির ছাত্র এবং বহু কষ্টের পর কিয়েফ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন,' কিন্তু

দ্বিতীয় বছরেই "অবিশ্বাসযোগ্য" বলে বিতাড়িত হন ও সেখানে কয়েক মাস জেলে থাকেন।...

তিনি প্রায়শই চিন্তার সৌন্দর্য্যের ও শক্তির কথা সন্দেহ-নিরাসক ভাবে বলতেন।

—"বুঝলে বাবা, শেষে সবই নির্দ্ধারিত হয়, বুদ্ধি দিয়ে—ওটাই হচ্ছে ভারশঙ্কু যা সময়ে জগত উল্টে ফেলবে।"

জিজ্ঞেস করি, "আর কিসের ওপর সেই ভার রাখা হবে।"

—"জনসাধারণ। বিশেষ করে তোমরা—তোমাদের মস্তিষ্ক।"

আমি তাঁকে খুব পছন্দ করতাম এবং তাঁর কথা অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতাম।

এক স্তব্ধ রাত্রে স্তেপ ভূমিতে তাঁর সঙ্গে শুয়ে আমি বলি পুলিশ নিকিফোরিচ অনুকম্পাসম্বন্ধে আমাকে কি বলেছিল সেই কথা আর টলষ্টয়বাদীই বা ডারউইন ও বাইবেল সম্বন্ধে বলেছিল কি। তিনি আমার কথা নীরবে নিবিষ্ট মনে শুনে বলেন, "ডারউইন হচ্ছে সেই সত্য যা আমি পছন্দ করি না; যেমন সত্য হলেও নরককেও পছন্দ করতাম না। কিন্তু বাবা, কলের যন্ত্রপাতির আর অংশের মধ্যে সংঘর্ষ হবে যত কম, কলটা চলবে তত ভালই। জীবনে এ ব্যাপারটা উল্টো। সংঘর্ষ হবে যত প্রবল—জীবন তত তাড়াতাড়ি পৌঁছবে তার লক্ষ্যে আর লাভ করবে শ্রেষ্ঠতর স্থান। জ্ঞান হচ্ছে ন্যায়-বিচার, স্বার্থের ঐক্য। ফলে—সংঘাতকে জীবনের বাস্তব বিধি বলেই স্বীকার করা দরকার। ঐ-

খানে তোমার পুলিশটি ঠিক; যদি জীবন সংঘাত হয়—তাহলে তার মধ্যে অনুকম্পার স্থান নেই।" ...

মনে পড়ছে, মেঘদলের আড়ালে সূর্য্য অস্ত যেতে যেতে সেগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে গলে, জ্বলন্ত কয়লার বিশাল কাঠের স্তূপ রচনা করেছে; তাদের রক্তিম রশ্মিগুলি স্থেপে স্থির হয়ে আছে। এবং গত বৎসরের ঘাসের শিষগুলির ওপর ছড়িয়ে আছে। বসন্তের ঘাসের ও ফুলের গন্ধ হয়ে উঠছে গাঢ়তর, মদিরতর। বাজেনেফ হঠাৎ উঠে বসলেন, একটি সিগারেট ধরালেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেটা ফেলে দিয়ে, ভ্রূকুটির সঙ্গে বললেন, "মনে হয়, লোক-হিতৈষণার ভাব জীবনে এসেছে খুব দেরিতে—প্রায় হাজার তিনেক বছর দেরিতে। আমি শহরে ফিরে যাব—তুমি আসছো?"

মে মাসের শেষে আমি ভলগা-ডন শাখায় কুতাজা ষ্টেশনে ওজনদার হয়ে বদলি হই এবং জুন মাসে বোরিসোগ্লেবসকের আমার এক দপ্তরি বন্ধুর কাছ থেকে চিঠি পাই। তাতে সে জানিয়েছিল, বাজেনেফ গোরস্থানের ধারে মাঠে গুলিতে আত্মহত্যা করেছেন। চিঠিতে সে বাজেনফের চিঠিখানি পাঠিয়েছিল—" মিশা, আমার জিনিষগুলো বিক্রি করে ফেল আর আমার বাড়িওয়ালাকে সাত রুবল, ত্রিশ কোপেক দিও। হোয়েলের বইগুলো বেশ ভাল করে বেঁধে ক্রুতাজায় পেশকফ ম্যাকসিমিচের কাছে পাঠিয়ে তাকে দিও—স্পেনসারখানাও আমি তাকে দিয়ে গেলাম। অন্য বইগুলো তোমার জন্যে।

লাটিন আর গ্রীক বইয়ের গাদাটা পাঠি কিয়েছে—সেগুলোর মধ্যে ঠিকানা রইলো। বিদায়, বি।...”

চিঠিখানি পড়ে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম, যেন আমার হৃদয়ে আঘাত লেগেছে। এই লোকটির জীবনের কাছ থেকে বিদায় সন্তোষের সঙ্গে মেনে নেওয়া কঠিন। তিনি ছিলেন এমন বলিষ্ঠমনা, এমন শান্তপ্রকৃতির!

• • • •

মাস কয়েক পরে জীবন আমাকে কঠোরভাবে কিন্তু সযত্নে পালন করে পেৎরোসকির কথা মনে করিয়ে দিল; আমার সারা জীবনের মধ্যে সবচেয়ে আনন্দহীন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে বাধ্য করলো।

মস্কোতে একটি নোংরা ভাটিখানায় স্থখারেভ শহরের কোন এক জায়গায়, টেবিলের ধারে আমার সামনে লম্বা, রোগা, চশমাচোখে একটি লোক বসেছিল। তার অস্থিময় মুখ, ছুঁচলো দাড়ি, পাতলা গোঁফ জোড়া আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল ডোরির আঁকা ডনকুইকসোটের ছবি। সে পরেছিল একটি নীল রঙের স্থট, তার নয়, অপরের; স্থটটা ছিল তার পক্ষে খুব ছোট ও হাঁটুদুটিতে তালি দেওয়া। তার এক পায়ে ছিল রবারের আর এক পায়ে ছিল চামড়ার জুতো। ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ গোঁফগুলোকে চাড়া দিয়ে, ম্লান চোখ দুটি দিয়ে আমার দিকে বুভুক্ষু দৃষ্টিতে তাকিয়ে চশমা জোড়া ঠিক করে সে উঠে দাঁড়ালো এবং টলতে টলতে অন্ধের মতো হাঁতড়াতে হাঁতড়াতে আমার কাছে এসে বললে, “উকিল গ্ল্যাডকফ।”

তার নোঙরা আঙুলগুলো খেলিয়ে দস্তখতের ওপর শূন্যে দাগা বুলিয়ে ভারিক্কী চালে বললে, "আলেক্‌সি গ্ল্যাডকফ।"

সে কথাগুলো বললে ভাঙ্গা গলায় এবং গলাটা এমনভাবে খেলাতে লাগলো যেন অদৃশ্য ফাঁসে তার গলায় প্যাঁচ দেওয়া হচ্ছে।

অবশ্য আত্ম-পরিচয় দিল মহৎ হৃদয় ব্যক্তি বলে যে সত্যের বেদিতে নিঃস্বার্থ সেবার জন্য যন্ত্রণা ভোগ করেছে এবং তার শত্রুদের দ্বারা "জীবনের নিম্নতলে" বিতাড়িত হয়েছে। সে এখন "সেনট একোয়াভিটা" সম্প্রদায়ের প্রধানস্বরূপ হয়ে থিয়েটারগুলোর জন্যে দরখাস্ত নকল করে, উৎপীড়িত নির্দ্দোষদের রক্ষা করে এবং দরিদ্র ব্যবসায়ীদের প্রেমময়ী স্ত্রীদের হৃদয় ও তহবিল শিকার করে থাকে। "রুষরা—অধিকন্তু—তাদের স্ত্রীরা কষ্টভোগ করতে ভালোবাসে। দুঃখ বা তার কাহিনী হচ্ছে নৈতিক সুবিধা, যা ভিন্ন কিছুই বিভিন্ন প্রকারের ও প্রচুর দৈহিক খাদ্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হৃদয়কে ভেদ করতে পারে না।"...

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে একটি নিরানন্দ রাত্রির আড্ডায় আমি গ্ল্যাডকফের কাছেই একখানি কাঠের বেঞ্চির ওপর শু'য়ে রইলাম। হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে, দেহটি একটি ডাণ্ডার মতো টান করে, অ্যাডভোকেট মশায় নেকড়ে বাঘের হিংস্র-তার সঙ্গে কতকগুলি সূত্রের সাহায্যে আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তাঁর দাড়িটা ছিল শয়তানের লেজের মতো বেরিয়ে এবং প্রত্যেকবার কাসির সঙ্গে কাঁপছিল।

নিষ্ফল রোষে তিনি হয়ে পড়েছিলেন মর্ম্মস্পর্শীভাবে করুণ এবং ঝাঁঝালো কথার কাঁটা দিয়ে সজারুর মতো নিজেকে তুলেছিলেন সাজিয়ে।

আমাদের মাথার ওপর ছিল একটা ভিত-ঘরের খিলান-করা ছাদ; দেওয়ালের গায়ে ছিল ছাতাধরা, নক্কারজনক আর্দ্রতা; মেঝে থেকে উঠছিল পচামাটির ক্ষারগন্ধ; ছায়ার মতো অপরিচিত কতকগুলি দেহ ঘুরে বেড়াচ্ছিল ও ছেঁড়া ময়লা কাপড় গায়ে জড়িয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল কতকগুলো। মোটা গরাদে দেওয়া জানালাটার মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একটা ইটপাতা গর্ত্ত; তার মধ্যে বসেছিল একটি অসুস্থ বিড়াল; সে করুণ স্বরে ডাকছিল। জানালার নিচে কাঠের বেঞ্চিগুলোর ওপর তুর্কী-ঢঙে বসেছিল একটি বিশাল লোমশ মানুষ। সে একটা মোমবাতির গোড়ার আলোর ধারে তার ট্রাউজারটা সেলাই করছিল আর ভাঙাগলায় কুমারী মেরীর উদ্দেশ্যে স্তোত্র গর্জ্জন করছিল। সেটা গাওয়া হলে চক্ করে তার পুরু ঠোঁট দুখানাতে শব্দ করে আবার স্তোত্রটি শুরু করলে।

গ্যাডকফ তার পরিচয় দান করলেন, "পিসেন মাসলয় কিমিতিশাস্ত্রবিৎ—প্রতিভা।" এই গর্ত্তটির আরও কয়েকা প্রতিভা এধারে-ওধারে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলে "ওস্তাদ" পিয়ানো বাজিয়ে ব্র্যাগিন। তাঁর চোখের নিচে নী মাংস-থলি ও মাথায় তরঙ্গায়িত চুলে মাঝে মাঝে রুপালি টা থাকলেও তাঁকে দেখাচ্ছিল যুবকের মতো। তাঁর মুখে দ্বিবি

ভাব দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর নারীসুলভ চোখদুটির বিষাদময় সৌন্দর্য্যের একেবারে বিপরীত ছিল মুখের তিক্ত হাসি। তাঁর ঠোঁট দুখানি ছিল পাতলা। সকালে গ্ল্যাডকফ আমাকে বললেন, "আমরা একজন নূতন শিষ্যকে অ্যাকোয়াভিটা-সম্প্রদায়ের নাইট পদে দীক্ষা দিতে যাচ্ছি। ঐ যে দেখ! আশ্চর্য্য অনুষ্ঠান।"

তিনি আমাকে একজন যুবককে দেখালেন। তার মাথায় কোঁকড়া চুল, পরনে পা-জামা ছিল না, গায়ে ছিল কেবল শার্ট। সে অবিরাম মদে লাল হয়ে ছিল। তার চোখের নীল কনীনিকা দুটি জমে ছিল চোখের মণিদুটোতে। সে কাঠের বেঞ্চিগুলোর একখানাতে বসেছিল ; তার সামনে সেই স্থূলকায় কিমিতিশাস্ত্রবিৎটি দাঁড়িয়ে দু'গালে ফুকসিন আর ভ্রূ ও গোঁফে লাগাচ্ছিল একটা পোড়া কর্কের কালি।

যুবকটি খালি পা দুখানা দোলাতে দোলাতে বললে, "ওরকম করো না।" গ্ল্যাডকফ গোঁফে চাড়া দিয়ে আমাকে বললেন, "ও হল এক ব্যবসায়ীর ছেলে, একজন ছাত্র। এটা হচ্ছে পঞ্চম সপ্তাহ ও আমাদের সঙ্গে মদ খাচ্ছে। ও মদে ওর যা কিছু ছিল, টাকা, পোশাক সব খুইয়েছে।"

ঠিক তখনই গোলগাল, মোটা-সোটা একটি স্ত্রীলোক এল। তার নাকের হাড় গিয়েছিল বসে বা মেরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার চোখের দৃষ্টি ছিল উদ্ধত ও উত্তেজক। সে সঙ্গে এক জাবা

পাতলা চাটাই এনেছিল। সেগুলো বেঞ্চির ওপর ফেলে দিয়ে বললে, "সাজ-পোশাক তৈরী।"

গ্ল্যাডকফ বলে উঠলেন, "ওকে পোশাক পরানো যাক্।"

পাঁচটি পলিতকেশ ও লোমশ লোক, ভিত-ঘরের অন্ধকারে ছায়া-মূর্ত্তির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। "পিয়ানোর ওস্তাদটি" একখানি ফ্রাইং প্যানে কতকগুলো কয়লায় অনবরত ফুঁ দিচ্ছিল।...

তারা বেঞ্চিগুলো ঘরের মাঝখানে টেনে আনলে। মাসলফ গায়ে জড়ালো মাদুর, মাথায় পরলো একটা পিচবোর্ডের টুপি আর গ্ল্যাডকফ পরলেন ডিকনের ছদ্মবেশ।

চারটি লোক যুবকটিকে চ্যাংদোলা করে ধরলে। তারা তাকে বেঞ্চির ওপর শোয়াতে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, বললে "না, এরকম করো না।"

অ্যাডভোকেট মশায় ফ্রাইংপ্যানটা দুলিয়ে যুবকটি ওপর ধোঁয়া ছড়িয়ে চীৎকার করে উঠলেন "গাইয়েরা প্রস্তুত?" ফ্রাইং প্যানটির ভেতর থেকে কয়লা চট্‌পট্ শব্দ এবং সেগুলো থেকে জ্বলন্ত শিখার নীল ধোঁ উঠলো। যুবকটি নাক কুঁচকে বেঞ্চিতে শু'য়ে রইলো চোখ বুজে কাসলো, মাছির মতো পা দুখানা ঝাঁকাতে পায়ের তলা দিয়ে বেঞ্চির তক্তায় ঘা দিতে লাগলো।

গ্ল্যাডকফ বলে উঠলেন, "শোন!"...

মাসলফ ছেলেটির পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে নাকি সুরে বলা লাগলো, "ভাই সব! এস সকলে শয়তানের কাছে প্রার্থ

করি, মদে ও মেয়েমানুষে সন্তোমৃত যুবক সাকোভের আত্মাকে শান্তি দান করতে। শয়তান যেন তাকে সসম্মানে ও সানন্দে গ্রহণ করে এবং তাকে ঘৃণিত নরকে চিরদিন ডুবিয়ে রাখে।"

পাঁচজন লোমশ ভবঘুরে বেঞ্চিগুলোর ডান দিকে সারবেঁধে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে দাঁড়িয়ে সেই গানখানা রুক্ষ ভাবে গাইতে লাগলো।...

আমাকে নির্লজ্জতায় বিস্মিত করা কঠিন—আমি তা বিভিন্ন রূপে দেখেছিলাম—কিন্তু সেই লোকগুলো নির্লজ্জ, অশ্লীল শব্দের সংযোগে ও ভঙ্গিমার প্রকাশে যা গাইছিল তা ঘৃণ্য, লজ্জারজনক। সে লাম্পট্যের তুলনা নেই। সেদিনের আগে বা পরে কলুষতায় তার মতো সূক্ষ্ম ও নৈরাশ্যময় আর কিছু শুনি নি। পাঁচটি কণ্ঠ একটি লোকের ওপর তাদের বিষাক্ত কলুষ বর্ষণ করছিল।...তারা সেটা পরিহাসের মতো গ্রহণ করে নি...এবং এটা পরিষ্কার যে, সেই প্রথম ঘটনা নয়। যেন গির্জায় উপাসনা করছে এম্নিভাবে তারা একটি মানুষের জীবনের অবসান সম্বন্ধে অবাধে, সংলগ্নতার সঙ্গে, গম্ভীর ভাবে কাজটি করছিল।

যা দেখছিলাম, তাতে সম্পূর্ণ আতঙ্কিত হয়ে তাদের গান ও পাঠ শুনতে লাগলাম, আর লক্ষ্য করতে লাগলাম, সেই লোকটিকে যাকে জীবন্ত সমাহিত করা হচ্ছে। সে তক্তার ওপর হাত দুখানা যুক্ত করে শুয়ে বিড় বিড় করে কি বলছিল, বিস্ফারিত চোখ দুটো পিট্ পিট্ করছিল, বেয়াকুফের মতো হাসছিল আর বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে ওঠবার চেষ্টা করে মাঝে

মাঝে ভয়ে কাঁপছিল। তখন গায়কয়া তাকে ধীয়ে ও নীরবে বেঞ্চিতে চেপে ধরছিল।

সেই নোংরা ছায়ামুর্ত্তিগুলো যদি সেটাকে তামাসা ও খেলা বলে মনে করতো, এমন কি, যদি তারা যে-সব লোক জীবনের দ্বারা বিকৃত ও বিফল হয়েছে তাদের হাসি হাসতো তাহলে অনুষ্ঠানটি হয়তো হত কম নক্কারজনক। কিন্তু তা নয়।

অসাড় ও অসহায় হয়ে আমি অনুভব করতে লাগলাম, একটা প্রচণ্ড ভার আমাকে পীড়ন করছে, অনতিক্রম্য কর্দ্দমের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। মনে পড়ে আমি হেসে ছিলাম, নির্ব্বোধ ও নিরর্থক হাসি। এবং এমন এক সময় এসেছিল যখন বল্‌তে চেয়েছিলাম—"থামাও—এটা অন্যায়—এটা ভয়ঙ্কর—এটা আদৌ ঠাট্টা নয়।"...চীৎকার করবার ও কাঁদবার প্রচণ্ড ইচ্ছায় আমার অন্তর ভরে উঠে ছিল।...

ফ্রাইং প্যানটা হয়ে ছিল ধুনুচি। গ্ল্যাডকফ সেটা দুলিয়ে বলে উঠলেন, "কবর।"

সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলো সেই স্ত্রীলোকটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে। যেমন নাচতে নাচতে সে গিয়ে ছিল তেম্নি নাচতে নাচতে সে এল। তার থল থলে শরীরটা দুলতে লাগলো। তার মোটা পা দুখানা ছিল লাল দাগে ও নীল ফোলা শিরায় ভরা।

মাসলফ অশ্লীল ভঙ্গি করে তার কাছে গেল; গ্ল্যাডকফও গেলেন তেম্নি করে। স্ত্রীলোকটি অশ্লীল কথা বল্‌তে বল্‌তে সকলকে একে একে আলিঙ্গন করলে। তারপর গায়কগণ তাকে চ্যাংদোলা করে মৃতের পাশে শুইয়ে দিলে।

যুবকটি আবার বেঞ্চি থেকে ওঠবার চেষ্টা করতে করতে বলে উঠলো, "ও—ও। না—না—"

কিন্তু তাকে আবার বেঞ্চিতে চেপে ধরা হ'ল। এবং নূতন নাচের, কিন্তু এক বিরক্তিকর গানের নিরানন্দ সুরের তালে স্ত্রীলোকটি তার ওপর ঝুঁকে তার ধূসরাভ স্তন-থলি দুটি দুলিয়ে নীরবে সমাধা করতে লাগলো যৌন-সঙ্গমের অশ্লীল প্রহসন।...

আমার বুকের মধ্যে কি যেন ফেটে গেল। আমি সেই লোকগুলির অবশিষ্টাংশের দিকে ছুটে গিয়ে ঘুষিতে তাদের দাঁত ভেঙে ফেললাম।

...সন্ধ্যার দিকে রেল-লাইনে বাঁধের নিচে তক্তার গাদার ওপর বসে আছি। আমার হাত দুখানার আঙ্গুলগুলো ভেঙে ও ছড়ে গেছে। সেগুলো থেকে রক্ত বার হচ্ছে, আর আমার বাঁ চোখটা গেছে ফুলে, কেটে। আকাশ থেকে পড়ছে পৃথিবীর মতোই নোংরা শরতের ঝির ঝিরে বৃষ্টি। আমি ভিজে ঘাসের গোছা উপড়ে তা দিয়ে মুখ ও হাত দুখানা মুছে ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম, একটু আগে আমাকে দেখানো হয়েছে কি।

আমি ছিলাম স্বাস্থ্যবান যুবক এবং অসাধারণ শক্তির অধিকারী। আমি এক হাতে এক মণ লোহা নিয়ে নয় বার আস্তে আস্তে মাথার ওপর তুলতে, নামাতে পারতাম; তিন মণী ময়দার বস্তা স্বচ্ছন্দে বইতে পারতাম। কিন্তু তখন আমার নিজেকে মনে হতে লাগলো রুগ্ন শিশুর মতো কাঁপা

ও দুর্ব্বল। এক তিক্ত বেদনায় আমার কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল। গ্রন্থগুলিতে অতি লোভনীয় করে চিত্রিত জীবনের যে সৌন্দর্য্যের কথা পাঠ করেছিলাম, চেয়েছিলাম তার সঙ্গে আকুল মিলন। চেয়েছিলাম, সানন্দে সেই জিনিষটিকে অভিনন্দিত করতে যা আমাকে বাঁচবার শক্তিতে ভরিয়ে তুলবে। জীবনের আনন্দ উপভোগের সময় আমার এসেছিল; কারণ আমি ঘন ঘন অনুভব করতাম, শক্তির প্রবাহ ও আবেগ।...আমার চলার পথে আমি যে অবিরত সাক্ষাৎ পাচ্ছিলাম, যা-কিছু নোংরা ও নিরর্থক, করুণ ও বিচিত্র। সেটা ছিল আমার কাছে বেদনাদায়কভাবে বিরক্তিকর।

রাতের আড্ডার অনুষ্ঠানটি মনে করতে পীড়া বোধ হচ্ছিল। গ্ল্যাডককের সেই চীৎকারে কান গিয়েছিল জুরে—

"কবর!"

এবং আমার চোখের সামনে স্ত্রীলোকটির বিশ্রী দেহটি খণ্ডিত হয়ে দুষ্ট ও লালসাময় কলুষের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল। তারই মধ্যে ওরা চাইছিল একটি জীবন্ত মানুষকে সমাধিস্থ করতে।

এখানে পেৎরোসকির "মঠ-জীবনের" লাম্পট্যের কথা মনে পড়ে গেল।...সেখানে ছিল সৌন্দর্য্যের কতকটা মূর্ত্তিপূজা... তাদের কাজে ছিল শঙ্কা।...

আর এখানে ক্লীবত্ব নেমে গেছে নিরানন্দ নৈরাশ্যে এবং সেই সহজপ্রবৃত্তি যা মৃত্যু-বিধ্বংস জীবনের ক্ষেত্রকে অনবরত নূতন করে বপন করে তা জগতের সকল সুষমার উদ্দীপক যা

তাকেও নষ্ট করছে কলুষময় প্রতিহিংসাভরা উপহাসে। এখানে জীবনের একেবারে মূলও—তার রহস্যভরা সুন্দর উৎসটিও নক্কারজনক কল্পনার ক্লেদে বিষময় হয়ে—তলে তলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু লোকের এমন ভয়ঙ্কর পতন যেখান থেকে হয়েছে সেই ওপরে জীবন কি রকম?

৬

সে সময়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই নিয়তি আমাকে প্রথম প্রেমের হর্ষ-বিষাদাত্মক বিক্ষোভ উপলব্ধি করিয়েছিল।

একদল বন্ধু ওকাতে নৌকা ভ্রমণের আয়োজন করেছিলেন এবং আমার ওপর ভার দেওয়া হয়েছিল সি—দম্পতীকে আমাদের দলে যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ করতে। তাঁরা সবে ফ্রান্স থেকে এসেছিলেন এবং আমার সঙ্গে তখনও তাঁদের আলাপ হয় নি। সেইদিন সন্ধ্যায় সেই প্রথম গেলাম তাঁদের বাড়ি।

তাঁরা ছিলেন একখানা পুরোনো বাড়ির ভিত-ঘরে। তার ঢোকবার মুখে ছিল, নোংরা জলের প্রকাণ্ড একটা পল্বল। পল্বলটা বসন্তকালে, কখন কখন গ্রীষ্মকালেও শুকোতো না। কুকুরেরা সেটা ব্যবহার করতো আয়নার মতো, আর শূকরেরা তাতে স্নান করতো।

কতকটা গম্ভীর মনে আমি পাহাড়ের ওপর থেকে গড়াতে গড়াতে এই লোকগুলির ওপর গিয়ে পড়লাম। তাঁরা ছিলেন

আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। সেখানকার বাসীন্দারা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। একটি স্থূলকায়, মধ্যমাকৃতি লোক দরজা দিয়ে বেরিয়ে আমার সামনে রুক্ষভাবে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরের পথ আগলে রইলেন। তাঁর মুখে ছিল পরিচ্ছন্ন, পাতলা দাড়ি, চোখ দুটি কোমল।

তাঁর কতকটা বিশৃঙ্খল মূর্ত্তিকে গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করে তিনি অশিষ্টের মতো আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি চাই!" এবং বেশ জোর দিয়ে আবার বললেন, "ভেতরে ঢোকবার আগে সর্ব্বদা দরজায় ঘা দেওয়া উচিত।"

তাঁর পিছনে, ঘরের আবছায়া অন্ধকারে, একটা প্রকাণ্ড সাদা পাখির মতো দেখতে কি যেন ঝট্‌পট্‌ করছিল ও চলে-ফিরে বেড়াচ্ছিল। খুব স্পষ্ট ও আনন্দময় একটি কণ্ঠস্বর বেজে উঠলো, "বিশেষ করে যদি আপনি বিবাহিত দম্পতীর সঙ্গে দেখা করেন।"

এবং কতকটা রোষের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করলাম, আমি যাঁদের খুঁজছি তাঁরাই সেই কিনা। লোকটি, তাকে দেখাচ্ছিল উন্নতিশীল দোকানদারের মতো, আমার কথায় "হাঁ" বলে উত্তর দিতে, আমার আসবার কারণটি বুঝিয়ে দিলাম।

তিনি ডাকলেন, "ও, ওলগা!"

এবং তাঁর হাতের বিক্ষুব্ধ চাঞ্চল্য দেখে বুঝলাম, তাঁর শরীরের সেই অংশ চিন্‌চিন্‌ করে উঠেছে যার কথা সচরাচর শহরে ব্যক্ত করা হয় না। সম্ভবত এই কারণে যে, স্থানটি পশ্চাদ্ভাগের ঈষৎ নিচেই অবস্থিত।

এক তন্বী যুবতী এসে দরজার চৌকাঠ ধরে তার নীল চোখ দুটিতে হাসি নিয়ে তাঁর জায়গায় দাঁড়ালো।

—"আপনি কে? পুলিশ!"

—"না, ওটা কেবল আমার পাজামাটি" আমি বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলাম। সেও হাসলো।

তার হাসি আমাকে ক্ষুণ্ণ করলো না; কারণ তার দু' চোখে যে হাসি উজ্জ্বল হয়ে ছিল তারই প্রতীক্ষায় আমি এতকাল ছিলাম। স্পষ্টত আমার পোষাকই তার আনন্দের উদ্রেক করেছিল। আমি পরে ছিলাম পুলিশের পাজামা ও শার্টের বদলে এক রঙুইকরের সাদা কোট।...

আমাকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে এবং একখানি চেয়ারের দিকে ঠেলে দিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, "এমন মজার পোষাক পরেছেন কেন?"

—"মজার কেন?"

সে আমাকে বন্ধুর মতো উপদেশ দিলে, "রাগ করো না।"

এমন বিচিত্র মেয়েটি! কে তার ওপর রাগ করতে পারে?

দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটি বিছানার ওপর বসে একটি সিগারেট পাকাতে ব্যস্ত ছিলেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "উনি তোমার বাবা না ভাই?"

ভদ্রলোকটি দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন, "ওর স্বামী।"

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে, "জিজ্ঞেস করছো কেন?"

আমি তার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে

রইলাম, এবং ক্ষণিক চিন্তার পর বললাম, "আমাকে ক্ষমা কর।"

আমরা সহজভাবে কথাবার্ত্তা বললাম পাঁচ মিনিট, কিন্তু তার মধ্যেই অনুভব করলাম মহিলাটির শার্ণ ডিম্বাকার মুখখানি ও সোহাগভরা চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে সেই ভিত-ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতে পারি।... সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ছিল তার চোখ দুটি। সে দুটি জ্বলতো এমন আনন্দের সঙ্গে, সোহাগে ও সখ্যভরা কৌতুকে।...

দাড়ি থেকে ধোঁয়া উড়িয়ে দিয়ে তার স্বামী বললে, "এখুনি মুষলধারে বৃষ্টি নামবে।"

আমি জানলার দিকে তাকালাম। আকাশ মেঘহীন, নক্ষত্রদল উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। বুঝলাম, আমার উপস্থিতি লোকটির অসন্তোষ উৎপাদন করছে। যখন কেউ তারও অজ্ঞাতে যা বহুকাল ধরে খুঁজছে তার সাক্ষাৎ পায় তখনকার মতো শান্তিময় আনন্দপূর্ণ অন্তরে আমি সেখান থেকে চলে এলাম।

সারারাত্রি মাঠে ঘুরে বেড়ালাম। অন্তরে অন্তরে সেই নীল সোহাগমাখা ঔজ্জ্বল্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম এবং ভোরে আমার দৃঢ় প্রতীতি জাগলো যে, সেই পরিতৃপ্ত বিড়ালের মতো গোঁফওয়ালা বুড়ো ভাল্লুকটা ক্ষুদ্র মহিলাটির স্বামী নয়। এমন কি তার প্রতি আমার অনুকম্পাও জাগলো। বেচারী! ভেবে দেখুন, তরুণীটি এমন একটা

লোকের সঙ্গে আছে যার দাড়িতে রুটির টুক্‌রো লেগে থাকে।

পরদিন আমরা ওকার বিক্ষুব্ধ বুক বেয়ে উঁচু পাড়ের তলা দিয়ে গেলাম দূরে ভাটিতে। পৃথিবী সৃষ্ট হবার পর থেকে সেই দিনটিই ছিল সবচেয়ে সুন্দর। সূর্য্য আশ্চর্য্য রকমে উজ্জ্বল এবং আকাশখানি যেন উৎসবের সাজ পরেছে। নদীর বুকের ওপরকার বাতাস পাকা ষ্ট্রবেরির গন্ধভরা। সকলেরই হঠাৎ মনে পড়লো যে, তারা বাস্তবিকই পরিপূর্ণ মানুষ এবং তাতে তাদের প্রতি আমার মন আনন্দময় স্নেহে ভরে উঠলো। এমন কি আমার সেই প্রণয়িণীর স্বামীও দেখালেন যে তিনি অসাধারণ লোক। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তিনি একই নৌকোয় উঠলেন না। সেই নৌকোতে আমি দাঁড়ে বসে সারাদিন বুদ্ধিমানের মতো ব্যবহার করতে লাগলাম। গোড়ার দিকে তিনি আমাদের বুড়ো গ্ল্যাডষ্টোনের সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। তারপর একমগ চমৎকার দুধ খেয়ে একটি ঝোপের তলায় সন্ধ্যা অবধি সদ্যোজাত শিশুর ঘুম ঘুমোলেন। আমাদের নৌকোখানাই অবশ্য বন-ভোজনের জায়গায় আগে পৌঁছে ছিল। আমার প্রণয়িণীকে দু'হাতে তুলে ডাঙ্গায় নামাতে সে বললে, "তোমার গায়ে কি জোর!..."

অনুভব করলাম, আমি যে কোন স্তম্ভকে সেখানে তুলে ফেলে দিতে পারি। মহিলাটিকে বললাম, আমি তাঁকে সেখান থেকে শহরেও বয়ে নিয়ে যেতে পারি। শহরটা ছিল সেখান থেকে প্রায় সাত শত মাইল দূর। সে ধীরে হাসলো; তার চোখ দুটি দিয়ে আমাকে সোহাগ করলো। সে দুটি আমার সামনে

সারাদিন উজ্জ্বল হয়ে রইলো। অবশ্য আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মালো যে, সে ছুটি কেবল আমার জন্যেই উজ্জ্বল হয়ে আছে।...

আমি সত্বর জানতে পারলাম, তার তারুণ্য সত্বেও সে আমার চেয়ে দশ বছরের বড়। সে বিয়েলষ্টকের "অভিজাত তরুণীদের" শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভ করেছে, জারের শীত-মহলের অধ্যক্ষের সঙ্গে বাগ্‌দানে আবদ্ধ হয়েছিল এবং প্যারিতে থাক্‌তো। সেখানে সে পড়াশুনো করতো ও প্রসূতি-বিজ্ঞান শিখেছিল। দেখা গেল তার মাও ছিলেন ধাত্রী এবং আমার এই পৃথিবীতে আসবার সময় তিনি সাহায্য করে-ছিলেন। ব্যাপারটিকে আমি শুভ লক্ষণের মতো মনে করে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলাম।

তার পরিচয় ঘটেছিল, বোহেমীয় দলের ও যারা দেশ ছেড়ে যাচ্ছিল বিদেশে বাস করতে তাদের সঙ্গে। তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে তার স্বল্পস্থায়ী প্রণয়-ব্যাপার ঘটে। সে প্যারি, পিটার্‌স্‌বুর্গ, ভিয়েনার ভিতঘরে ও চিলেকোঠায় অনশনে ও প্রায় সেই রকম অবস্থায় জীবন কাটাবার ফলে রূপান্তরিত হয়েছিল জটিল, বিচিত্র ও গভীর কৌতূহলোদ্দীপক মানুষরূপে যদিও তখনও সে ছাত্রী। সে ছিল টিটমাউস্ পাখির মতো হাল্কা ও চট্‌পটে। সে জীবন ও মানবকে পর্য্য-বেক্ষণ করতো স্বল্পবয়স্ক বুদ্ধিমান পশুর তীক্ষ্ণ কৌতূহলে। সে জানতো কি করে উদ্দীপক ফরাসী সঙ্গীত গাওয়া যায়। সে খুব সুন্দর ভাবে সিগারেট খেত, বেশ কৌশলের সঙ্গে ছবি আঁকতে

পারতো, অভিনয়ে মনোহর অভিনয় করতো। স্বহস্তে তার নিজের ফ্রকগুলোও সেলাই করতো, টুপি তৈরী করতো। আর প্রসূতি-বিদ্যা? তার সে জন্যে মাথা ঘামাতো না। বলতো, "আমি চারটি কেসের শুশ্রূষা করেছি। কিন্তু সেগুলোর মৃত্যু-সংখ্যা হয়েছিল শতকরা পঁচাত্তরটি।"...

সে যে ভিত-ঘরে থাকতো সেটি ছিল দুটি ঘরে বিভক্ত—একটি ছিল রান্নাঘর ও ঢোকবার পথও, অপরটি ছিল বড় ঘর। তার রাস্তার দিকে ছিল তিনটি এবং নোংরা, নানারকমের জিনিষ ছড়ানো আঙিনার দিকে ছিল দুটি জানলা। ঘরখানা মুচির কারখানার পক্ষে ছিল যথেষ্ট আরামের জায়গা, কিন্তু যে মার্জ্জিতরুচি মহিলাটি প্যারিতে, মহাবিপ্লবের নগরে, মলিয়ার, বুমাশিয়া, হুগো ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেখানে ছিলেন, সেখানে বাস করেছে তার যোগ্য নয়। সেখানে অনেক কিছু ছিল, যা আমার চোখে বিসদৃশ ঠেকতো; সে কিন্তু সে-সব কিছু লক্ষ্য করতো না।

সে কাজ করতো সকাল থেকে রাত্রি অবধি। সকালে সে রান্নাঘরের ও ঘরসংসারের কাজে ব্যস্ত থাকতো। সে সব শেষ হলে সে জানালার নিচে একখানি বড় টেবিলের ধারে বসে সারাদিন পেন্সিল দিয়ে আঁকতো, স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ফটোগ্রাফ নকল করতো, মানচিত্রে দাগা বুলিয়ে অন্য কাগজে তুলতো, তার স্বামীকে সংখ্যাবিজ্ঞানের প্রবন্ধ লেখবার কাজে সাহায্য করতো। খোলা জানলা দিয়ে পথের ধূলো উড়ে পড়তো তার চুলে। কাগজগুলোর ওপরে লক্ষারিত

হত পথিকগণের স্থুল, ঘন ছায়া। সে কাজ করতে করতে গান গাইতো এবং বসে বসে ক্লান্ত হলে, লাফ দিয়ে উঠে চেয়ারের সঙ্গে ওয়াল্‌জ নাচ নাচতো বা তার ছোট মেয়েটির সঙ্গে খেলা করতো। অনেক রকম নোংরা কাজ করলেও সে সব সময়েই থাকতো মার্জারীর মতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

তার স্বামীটি ছিল শান্ত ও অলস। সে বিছানায় শুয়ে অনুবাদ-উপন্যাস, বিশেষ করে ডুমার উপন্যাস পড়তে ভালোবাসতো। সে বলতো, "এতে মস্তিষ্কের কোষগুলো পরিষ্কার হয়।" "একেবারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ" থেকে সে জীবনকে পর্য্যবেক্ষণ করতে আনন্দ পেত।...খাবার পর বলতো, "আমাদের দেহের বিভিন্ন কোষে পাকস্থলী থেকে পাচকরস সঞ্চরণের জন্যে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দরকার।"

এবং দাড়ি থেকে রুটির টুকরোগুলো ঝেড়ে ফেলতে ভুলে গিয়ে সে বিছানায় শুয়ে কয়েক মিনিট গভীর মনোযোগ দিয়ে ডুমা বা আর কিছু পড়তো এবং তারপর দু-তিন ঘণ্টা ফোঁস ফোঁস করে ঘুমোত। এবং জেগে উঠে অনেকক্ষণ ধরে ছাদের গায়ে ফাটলটার দিকে গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে থাকতো।

সে কুসমার সঙ্গে তর্ক করতে বেরিয়ে যেত; যাবার সময় তার স্ত্রীকে বলতো, "ময়দান জেলার যে-সব চাষীর ঘোড়া নেই আমার জন্যে তাদের একটা হিসেব করে রেখ। আমি শিগ্‌গিরই ফিরে আসবো।"

সে ফিরে আসতো প্রায় মাঝ রাত্রে বা তার পরে খুব হৃষ্ট মনে।

খাবার পর, "পরিপূর্ণ বিশ্রাম" লাভ করে সে, মেয়েটিকে বিছানায় শুইয়ে এই ধরনের গল্প বলে তাকে ঘুম পাড়াতো—"তারপর রক্তলোলুপ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী বোনাপার্টি ক্ষমতা দখল করে…"

তার স্ত্রী এই সকল বক্তৃতা শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে কেঁদে ফেলতো, কিন্তু সে তার ওপর রাগ করতো না এবং নিজেও ঘুমিয়ে পড়তো। মেয়েটিও তার রেশমী দাড়িগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করে ঘুমিয়ে পড়তো একটা বলের মতো তাল-গোল পাকিয়ে। আমি তার সঙ্গে খুব ভাব করেছিলাম। সে বোলেসলাভের বক্তৃতার চেয়ে আমার গল্পই খুব বেশি মন দিয়ে শুনতো; তাতে বোলেসলাভের মনে জাগিয়ে তুলেছিল ঈর্ষার ভাব।

সে বলতো, "পেশকভ, আমি প্রতিবাদ করছি। বাস্তবের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের প্রথম বিধিগুলির সঙ্গে শিশুর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। তুমি যদি ইংরেজী জানতে আর শিশু-মনের স্বাস্থ্যবিধি নামে বইখানি পড়তে…"

সে নিজে ইংরেজী ভাষার মাত্র একটি শব্দ জানতো; সেটি হচ্ছে, "গুড্ বাই।" তার বয়স ছিল আমার দ্বিগুণ। কিন্তু সে পুডলের মতো কৌতূহলী ছিল। সে গল্প-গুজব করতে আর দেখাতে ভালোবাসতো যে, কেবল রুষ-দেশের নয় বিদে-শেরও বিপ্লবী-সঙ্ঘের সমস্ত রহস্যই তার জানা। হয়তো সে বাস্তবিকই সে-সব ভাল করেই জানতো। দেখতাম্, রহস্যময় লোকেরা তার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে আসতো। তাদের

সকলেরই আচরণ ছিল শোকান্তক নাটকের অভিনেতার মতো; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাদের অভিনয় করতে হতো নির্ব্বোধের ভূমিকা।...

একদিন আমি বোলেসলাভের বাড়িতে এসে একটি ছোট-খাট চটপটে লোককে দেখতে পেলাম। তার মাথাটি ছিল ছোট। তার পরনে ছিল চৌখুপী পাজামা, গায়ে ছাই রঙের ওয়েষ্টকোট, পায়ে মচমচে বুট। বোলেসলাভ আমাকে রান্নাঘরে ঠেলে দিয়ে কানে কানে বললে, "লোকটা আসছে প্যারিস থেকে। ও কোরোলেংকোর জন্যে গুরুত্বপূর্ণ খবর এনেছে। তিনি যাতে ওর সঙ্গে দেখা করেন তার ব্যবস্থা করে দিন।"

আমি কাজটির ভার নিলাম। কিন্তু দেখা গেল, একজন কোরোলেংকোকে রাস্তায় নবাগতকে দেখিয়ে দিলে তিনি বলে উঠলেন, "ঐ ভাঁড়টার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

এই প্যারিসীয় বন্ধুটির ও বিপ্লবের জন্য বোলেসলাভ ক্ষুণ্ণ হয় এবং দু'দিন ধরে সে কোরোলেংকোর উদ্দেশ্যে একটি চিঠির খসড়া তৈরি করে। চিঠিতে সে সব রকম রচনাশৈলী ব্যবহার করে, ঝাঁঝালো সুর থেকে কোমল সুর পর্য্যন্ত। শেষে পত্র-সাহিত্যের নিদর্শনগুলি আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। অল্পকালের মধ্যেই মস্কো, নিজনি, ভ্লাদিমিরে অনেক ধর-পাকড় হয়। প্রমাণ পাওয়া যায়, যারা উস্কানি দিয়েছিল সেই চৌখুপী পাজামাপরা লোকটার নাম তাদের তালিকায় রয়েছে সকলের আগে।...

আমার ভালোবাসা গভীর হয়ে, যন্ত্রণা হয়ে উঠলো। আমার প্রণয়িনী টেবিলের ওপর ঝুঁকে যখন কাজ করতো আমি তাকে দেখতাম; তাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করবার বাসনায় আমার অন্তর ক্ষুব্ধ উত্তেজনায় পূর্ণ হয়ে উঠতো।

আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে তাকে নিয়ে যেতে ইচ্ছা হত সেই প্রকাণ্ড খাট, সাবেক ও ভারী সোফা যার ওপর ঘুমোচ্ছে তার মেয়েটি, ধূলোমাখা বই-কাগজ-পত্র ভরা অনেকগুলো টেবিলে ঠাসা সেই জঘন্য ভিতঘর থেকে দূরে।... নারীটিকে আমি ভালোবাসতাম অপ্রকৃতিস্থের, উন্মাদের মতো। একটা দুষ্ট কু-অভিসন্ধিভরা বাসনায় আমি তার প্রতি অনুকম্পা দেখতাম।

সে বলতো, "তোমার সম্বন্ধে আরও বল।"

আমি তাকে বলতে আরম্ভ করতাম; কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলতো, "এ তোমার বিষয় নয়!"

উপলব্ধি করতাম, যা বলছি তা আমার সম্বন্ধে খাটে না, কিন্তু যাতে আমি জড়িয়ে আছি, খাটে তাইতে।...সে নিজের সম্বন্ধে যেরকম অসাবধানের মতো আর অপরের সম্বন্ধে যেরকম অনুগ্রহ ভরে কথা বলতো তাতে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, এই মানুষটি সাধারণ জ্ঞানের অতীত কিছু জানে।...আমি তাকে ভালোবাসতাম যৌবনের সকল শক্তি ও কামনা দিয়ে। এই কামনাকে সংযত করতে আমার বেদনা বোধ হত—কারণ সেটা আমার দেহকে দগ্ধ করে আমার সকল শক্তিকে নিষ্কাশিত করে দিচ্ছিল। যদি আমার মন সরল ও

পাশবিক হত, তাহলে আমার পক্ষে সহ্য করা ছিল সহজ; কিন্তু আমার বিশ্বাস নারীর সঙ্গে সম্পর্ক সঙ্গমেই সীমাবদ্ধ নয়। তার নিম্নতম, রূঢ়তম রূপের সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। বলিষ্ঠ ও উদগ্র কল্পনাপ্রবণ, কতকটা কামুক প্রকৃতির যুবক হওয়া সত্ত্বেও এই কাজটি আমার মন ঘৃণায় ভরে তুলতো।

বুঝতে পারি না, এই রসভরা স্বপ্নটি কি ভাবে গড়ে উঠেছে এবং কি ভাবে এটা আমার কল্পনায় জেগে আছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে, আমার জানার বাইরে এমন কিছু আছে যা আমার অজানা এবং তার মধ্যেই আছে পুরুষ ও নারীর সঙ্গমের রহস্যময় অর্থ। আমার বিশ্বাস ছিল, মহান প্রথম আলিঙ্গনে নিহিত আছে, আনন্দময় এবং এমন কি গভীর কিছু। আর সেই আনন্দের মাঝেই থেকে মানুষ পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। এই রঙ্গিন ভাবগুলি যে আমার অধীত উপন্যাসগুলি থেকে আহরণ করে ছিলাম, তা আমার মনে হয় না। বাস্তবের সঙ্গে বিরোধে সেগুলো আপনা হতেই সঞ্চিত হয়েছিল ও বৃদ্ধি পেয়েছিল।...

লোকের যখন জানা থাকে না—কল্পনা করে। এবং পুরুষের অর্জ্জিত সব চেয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান হচ্ছে নারীকে ভালোবেসে, তার সৌন্দর্য্যের উপাসনা করে। জগতে যে সুষমা সম্ভার রয়েছে তার জন্ম নারীর প্রতি পুরুষের ভালোবাসা থেকে।

একদিন স্নান করবার সময় আমি একখানা বজরার পিছনের গলুই থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তাতে বজরার গায়ের

কাছিতে আমার বুকে আঘাত লাগে এবং দড়িতে পা আটকে মাথা নিচের দিকে করে জলের মধ্যে করে ঝুলতে থাকি। আমার দম বন্ধ হয়ে যায়। একটি ঠেলাগাড়িওয়ালা আমাকে টেনে তোলে। সকলে প্রক্রিয়া করে বাঁচায়। আমার শরীরের চামড়া ছিড়ে যায়। ফলে আমার কণ্ঠনালিতে রক্তপাত হয়; আমি বিছানায় পড়ে থাকতে ও বরফ খেতে বাধ্য হই।

আমার প্রণয়ীনীটি এসে আমার বিছানার পাশে বসে আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস করে, "কি করে ব্যাপারটা ঘটলো?" তার চোখ দুটি হয়ে ওঠে ব্যথা-কাতর।

তাকে জিজ্ঞেস করি, সে কি লক্ষ্য করেছে, আমি তাকে ভালোবাসি?

সে হেসে বলে, "হাঁ, লক্ষ্য করেছি। এটা অন্যায় যদিও আমিও তোমাকে ভালোবাসতে শিখেছি।" অবশ্য এই কথাগুলি শুনে সারা পৃথিবী কাঁপতে এবং বাগানের গাছগুলি আনন্দনাচ নাচতে লাগলো। আমার আনন্দ এমন অপ্রত্যাশিত হল যে, উল্লাসে মূক হয়ে গেলাম এবং আমার মুখখানি তার জানু দুটির মাঝে চেপে ধরলাম। আমি যদি তাকে আমার দেহের সঙ্গেও জোরে চেপে না ধরতাম তাহলে হয়তো সাবানের ফেনার মতো জানলা দিয়ে যেতাম উড়ে।

আমার মাথাটি আবার বালিশে রাখবার চেষ্টা করতে করতে সে কঠোর স্বরে বললে, "নড়ো না। তোমার পক্ষে খারাপ। নড়া-চড়া করলে আমি চলে যাব। তুমি আগা-গোড়াই পাগল। আমি জানতাম না যে এ রকমের লোক

আছে। তুমি ভাল হয়ে উঠলেই আমরা মনের কথা বলবো।"

এর দিন কয়েক পরে একদিন আমি খাদের ধারে মাঠে বসে আছি। নিচে ঝোপে-ঝাপে বাতাস মর্ম্মর ধ্বনি তুলছে। মাথার ওপর জলভরা ধূসর আকাশ। একটি নারী সরল ভাবে আমাকে বলছে, আমাদের বয়সের পার্থক্যের কথা, বলছে আমার পড়াশুনো চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং স্ত্রী ও সন্তান দিয়ে আমার নিজেকে ভারাক্রান্ত করে তোলা এখন অসমীচিন। কথাগুলি এমন সত্য যে, উৎসাহহীন হয়ে পড়তে হয় এবং মা যেমন করে বলেন, সে বলছিলও তেম্নি করে। আর এই কারণেই আমার ভালোবাসাকে ও সেই নারীটির প্রতি শ্রদ্ধাকে দিচ্ছিল আরও উদগ্র করে। তার কোমল কথাগুলি শুনতে শুনতে অনুভব করছিলাম অনির্ব্বচনীয় বিষাদ ও সুখ। কারণ সে রকম কথা আমাকে একজন বললে, সেই প্রথম।...

তার কোমল কণ্ঠস্বর কানে এল, "কিছু ঠিক করবার আগে আমরা এটা সাবধানে ভেবে দেখবো। অবশ্য বোলেসলাভের সঙ্গে ব্যাপারটার আলোচনা আমাকে করতেই হবে। সে বুঝতে পারছে কোথায় খারাপ কি একটা ঘটছে। তাই ভীরুর মতো ব্যবহার করে। আমি নাটকীয় দৃশ্য ঘৃণা করি।"...

আমার পাজামাটি কোমরের কাছে ছিল খুব বড়। তাই জায়গাটা গুটিয়ে সেখানে একটা তিন ইঞ্চি লম্বা পিতলের পিন গেঁথে রেখে ছিলাম।

পিনটার তীক্ষ্ণ মুখটা আমার গায়ের চামড়া অনবরত আস্তে

আস্তে ছিঁড়ে ফেলছিল—এবং এক বিশ্রী মুহূর্তে সমস্ত পিনটাই আমার পাঁজরায় ঢুকে গেল। আমি অলক্ষ্যে সেটা টেনে বার করলাম এবং সভয়ে দেখলাম, গভীর ক্ষতটা থেকে রক্ত বেরিয়ে এসে পাজামাটাকে ছুবিয়ে দিচ্ছে। আমি কোন আনডারক্লোথ পরতাম না; রাঁধুনির কোটটাও পড়ে ছিল মাত্র কোমর অবধি।

কি করে উঠে গায়ের সঙ্গে লেপটানো ভিজে পাজামাটি পরে হেঁটে যাব? ব্যাপারটার হাস্যকর দিকটা উপলব্ধি করে আমি ভূমিকা ভুলে যাওয়া অভিনেতার মতো অস্বাভাবিক ভাবে খুব উত্তেজনার সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম।

সে কয়েক মুহূর্ত আমার কথা শুনে বিস্ময়ে বললে, "কি বড় বড় কথা! তুমি হঠাৎ বদলে গেছ।"

তাতে আমার পক্ষে নীরব হওয়া সহজ হ'ল।

সে বললে, "চল; বৃষ্টি নামবে।"

—"আমি এখানে থাকবো।"

—"কেন?"

তাকে কি উত্তর দেব?

আমার মুখের দিকে কোমল ভাবে তাকিয়ে বললে, "আমার ওপর রাগ করেছো?"

—"না; আমার ওপর।"

—"তোমার নিজের ওপর রাগ করবার দরকার নেই।" বলে সে উঠে পড়লো। আমি অসহায় ভাবে তপ্ত ধাঁরায় বসে

রইলাম, উঠ্‌তে পারলাম না।…মনে মনে তার কাছে প্রার্থনা করলাম, "যাও।"

সে চলে গেল। আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।…

তার স্বামী চোখের জলের ধারা, মনোরসভরা জঞ্জাল ও করুণ বাক্যাবলী বর্ষণ করলে। সেই ক্লেদাক্ত জলধারা সাঁতরে পার হয়ে আমার কাছে আসবার তার সাহস হল না।

সে সজল নয়নে বললে, "ও এমন অসহায়, আর তুমি এমন শক্তিমান। ও আমাকে বলেছে, 'তুমি যদি আমাকে ছেড়ে যাও তাহলে সূর্য্য বিহনে ফুলের মতো আমি শুকিয়ে যাব।' "

আমি ফুলটির ছোট পা দুখানি, নারীসুলভ নিতম্ব ও গোল ভুঁড়িটির কথা মনে করে না হেসে পারলাম না। তার দাড়িতে মাছি বাস করতো। তাদের জন্য সেখানে সব সময়ে ছিল খাবার।

সে সহাস্যে আবার বললে, "জানি, এটা শুনতে মজার লাগে। তবুও ওর অবস্থা শোচনীয়।"

—"আমারও।"

—"তুমি অল্পবয়স্ক, শক্তিমান…"

মনে হয় তখন সেই প্রথম যারা দুর্ব্বল তাদের আমি ঘৃণা করতে শুরু করি। ভবিষ্যতেও এর চেয়েও গুরুতর অবস্থায় আমার লক্ষ্য করবার কারণ ঘটেছিল যে, শক্তিমানেরা যখন দুর্ব্বলদের দ্বারা পরিবৃত থাকে, তখন তারা হয় কি শোচনীয়-ভাবে অসহায়; যাদের ভাগ্যে ধ্বংস অনিবার্য্য তাদের ব্যর্থ

অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য হৃদয় ও মস্তিষ্কের কত মূল্যবান শক্তির অপচয় হয়।

তারপর অল্পকাল পরেই প্রায় উন্মাদ অবস্থায় আমি শহর ছেড়ে আলেয়ার মতো রুষদেশের পথে পথে ঘুরে বেড়াই। ...দু বছরেরও বেশি কেটে যাবার পর আমি যখন টিফলিসে—তখন শরৎকাল—কে একজন আমাকে বললে, আমার প্রণয়িনী প্যারী থেকে ফিরে এসেছে এবং আমি যে সেই শহরেই আছি এই খবরে আনন্দিত হয়েছে। আর আমি তেইশ বছরের এক শক্তিমান যুবক, জীবনে সেই প্রথম মূর্চ্ছা গেলাম। আমি নিজে থেকে তার কাছে যাবার মতো শক্তি পেলাম না, কিন্তু সে শীঘ্রই তার এক বন্ধুকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালো...

আমি তার কাছে গেলে শহরের ওপর ঝড়-ঝঞ্ঝা ও মুষল-ধারে বৃষ্টি এল। সেই ভীষণ শব্দে তার ছোট মেয়েটি বালিশে মুখ লুকিয়ে রইলো আর আমরা দুজনে জানলায় দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎচমকে অন্ধ হয়ে অজানা কারণে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলতে লাগলাম।

সে বললে, "এরকম ঝড় আমি কখন দেখিনি।" এবং হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, "আমাকে ভালবাসা রোগটা তোমার সেরে গেছে?"

—'না।"

তাকে বিস্মিত বোধ হ'ল; বললে, "তুমি কি রকম বদলে গেছ। একেবারে আলাদা লোক হয়ে গেছ। এখানকার

লোকে তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা বলে। তুমি এসেছিলে কেন? এতকাল এখানে কি করছিলে?"

আমি বসে বসে মাঝ রাত অবধি তার সঙ্গে গল্প করলাম। ...যাবার সময় লক্ষ্য করলাম, বিদায় দেবার সময় তার মুখে বয়স্কদের উচ্চাঙ্গের হাসি নেই। আগে আমি তাতে একটু ক্ষুণ্ণ হতাম।...

শীতকালে তার মেয়েটিকে নিয়ে সে নিজনিতে আমার কাছে এল। একটি প্রবচন আছে: "গরীবে বিয়ে করলে রাতও হয় ছোট।" এর মধ্যে নিহিত সত্যটি আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যাচাই করি।

মাসিক দু রুবল দিয়ে আমরা একটা প্রাসাদ ভাড়া করি। সেটা ছিল এক পাদ্রির বাগানের মধ্যে স্নানের ঘর। আমি থাকতাম সামনের অংশে, আর আমার স্ত্রী দখল করেছিলেন সামনের বড় ঘরখানা। সেটা বৈঠকখানার কাজ করতো। প্রাসাদটি বিবাহিত জীবনের পক্ষে আদৌ উপযোগী ছিল না। কেন না, তার কোণ ও গর্তগুলোতে জমতো বরফ। যত রকমের পোশাক আমার ছিল সব জড়িয়ে আমি কাজ করতাম। গায়ে কার্পেটও জড়াতাম। এসব সত্ত্বেও আমার কঠিন বাত-ব্যাধি হয়। আমার স্বাস্থ্য ও সহনশীলতার কথা বিবেচনা করলে এটা আদৌ সমর্থন করা যায় না।

ঘরখানা ছিল একটু গরম। কিন্তু স্টোভ জ্বাললেই আমাদের সমস্ত বাড়িখানা পচা জিনিষ, সাবানের গন্ধে যেত ভরে। মেয়েটিকে চীনে পুতুলের মতো দেখাতো; তার চোখ

ছুটো ছিল সুন্দর। সে ভীরু হয়ে পড়লো এবং মাথাব্যথায় কষ্ট পেতে লাগলো।. বসন্তকালে ঘরগুলো হল মাকড়সা ও কেন্নোর বাসা। মা ও মেয়ে দুজনেই সেগুলোর ভয়ে অস্থির। আমি রবারের জুতো দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেগুলোকে মারতাম। ছোট ছোট জানলায় ছিল এলডার ও বুনো রাসপবেরির জঙ্গল। মাতাল পাদ্রিটা আমাকে সেগুলো তুলে ফেলতে বা ছাঁটতে দিত না।

অবশ্য এর চেয়ে আরামের বাসগৃহ আমরা সংগ্রহ করতে পারতাম। কিন্তু আমি পাদ্রির টাকা ধারতাম, আর সেও আমাকে ছাড়তে চাইতো না।

সে বলতো, "তোমাদের ওসবে অভ্যেস হয়ে যাবে। যদি তা না হয়, আমার টাকাগুলো শোধ দিয়ে যেখানে খুশি, এমন কি ইংরেজদের কাছেও যেতে পার।"

সে ইংরেজদের পছন্দ করতো না; বলতো, "ওরা অলস জাত; ওরা একটিমাত্র জিনিষ আবিষ্কার করেছে। সেটি হচ্ছে 'পেসেনস্' খেলা। ওরা লড়াই করতে জানে না।"

তার শরীরটা ছিল বিশাল, মুখখানা গোল, মুখে ছিল চওড়া লাল দাড়ি। সে এত মদ খেত যে, গির্জ্জায় আর কাজ করতে পারতো না। সে এক ধোপানীর প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। আর সেই ধোপানীটার নাকটা ছিল চোখা, গায়ের রঙ ময়লা। তাকে দেখতে ছিল একটা দাঁড়কাকের মতো।

পাদ্রি দাড়ি থেকে হাতের চেটো দিয়ে চোখের জল মুছে বলতো, "বুঝতে পারি ওটা একটা বাজে মেয়েমানুষ; কিন্তু ও

আমাকে সেন্ট বাইমিয়া-মার কথা মনে করিয়ে দেয়। তাই ওকে ভালোবাসি।"

আমি সেন্টদের নাম পঞ্জীটা বেশ ভাল করে দেখেছিলাম, কিন্তু ওই নামের কোন সেন্টকেই খুঁজে পাইনি।

আমি নাস্তিক বলে সে আমার ওপর ভীষণ রুষ্ট ছিল এবং ভগবানে বিশ্বাসের পক্ষে আমার মনকে নিম্নলিখিত যুক্তি দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতো, "বাবা, ব্যাপারটাকে কাজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখ। অবিশ্বাসী বেশি নেই, কিন্তু বিশ্বাসী আছে লক্ষ লক্ষ! তার কারণ কি? কারণ জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচে না, তেম্নি আত্মাও ধর্ম্মের বাইরে বাঁচতে পারে না। এটা কি অকাট্য নয়? সেজন্যে—এস আমরা তার উদ্দেশ্যে মদ খাই।"

—"আমি মদ খাই না। আমার বাত।"

সে একটা হেরিং মাছে কাঁটা বিঁধিয়ে সেটা শূন্যে তুলে শাসাতে শাসাতে বলতো, "ওটাও এসেছে নাস্তিকতা থেকে—"

আমি বিনিদ্র রজনী যাপন করতাম; আমার স্ত্রীর কাছে এই স্নানের ঘরটির জন্য নির্ম্মম ভাবে লজ্জিত, ব্যথিত হতাম। প্রায়ই মাংস বা খাবার অথবা মেয়েটির জন্য কোন খেলনা কেনাও হত অসম্ভব। এই হাস্যকর দারিদ্র্যও আমাকে ব্যথিত, লজ্জিত করতো। দারিদ্র্য হচ্ছে পাপ। তা ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে কষ্ট বা পীড়া দিত না।

কিন্তু সেই মার্জিত রুচি মহিলাটির এবং বিশেষ করে তার মেয়েটির কাছে সে জীবন ছিল—নরক।

রাত্রে আমার কোণটিতে টেবিলে বসে আরজি, আবেদন নকল করতে করতে, গল্প লিখতে লিখতে, আমি দাঁতে দাঁত ঘষতাম; নিজেকে, মনুষ্য-জাতিকে, ভাগ্যকে ও ভালোবাসাকে অভিসম্পাত দিতাম।

মহিলাটি মাতৃবৎ উদার আচরণ করতেন—তাঁর পুত্রটি যে তাঁর কষ্ট দেখে এটা তিনি চাইতেন না। তাঁর মুখ থেকে এই হীন জীবনের সম্বন্ধে একটি অনুযোগও বার হয় নি। আমাদের অবস্থা যত কঠোর হয়ে উঠতে লাগলো, তাঁর কণ্ঠস্বর বাজতে লাগলো ততই নির্ভীক ভাবে, হাসি হয়ে উঠতে লাগলো ততই উজ্জ্বল। সকাল থেকে রাত অবধি তিনি পাদ্রিদের ও তাদের মৃত স্ত্রীদের ছবি আঁকতেন; জেলার মানচিত্র আঁকতেন—একটি প্রদর্শনীতে এই সব মানচিত্রের জন্য তাঁকে একটি স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। প্রতিকৃতির অর্ডার শেষ হয়ে গেলে ন্যাকড়া, খড় ও তার দিয়ে মহিলাদের টুপি সাজাতেন।...

আমি এক উকিলের দপ্তরে কাজ করতাম এবং স্থানীয় একখানি পত্রিকায় গল্প লিখতাম। তার পারিশ্রমিক পেতাম প্রতি ছত্র দু কোপেক। সন্ধ্যায় চায়ের টেবিলে, কোন অতিথি থাকলে, আমার স্ত্রী বাইয়েলোস্টকে মেয়েদের স্কুলে সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্দার "সম্ভ্রান্ত কুমারীদের" মধ্যে কি ভাবে মিষ্ট বিতরণ করতেন তার উজ্জ্বল, স্পষ্ট বর্ণনা দিতেন। এই বিদ্যালয়টি থেকে তাঁদের মধ্যে জন কতক রহস্যজনকভাবে সন্তান-

সম্ভবা হত এবং জারের সঙ্গে বাইয়েলোয়াইয়েগের বনে শিকারে গিয়ে কোন কোন সুন্দরী মেয়ে অদৃশ্য হত। পরে পিটার্সবুর্গে শোনা যেত তাদের বিয়ের কথা।

আমার স্ত্রী উৎসাহের সঙ্গে প্যারীর গল্প করতেন। আমি বিভিন্ন পুস্তক থেকে তা আগেই জানতে পেরেছিলাম।...

একদিন সে আমাকে বললে, "যখন কোন রুষ প্রেমে পড়ে সে হয়ে ওঠে বাচাল আর ভারিক্কী—তার বাচালতার জন্যে কখন কখন সে হয় নক্কারজনক। কেবল ফরাসীরাই জানে কিরকম সুন্দর করে ভালোবাসতে হয়—তাদের কাছে ভালোবাসা ধর্ম্মের প্রায় কাছাকাছি।"

এর পর থেকে তার কাছে আমি অজ্ঞানিতেই সতর্ক ও সংযত হয়ে পড়ি।

ফরাসী দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে সে বলতো, "তাদের মধ্যে তুমি সব সময় উচ্ছ্বাসময় কোমলতা খুঁজে পাবে না বটে কিন্তু তারা সেটা আনন্দ, বিস্তৃত কামে চমৎকার পুষিয়ে দেয়। প্রেম হচ্ছে তাদের কলা।" যে-জ্ঞান আমি অন্বেষণ করছিলাম, সেটা ঠিক সে জ্ঞান নয়; তবুও শুনতাম, বুভুক্ষুর মতো। "রুষ ও ফরাসী মেয়েদের মধ্যে মনে হয়, ফল আর ফল থেকে তৈরী মিষ্টান্নের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে ঠিক সেই পার্থক্য।"

এক জ্যোৎস্নারাত্রে আমরা যখন বাগানে লতাগৃহে বসে ছিলাম, সে কথাগুলি বলে ছিল তখন। সে নিজেই ছিল মিষ্ট।...

আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম দিনগুলিতে উদ্দীপনাবশে আমি তার কাছে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক বিষয়ে

আমার রসপূর্ণ ধারণা ব্যক্ত করলে সে অত্যন্ত বিস্মিত হয়।

চন্দ্রের নীল আলোকে আমার আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে সে বলে, "তুমি সত্যি বলছো? তুমি বাস্তবিকই ওই কথা মনে কর?"...সে মাতৃবৎ কণ্ঠে বলেছিল, "তোমার জীবন আরম্ভ করা উচিত ছিল অল্পবয়স্কার সঙ্গে! আমার সঙ্গে নয়..." এবং আমি তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলে সে নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, "তুমি জান, আমি তোমায় কত ভালোবাসি, জানো না? তোমার সঙ্গে ছাড়া এত আনন্দ আর কখন পাইনি —কথাটি সত্য, বিশ্বাস কর।...আমি তোমার সঙ্গে খুব সুখী। আমি এত কোমলতার সঙ্গে আর কাউকে ভালোবাসিনি ...তবুও বলছি, আমরা ভুল করেছি। তোমার যা দরকার আমি তা নই। আমি নিজেই ভুল করেছি..."

আমি তার কথা বুঝ্‌তে পারি নি; তার কথায় ভয় পাই এবং তাড়াতাড়ি সোহাগের আনন্দে তার চিন্তার গতি পরিবর্ত্তন করি।...

* * * *

কয়েকটাকা বেশি রোজগার করলে আমরা বন্ধুদের ডাকতাম এবং তাদের জন্য নানারকমের খাদ্যের আয়োজন করতাম।... প্রায় জন বারো লোক আসতেন। তাঁরা পান-ভোজন উপভোগ করতেন এবং পাকশালারহস্যের বিষয় অক্লান্ত ভাবে আলোচনা করতেন। আমার আকর্ষণ ছিল অন্যপ্রকারের রহস্যের প্রতি এবং খেতামও অল্প। আর শোষণ প্রক্রিয়াটা আমাকে

আকর্ষণ করতো না। বলতাম, "ওরা বাজে লোক। পেটুকের দল।" আমার স্ত্রী উত্তর করতেন, "যদি ঠিক মতো ঘাঁটানো যায়, তাহলে প্রত্যেকেই তাই। হাইনে বলেছেন, 'কাপড়ের ভেতর আমরা সবাই ন্যাংটো।'..."

তার বিপরীত যৌনী প্রতিবেশীদের "ঘাঁটাতে" সে ভালো-বাসতো এবং কাজটা করতো অতি সহজেই।...কোন পুরুষের পক্ষে তার সঙ্গে মিনিট কয়েক কথা-বলাই ছিল যথেষ্ট। তার কান দুটো লালচে হয়ে শেষে একেবারে লাল হয়ে যেত; চোখ দুটো আলস্যে সিক্ত হত এবং ছাগল যেমন বাঁধাকপির দিকে তাকিয়ে থাকে সেও তাকিয়ে থাকতো তেম্নি করে।...

জারোস্লাভ নামে একটি স্কুলের ছাত্র তার সম্মানার্থে পত্ত লেখে। আমার কাছে পত্তটা লাগে ভয়ঙ্কর কিন্তু পত্তটা পড়ে হাসতে হাসতে তার চোখে জল আসে।

আমি জিজ্ঞেস করি, "তুমি ওদের উত্তেজিত কর কেন?"

—"এটা হচ্ছে ট্রাউটমাছ ধরার মতো মজার। একে বলে—ছলা-কলা। যে-নারী নিজেকে সম্মান করে সে এ ছাড়া থাকতে পারে না।"

এবং কখন কখন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করতো, "তোমার হিংসে হয়?"

না, আমার হিংসে হত না কিন্তু এ সব হয়ে দাঁড়াতো আমার জীবনের পথে অন্তরায়। আমি রুক্ষ ও নীচ লোকদের পছন্দ করতাম না। আমি ছিলাম আনন্দময় এবং জানতাম,

হাসতে পারা হচ্ছে মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শক্তি। আমার মনে হত, ভাঁড় ও পেশাদার হাস্যরসাভিনেতাদের চেয়েও ভাল করেই আমি লোককে হাসাতে পারতাম। প্রায়ই বন্ধুদের এমন হাসাতাম যে, হাস্‌তে হাস্‌তে তাদের চোখে জল আসতো ও তারা যন্ত্রণায় দুল্‌তো।…

আমার চিন্তা, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রিয় পুস্তকগুলির সঙ্গে আমার স্ত্রীর কোন মিল না থাকলেও আমাদের সম্পর্কটি ছিল চৎমকার—আমরা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণহীন হয়ে পড়ি নি এবং আমাদের উচ্ছ্বাস ও প্রবৃত্তিও বিনষ্ট হয় নি। কিন্তু আমাদের দাম্পত্য জীবনের তৃতীয় বৎসরে লক্ষ্য করতে লাগলাম, আমার মনে একটি অশুভ ফাটল। এবং সময় যত কাটতে লাগলো ফাটলটি হয়ে উঠতে লাগলো ততই শব্দপূর্ণ ও লক্ষণীয়। আমি অব্যাহতগতিতে সারাক্ষণ বুভুক্ষুর মতো পড়তাম এবং পড়েও ছিলাম অনেক এবং সাহিত্য রচনায় গভীর মনোনিবেশ করতাম। আমাদের অতিথিদের আমার ক্রমেই বিস্বাদ লাগ্‌ছিল ;—তারা ছিল এমন হীন-চেতা। কিন্তু তাদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো দিন দিনই। কেননা আমার স্ত্রী ও আমি দুজনেই বেশি টাকা রোজগার করছিলাম আর ভোজের সংখ্যাও বাড়ছিল।

আমার স্ত্রীর কাছে জীবনটাকে মনে হত প্রদর্শনীর মতো। এবং পুরুষদের গায়ে "অনুগ্রহ করে হাত দেবেন না" এই রক্ষা-লিপিটি ছিল বলে সে তাদের কাছে খুব অসতর্কের মতো গিয়ে পড়তো এবং তারাও তার কৌতূহল তাদের নিজেদের সুবিধায়

খাটাতো। এর ফলে নানা ভুল ঘটতো এবং আমাকে সর্ব্বদা সেগুলির মীমাংসা করতে হত। ...য়ে সময়ে কাজটা করতাম, অসংযত ভাবে এবং সম্ভবত খুব কৌশলের সঙ্গে নয়।...

আমি যে-সব গল্প লিখেছিলাম, আমার স্ত্রী সেগুলো ঔদাসীন্যের চোখে দেখতেন। কিন্তু এটা আমাকে তেমন ক্ষুণ্ণ করতো না। কারণ আমি নিজেকে চিন্তাশীল লেখক বলে মনে করতাম না, পত্রিকায় প্রকাশিত আমার রচনাবলীকে জীবিকা অর্জ্জনের উপায় রূপে দেখতাম। তবে মাঝে মাঝে অজানা বিক্ষোভের তরঙ্গ মনে অনুভব করতাম। কিন্তু একদিন সকালে আমি যখন তার কাছে "প্রাচীনা ইসারগিল" নামে গল্পটি পড়ি সে তখন ঘুমিয়ে পড়ে। গল্পটি লিখেছিলাম, সেই রাত্রে এক টানে। প্রথমে তা আমাকে ক্ষুণ্ণ করে নি; আমি পড়া থামিয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে বসে বসে তাকে লক্ষ্য করতে থাকি।

সে ঘুমোচ্ছিল পুরোনো সোফাটার পিছনে মাথা রেখে··· এলডার শাখার মাঝ দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল প্রভাত-সূর্য্য। তার সোনালি ছাপ লেগে ছিল ফুলের মতো তার বুকে ও হাঁটুতে।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে অন্তরে উপেক্ষার গভীর জ্বালা অনুভব করে এবং আমার নিজের শক্তির ওপর সন্দেহে পীড়িত হয়ে বাগানে বেরিয়ে গেলাম।

জীবনের পথে নারীকে দেখেছিলাম, ক্রীতদাসীর কাজে আবর্জ্জনার মাঝে ও কলুষ জীবন যাপন করতে, দেখেছিলাম

দুঃখ-দারিদ্র্যে অথবা সঙ্কীর্ণ ও রূঢ় পরিবেশে তৃপ্ত থাকতে। শৈশবকাল থেকে একটি মাত্র সুন্দর স্মৃতি মনে গেঁথে রেখেছিলাম, সেটি "রাণী মারগটের" কিন্তু অপরাপর ছবির সমগ্র মালিকাটি আমাকে তা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল।

মনে করেছিলাম, নারীরা ইসারগিলের কাহিনীটির সমঝদার হবে; সেটা তাদের মধ্যে জাগিয়ে দেবে সুষমা ও স্বাধীনতার স্পৃহা। আর এখন —যে নারীটি ছিল আমার সবচেয়ে কাছের সে আমার গল্পে রইলো অবিচলিত—সেটা শুন্‌তে শুন্‌তে পড়েছে ঘুমিয়ে!

কেন এমন হল? জীবন আমার বক্ষোমধ্যে যে ঘণ্টাটি গড়ে তুলেছে, সেটি তেমন জোরে বেজে ওঠে নি বলে কি?

মাতার যে-স্থান সেই স্থানটিতে এই নারীটিকে আমার হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলাম। প্রতীক্ষায় ছিলাম এবং আশা করেছিলাম সে আমাকে মদিরতাভরা মধু দিয়ে পুষ্ট করবে। তাতে জেগে উঠ্‌বে আমার সৃজনী শক্তি। আশা করে ছিলাম, জীবনের দ্বারা আমার মধ্যে যে পাশবিকতা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, তার প্রভাব তাকে দমন করবে।

এটা হয়েছিল ত্রিশ বৎসর আগে এবং এখন সহাস্য অন্তরে সে কথা স্মরণ করি। কিন্তু সে সময়ে যখন খুশি তখনই ঘুমিয়ে পড়বার মানুষের এই যে অবিসম্বাদিত অধিকার এতে আমাকে গভীর যন্ত্রণা দিত।

আমি বিশ্বাস করি, যা দুঃখের তার বিষয় যদি আপনি

আনন্দের সঙ্গে আলোচনা করেন, তাহলে দুঃখ দূর হয়ে যায়।

এবং আমার সন্দেহ হত যে, জগতে একজন চতুর কেউ আছে যে লোককে কষ্ট ভোগ করতে দেখে খুশি হয় এবং একটা শয়তানও আছে সে হচ্ছে মানবীয় নাটকের রচয়িতা ও জীবনকে ধ্বংস করতে ওস্তাদ। আমি সেই অদৃশ্য নাট্যকার-টিকে আমার ব্যক্তিগত শত্রুরূপে মনে করতাম এবং চেষ্টা করতাম, তার ফাঁদে যাতে ধরা না পড়ি।

মনে পড়ে ওলডেনবার্গের "বুদ্ধ—তাঁর জীবন, শিক্ষা ও সঙ্ঘ" নামে পুস্তকখানিতে এই কথাগুলি পড়ে খুব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি, "জীবন মানে—দুঃখ।" আমি জীবনের আনন্দের বেশির ভাগই উপভোগ করিনি কিন্তু তার তিক্ত নির্ম্মমতাকে মনে করতাম আকস্মিক, স্বাভাবিক নয়। দুঃখ ভোগের প্রতি আমার নিস্পৃহা আমার মনে জাগিয়ে তুলেছিল সকল বিষাদান্তক নাটকের প্রতি ঘৃণা এবং সেগুলোকে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে হালকা প্রহসনে রূপান্তরিত করতে শিখেছিলাম।

অবশ্য—আলোচ্য মহিলাটির ও আমার মধ্যে সাধারণত যাকে বলা হয় "পারিবারিক নাটক" সেটি যাতে পুষ্ট না হয় আমরা দুজনে তাতে বাধা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও সেটি ক্রমে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। তাকে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে এত সব বলার প্রয়োজন নেই।...

সেই স্কুলের ছাত্রটির পদ্যগুলি মহিলাটির মনে শারদীয় বর্ষণের কাজ করতো। সে গোল গোল সুন্দর হস্তাক্ষরে সেগুলো কাগজের চিরকুটে লিখতো এবং যা কিছু হাতের কাছে

পেত—বই, টুপি এবং এমন কি চিনির পাত্রেও—গোপনে রেখে দিত। সেই সযত্ন-ভক্তি-কর কাগজগুলো আমি খুঁজে বার করতাম এবং তাকে সেগুলো দিয়ে বলতাম, "তোমার হৃদয়কে জয় করবার এই নূতন প্রচেষ্টা তুমি গ্রহণ কর।"

প্রথমে মদনের এই কাগজের শরগুলি তাকে আহত করতো না। সে সেই অঙ্কুরন্ত পদ্যগুলি আমার কাছে জোরে জোরে পড়তো এবং আমরা দুজনেই খুব হাসতাম।...

কিন্তু একদিন সে সেই শিশু-সুলভ সংবাদগুলি পাঠ করে গম্ভীরভাবে বললে, "তা সত্ত্বেও আমি দুঃখিত!" মনে পড়ে, আমার মনে দুঃখ হয়েছিল আর এক জনের জন্যে। কিন্তু সে সেই মুহূর্ত্ত থেকে উচ্চৈঃস্বরে কবিতা পাঠ বন্ধ করে।

কবিটি ছিল আমার চেয়ে বৎসর চারেকের বড়, দৃঢ় যুবক, নীরব। মদের দিকে ছিল তার ঝোঁক এবং এক জায়গায় বসে থাকবার বিস্ময়কর ক্ষমতা। রবিবারে সে আসতো বেলা দুটোর সময় খেতে এবং রাত দুটো অবধি বসে থাকতো নীরবে। সে আমারই মতো ছিল এক উকিলের মুহুরি।...সে অসাবধানতার সঙ্গে কাজ করতো এবং প্রায়ই ভাঙা মোটা গলায় এই কথাগুলো বলে ওঠা তার অভ্যাস ছিল, "আগাগোড়া সব ঝুটা হ্যায়।"

—"ঝুটা নয় কি?"

সে চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করতো, "কেমন করে তা বলবো?" এবং তার ঘোলাটে চোখ দুটো ছাদের দিকে তুলে

আর একটি কথাও বলতো না। সে ছিল অসাধারণ, অস্বাভাবিক রকমে জড়বুদ্ধি। সে আস্তে আস্তে মাতাল হয়ে উঠতো। তারপর পরিহাসভরে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস টানতো। তা ছাড়া তার বিষয় আমি আর বিশেষ কিছু লক্ষ্য করি নি। কারণ একটি নিয়ম আছে যার বলে, যে একজনের স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করে সে খারাপ লোক।

উক্রাইন থেকে কোন ধনী আত্মীয় তাকে মাসে পঞ্চাশ রুবল করে পাঠাতো। সে সময়ে ঐ টাকাই ছিল অনেক। সে প্রতি রবিবারে আমার স্ত্রীকে এনে দিত মিষ্ট দ্রব্য এবং তার নাম-করণের দিনে তাকে একটা অ্যালারম ঘড়ি উপহার দেয়। সেটাকে দেখতে ছিল একটা ব্রোঞ্জের গুঁড়ির মতো। তার ওপর একটা পেঁচা বসে একটা সাপকে ঠুকরে মারছিল। এই ভয়ঙ্কর যন্ত্রটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা সাত মিনিট আগেই ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিত।

আমার স্ত্রী স্কুলের ছাত্রটির সঙ্গে প্রেমাভিনয় ছেড়ে দিয়ে যে নারী কোন পুরুষের অন্তরের শান্তি নষ্ট করে নিজেকে অপরাধী মনে করে তার মতো কোমলতার সঙ্গে তার প্রতি ব্যবহার করতে লাগলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি: "এই বেদনাময় কাহিনীটির পরিসমাপ্তি হবে কি?"

তিনি উত্তর দেন, "জানি না। ওর জন্যে আমার মনে কোন স্পষ্ট ভাব নেই। কিন্তু আমি ওকে নাড়া দিতে চাই। কি যেন ওর বুকের ভেতর ঘুমিয়ে পড়েছে। মনে হয়, সেই কিছুকে আমি জাগিয়ে তুলতে পারবো।"

জানতাম যে তিনি সত্য কথা বলছেন। তিনি প্রত্যেককে ও প্রত্যেক কিছুকে জাগিয়ে তুলতে চাইতেন এবং সর্ব্বদাই তাতে সফলও হতেন। তিনি কোন মানুষকে জাগিয়ে তুলবার সঙ্গে তার মধ্যকার পশুটিও জেগে উঠতো। আমি তাঁকে সারসির কথা মনে করিয়ে দিই। কিন্তু তা তাঁর মানুষকে 'নাড়া' দেবার বাসনা সংযত করে নি। দেখতে পেতাম, তাঁর চারধারে ভেড়া, ষাঁড় ও শূকরের পাল কি রকমভাবে পুষ্ট হয়ে উঠছে।

আমার বন্ধুগণ উদারতাবশে আমার কাছে এসে আমার দাম্পত্য জীবনের দুঃখময় ও ভয়ঙ্কর কাহিনী বলতেন, কিন্তু আমি ছিলাম অকপট ও রূঢ়। তাঁদের সাবধান করে দিতাম, "সাবধান! না হলে মার দেব।"

তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মিথ্যা কথা বলে নিজেদের সমর্থনের চেষ্টা করতেন এবং খুব কম লোকই তাঁদের প্রতি আমার আচরণে হতেন ক্ষুণ্ণ। আমার স্ত্রী বলতেন, "বিশ্বাস কর, তুমি মারধোর করে কিছুই পাবে না, লোকে আরও বেশি করে কানা-ঘুষো করবে। আর তোমার কথা, তোমার হিংসে হয় নি, হয়েছে কি ?"

হাঁ। আমি ছিলাম খুবই অল্প বয়স্ক ও খুবই দৃঢ়বিশ্বাসী। সেজন্যে ঈর্ষ্যান্বিত হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু এসব হচ্ছে সেই রকমের মনোভাব, চিন্তা ও অনুমান যা লোকে যে নারীটিকে ভালোবাসে কেবল তার কাছেই বলতে পারে, আর কারো কাছে নয়। নারীর সঙ্গে এমন এক সময় উপস্থিত

হয়, যখন লোকে নিজের কাছেই অপরিচিতের মতো হয়ে উঠে তার কাছে নিজের অন্তর মেলে দেয়, যেমন দেয় ভগবানের কাছে।...

আমার স্ত্রীকে বলি, "মনে হয়, আমি যদি চলে যাই সেই হবে ভালো।"

তিনি ক্ষণিক চিন্তাচ্ছন্ন থেকে বলেন, "হাঁ, ঠিকই বলেছো। এ জীবন তোমার যোগ্য নয়। আমি তা জানি।"

আমরা নীরবে এবং একটু বেদনার সঙ্গে পরস্পরকে আলিঙ্গন করি। তার পর আমি শহর ছেড়ে চলে যাই এবং তিনিও খুব শীঘ্রই রঙ্গালয়ে যোগ দেবার সঙ্কল্প নিয়ে চলে যান। এই ভাবে আমার প্রথম প্রণয়-কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে; উপসংহারটি খারাপ হলেও গল্পটি ভাল।

অল্পকাল আগে আমার প্রথম প্রণয় পাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

৭

এক ঝঞ্ঝাময়, নিরানন্দ দিনের প্রারম্ভে মে মাসে আমি জারিৎজিন পরিত্যাগ করি। আশা ছিল, নিজ্‌নিতে পৌঁছবো সেপটেমবরে। সেই বছরেই আমার সৈনিক জীবনকে শেষ করতে হয়েছিল। পথের কতক অংশ—রাত্রে—মালগাড়ির প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে কনডাকটারদের সঙ্গে পার হয়েছিলাম। পথের বেশির ভাগ পার হয়েছিলাম হেঁটে। কোজাকদের গ্রামে, গোলাবাড়িতে ও মঠে কাজ-করে খাবার ব্যবস্থা করতাম। রিয়াজাম অঞ্চলে ডন জেলায় ঘুরে বেড়াই...রিয়াজন

থেকে ওকার তীর ধরে চলি। তারপর ফিরি মস্কোর দিকে, পথে খামোরনিকিতে টলষ্টয়ের সঙ্গে দেখা করবার সঙ্কল্প করি। কিন্তু সেখানে পৌঁছলে সোফিয়া আন্দ্রিভনা আমাকে বলেন যে, টলষ্টয় গেছেন সারজায়াকসক মঠে। আমার সঙ্গে সোফিয়া আন্দ্রিভনার দেখা হয় চত্বরে একটা ছাপ্পড়ের দরজায়। ছাপ্পড়টা ছিল বইয়ে একেবারে ঠাসা। তিনি আমাকে রান্নাঘরে নিয়ে যান কবং করুণাভরে আমাকে দেন এক গেলাস কফি ও একখানি পাঁউরুটি। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি বলেন, যে, টলষ্টয়কে সব সময় ঘিরে থাকে সন্দেহভাজন নিষ্কর্ম্মার দল এবং রুষ-দেশে ইতিমধ্যেই ওই ধরনের লোকের সংখ্যা বিস্তর। ততদিনে সেটা আমিও লক্ষ্য করবার সময় পেয়েছিলাম; এবং সহজ মনেই সেই বুদ্ধিমতী নারীটির কথা সবিনয়ে সমর্থন করলাম, যে তা একেবারে ঠিক। তখন সেপটেমবরের শেষ ভাগ; জমি বৃষ্টিতে সরস, উর্ব্বর; শস্যের চারা ভরা মাঠের ওপর দিয়ে বইছে ঠাণ্ডা বাতাস; বনভূমি তার সব চেয়ে উজ্জ্বল বর্ণে ভূষিত হয়ে উঠেছে। বছরের সে সময়টা মোটামুটি চমৎকার, কিন্তু পায়ে হেঁটে চলার, বিশেষ করে জীর্ণ পুরানো জুতো পরে চলার পক্ষে অনুপযোগী।

মস্কো মাল-প্ল্যাটফরমে আমাকে গবাদি পশুর কামরায় ঢুকতে দেবার জন্যে কনডাকটারটিকে ভিজিয়ে নিলাম। কামরা-টিতে ছিল আটটি তেহোরকাসি ষাঁড়। তাদের কাটবার জন্যে নিজনিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাদের মধ্যে পাঁচটি আমার সঙ্গে খুব শিষ্ট ব্যবহার করলে; কিন্তু অন্যগুলো কোন কারণ-

বশত আমার সঙ্গ পছন্দ করলে না এবং সারাক্ষণ আমার জীবন অস্থির করে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলো। তারা তাতে যখন সফল হল তখন ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো আর তৃপ্ত কণ্ঠে ডাকতে লাগলো। কনডাকটারটি ছিল, মাতাল, পা-বাঁকা ও জোট-পাকানো দাড়িওয়ালা। সে আমার সঙ্গীদের আমাকে খাওয়াবার ভার দিয়েছিল। সে বিভিন্ন ষ্টেশনে আটি আটি খড় এনে কামরাটার ভেতর ঢুকিয়ে আমাকে হুকুম করছিল, "এইটে ওদের দাও।"

আমি ষাঁড়গুলোর সঙ্গে ছত্রিশ ঘণ্টা কাটিয়ে ছিলাম এবং সরল ভাবে বিশ্বাস করছিলাম, জীবনে আর কখন এদের চেয়ে পাশবিক পশুর সঙ্গে মিশবো না।

আমার থলিতে ছিল একখানি কবিতার খাতা এবং একখানি চমৎকার গদ্য–কবিতার বই "প্রাচীন ওকগাছের গান।" আমার আত্মাভিমান রোগ ছিল না এবং সে-সময়ে নিজকে মনে করতাম খুবই অল্প শিক্ষিত, কিন্তু মনে-প্রাণে আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমি এক অসাধারণ সুন্দর জিনিষ লিখেছি। আমার দশ বৎসরের কঠোর ও বৈচিত্র্যময় জীবনে মাথায় যে-সব ধারণা ঢুকিয়ে ছিলাম তার প্রত্যেকটি দিয়ে খাতাখানা ভরে তুলে ছিলাম। এবং আমি নিশ্চিত ছিলাম, সমস্ত পাঠক-সমাজ আমার কবিতাগুলির সঙ্গে পরিচিত হলে, আমি তাকে যা দিয়েছি তার নূতনত্বে খুশির সঙ্গে চমৎকৃত হয়ে উঠ্‌বে। এই নিশ্চয়তা অনুভব করছিলাম যে, আমার গল্পের মধ্যকার সত্য সকল লোকেরই অন্তর ভেঙে দেবে এবং তারপর আমরা দেখব এক

সৎ, নির্ম্মল ও আনন্দময় জীবনের প্রারম্ভ। *তার বেশি আমি* আর কিছু আশা বা কামনা করি নি।

সে সময়ে নিজনিতে থাকতেন কারোনিন। আমি মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম, কিন্তু তাঁকে কখন আমার দার্শনিক রচনাটি দেখাই নি।··· আমি তাঁকে কাজানে দেখেছিলাম। নির্ব্বাসন থেকে ফেরবার পথে তিনি সেখানে কয়েকদিন ছিলেন। তিনি আমার মনে এই অক্ষয় ধারণাটি জাগিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন সেই ধরনের লোক যিনি, যে-স্থানটি খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেটিকে কখন পান নি।

"মোটের ওপর আমার পক্ষে এখানে আসাটা একেবারে অনাবশ্যক।"

[illegible] জন্যে সরকারী কমিটির নোংরা চত্বরে অন্ধকার একতলা ঘরখানাতে ঢুকতে ঢুকতে এই কথাগুলি আমার কানে এল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন এক দীর্ঘাকার পুরুষ। তাঁর এক হাতে প্রকাণ্ড পকেট-ঘড়িটার ডায়ালের দিকে তিনি চিন্তিতভাবে তাকিয়েছিলেন আর এক হাতের দু'আঙুলের মাঝে ধূমায়িত হচ্ছিল একটি সিগারেট। একটু পরেই বাড়িওয়ালা সোমোফের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন।···

কারোনিন্ যক্ষ্মারোগীর মতো চাপা গলায় তাঁর নির্ব্বাসিত জীবনের, নির্ব্বাসিত রাজনীতিকগণের মনের অবস্থার বিষয় বর্ণনা করছিলেন।···প্রায় জন বারো বিষণ্ণ-মূর্ত্তি স্কুলের ও কলেজের ছাত্র, একটি রুটিওয়ালা ও একজন কাচ মিস্ত্রিতে ঘরখানা ক্রমে

ভরে গেল। তিনি তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। কিন্তু কারোনিন ছেলেদের অন্তর স্পর্শ করতে পারলেন না। যাঁরা সব জানেন ও সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, তাঁদের সঙ্গে তাদের পরিচয় আগেই ছিল। এবং তাঁর সতর্ক আচরণ তাদের মনে একটা শ্লেষের উদ্রেক করেছিল : "একটা ভীত কাক।"

কারোনিন নিজনিতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে টলস্টয়-বাদ আন্দোলনটিকে উৎকণ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন এবং সিমবারসকে একটি বসতি স্থাপনের কাজে সাহায্য করছিলেন। এই উদ্যমের বিফলতা তিনি বর্ণনা করেছেন "বোরসকের বসতি" নামে গল্পে। তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, "তুমিও যদি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা কর, তাহলে কি হয়? হয়তো ওটা তোমার যোগ্য হবে।"

কিন্তু আত্ম-পীড়াপ্রিয়দের অনুভূতি আমাকে আকৃষ্ট করতো না। "টলস্টয়বাদ আন্দোলনের" একজন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা এম, নোভাসেলকের সঙ্গে মস্কোতে আমার আলাপও হয়। তিনি পরে টলস্টয়ের একজন ভীষণ শত্রু হয়ে ওঠেন।...

জানতাম, নিজনিতে ভি, জি, কোরোলেংকো থাকেন। আমি তাঁর "মাকারের স্বপ্ন" নামে গল্পটি পড়েছিলাম। কোন কারণবশত গল্পটি আমার ভাল লাগেনি।

এক বাদল দিনে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে রাস্তা দিয়ে হেঁটে

যাচ্ছি, বন্ধুটি হঠাৎ এক দিকে তাকিয়ে বললেন, "কোরো-লেংকো!"

দেখলাম, পেভমেন্ট দিয়ে দৃঢ় পদে হেঁটে চলেছেন এক বৃষস্কন্ধ, বলিষ্ঠ ব্যক্তি। ভিজে ছাতাটার তলায় কেবল দেখতে পাচ্ছিলাম, তাঁর কোঁকড়ানো দাড়ি।...তাঁর সঙ্গে আলাপের আগ্রহ মনে উদয় হয় নি। গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্তার পরামর্শেও এই আগ্রহ দেখা দেয় নি। পরামর্শটা কৌতুকভরা রুষ-জীবনের একটি সবচেয়ে মজার পরিহাস।

কয়েকদিন পরে আমি গ্রেফ্‌তার হয়ে নিজনি-নোভগোরোদ কারাগারের টাওয়ার চারটির একটিতে বন্দী থাকি। আমার গোল কুঠরিটিতে "যা-কিছু আছে—সবেরই উদ্ভব হয়েছে একটি কোষ থেকে" লোহা-মোড়া দরজাটায় এই কথাগুলি ছাড়া আর কিছু ছিল না। যে লোকটা এটা খোদাই করেছিল, সে কথাগুলোতে কি বোঝাতে চেয়েছিল, আমি অনেকক্ষণ ধরে তা ভাবলাম। এবং এটা জীব-তত্ত্বের সত্য নয় জেনে স্থির করলাম, কোন পরিহাস-রসিকের কথা হবে।

জবরদস্ত জেনারেল পোস্‌নাস্‌কি আমাকে পরীক্ষা করবার জন্যে ডেকে পাঠালেন। তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। আমার কাছ থেকে যেসব কাগজ-পত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তিনি সেগুলোর ওপর তাঁর লাল ফোলা হাতের ঘুষি মেরে ঘোড়ার মত হ্রেষা-ধ্বনি করে উঠলেন, "দেখছি তুমি পদ্য লেখ, আর মোটের ওপর···দেখ, ওগুলো লিখে যাও। সুন্দর পদ্য

পড়তে বেশ লাগে।” আমিও শুনে খুশি হলাম যে, কতকগুলো সত্য জেনারেলটির কাছে দুর্বোধ্য ছিল না।…

জেনারেল লোকটি ছিলেন মোটাসোটা। তিনি বোতাম-ছেঁড়া ছাই রঙের ওয়েষ্ট-কোট প’রে ঘুরে বেড়াতেন এবং তাঁর পা-জামাটাও ছিল ছাই রঙের ও ময়লার দাগ-ভরা।…তাঁকে আমার লাগতো পরিত্যক্ত ও নিঃসঙ্গ কুকুরের মতো, যে সেই বৃদ্ধ বয়সেও ডেকে যাওয়াটা মনে করে বিরক্তিকর।… জানতাম, তাঁর মেয়েটি ছিল পিয়ানো বাজিয়ে আর তিনি ছিলেন অহিফেন-পাগল।…তাঁর চারধারের যাকিছু সব ছিল এলো-মেলো, নোংরা; চামড়ার সোফাটার পিছনে মাটিতে লুটাতো বিছানার চাদর; তার নিচ দিয়ে দেখা যেত, একপাটি নোঙরা জুতো ও খানিকটা অ্যালাবাস্টার। জানলার চৌকাঠের মাথায় নানারকমের গোল্ডফিন্‌চ, বুলফিন্‌চ, সিস্‌কিন নেচে বেড়াচ্ছিল এবং প্রকাণ্ড লেখার টেবিলটা ছিল নানারকমের শারীরিক পরীক্ষার যন্ত্রাদিতে ভরা।… বৃদ্ধ অনবরত টানছিলেন মোটা ছোট ছোট সিগারেট। তার ঘন ধোঁয়ায় আমার কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, তামাকটা আফিমে ভিজানো।

জেনারেল রুক্ষভাবে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি রকমের বিপ্লবী? তুমি য়িহুদি নয় বা পোলও নয়। তুমি লেখ— তাতে কি? আমি তোমাকে ছেড়ে দিলে, কোরোলেংকোর কাছে গিয়ে তোমার পাণ্ডুলিপি দেখিও। তোমার সঙ্গে তাঁর

আলাপ আছে? নেই? ও হচ্ছে, সত্যিকারের লেখক, তুরগেনিভের চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়।”...

তাঁর গা থেকে বার হচ্ছিল ভারী গন্ধ। তাঁর কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। তিনি কথাগুলো বলছিলেন টেনে টেনে চেষ্টার সঙ্গে।... আমি বসে বসে দেখছিলাম, টেবিলের পরেই একটা শো-কেসে সাজানো রয়েছে ধাতব জাগ।

জেনারেল আমার অপাঙ্গ দৃষ্টি লক্ষ্য করে একটু কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার পছন্দ হয়?”

তিনি শো-কেসটার কাছে চেয়ারখানা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সেটা খুলে বলতে লাগলেন, “এগুলো হচ্ছে মেডাল, কতক-গুলো ঐতিহাসিক ঘটনা ও ব্যক্তির স্মৃতি।”

তিনি মোটা মোটা আঙুলে মেডেলগুলো সযত্নে তুলতে লাগলেন, যেন সেগুলো ব্রোঞ্জের নয় কাচের। তিনি একটি একটি করে সেগুলো আমাকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

আমিও সেই ছোট ছোট ধাতব চক্রগুলির সৌন্দর্য্যে সত্যই চমৎকৃত হয়ে গেলাম এবং দেখলাম, বৃদ্ধও সেগুলোকে খুব ভালবাসেন। শো-কেসের পাল্লাটা বন্ধ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, যে-সব পাখি গান করে আমি সে সব পাখি ভালোবাসি কি না। সে বিষয়ে আমি হয়তো তিনটি জেনারেলের সমান ছিলাম। আমরা পাখির সম্বন্ধে তুমুল আলোচনা শুরু করলাম। যে পুলিশটা আমায় কয়েদখানায় নিয়ে যাবে, জেনারেল তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সে দরজার পাশে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল আর তার কর্তা সখেদে ঠোঁটের

চক্ চক্ শব্দ করতে করতে বলে যাচ্ছিলেন, "হাঁ, ভেবে দেখ একবার আমি একটাও মৌমাছি-খেকো পাখি ধরতে পারি না! কি চমৎকার পাখি! মোটের ওপর পাখিরা চমৎকার লোক, তাই নয়? আচ্ছা, এখন যাও, তোমার মঙ্গল হোক্..."

এবং হঠাৎ মনে পড়লো, এমনিভাবে বললেন, "ও হাঁ... তোমার শোনা উচিত...ওই সব, এসব নয়..."

কয়েকদিনের মধ্যে আবার আমি জেনারেলটির সামনে গিয়ে বসলাম। তিনি রুষ্টভাবে বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই জানতে সোমোফ কোথায় গেছে। আমাকে তোমার বলা উচিত ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ তোমাকে ছেড়ে দিতাম। আর যে কর্ম্মচারীটি তোমার ঘর খানাতল্লাস করেছিল, তাকে ঠাট্টা করারও দরকার ছিল না। মোটের ওপর..."

কিন্তু তখনই আমার দিকে ঝুঁকে ভালো মানুষের মতো জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আর পাখি ধর না, এঁ?"

জেনারেলটির সঙ্গে এই কৌতুককর সাক্ষাতের দশ বছর পরে আমি গ্রেফতার হয়ে নিজনির থানায় বসেছিলাম। আমাকে তখনও পরীক্ষা করা হয় নি।

এক তরুণ পুলিশ কর্ম্মচারী এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলে, "জেনারেল পোসনাসকিকে আপনার মনে পড়ে? তিনি ছিলেন আমার বাবা। তিনি টোমস্কে মারা যান। আপনার জীবনের উন্নতির দিকে তাঁর খুব লক্ষ্য ছিল। তিনি সাহিত্যে আপনার সাফল্য লক্ষ্য করেছিলেন আর বলতেন প্রথমে তিনিই আপনার শক্তির পরিচয় পান। তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল আগে

তিনি আপনাকে তাঁর মেডেলগুলো আমাকে দিতে বলেছিলেন। মেডেলগুলোর আপনি প্রশংসা করেছিলেন। অবশ্য আপনার যদি সেগুলো নিতে ইচ্ছা যায়...”

আমি বাস্তবিকই বিচলিত হই। কয়েদখানা থেকে মুক্তি পেয়ে মেডেলগুলো নিয়ে আমি নিজনির যাদুঘরে জমা দিই।...

আমাকে সৈনিক হিসেবে নেওয়া হয় না। হৃষ্ট-পুষ্ট, পরিহাসপ্রিয়, কতকটা কসাইয়ের মতো দেখতে একটি লোক আমাকে পরীক্ষা করে বলেন, “তুমি একেবারে ছেঁদায় ভরা বাপু। তোমার ফুস্‌ফুসটা ছেঁদা। তোমার পায়ে একটা লম্বা শিরা আছে। যোগ্য নও।”

আমি তাতে খুব দুঃখিত হই। এই ঘটনার অল্পকাল আগেই একজন ভৌগোলিক কর্ম্মচারীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়—তার নামটা ছিল পাশকিন কি পাশকালফ ঠিক মনে পড়ছে না। সে কুশকার যুদ্ধে যোগ দিয়ে ছিল। লোকটি আমাকে আফগানসীমান্তের জীবন-যাত্রার উজ্জ্বল, স্পষ্ট বর্ণনা দেয়। বসন্তকালে তার রুষসীমান্তে পামীরে যাবার কথা ছিল। লোকটা ছিল দীর্ঘাকার, স্নায়ু রোগগ্রস্ত। সে সামরিক জীবনের কৌতুক-কর তেল-রঙের ছবি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে আঁকতো। তার মধ্যে পরস্পর বিরোধী ও খাপছাড়া একটা ভাবের, যাকে বলে “অসাধারণতার” আভাষ পেয়েছিলাম। সে আমাকে এই বলে প্রলুব্ধ করতে থাকে, “আমাদের ভৌগোলিক দলে যোগ দিন। আমি আপনাকে পামীরে নিয়ে যাবো। আপনি

দেখতে পাবেন, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জিনিষ—মরুভূমি। পর্ব্বতগুলো হচ্ছে বিশৃঙ্খলা, মরুভূমি হচ্ছে, সামঞ্জস্য।”

সে যখন শোনে যে আমাকে সেনাদলে নেওয়া হয় নি, তখন বলে, “ও কিছু নয়। আপনি একখানা দরখাস্ত দিন। তাতে বলুন যে, আপনি ভৌগোলিক দলে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যেতে চান। তার জন্যে আবশ্যক পরীক্ষা দিতে রাজী, বাকি আর যা কিছু আমি বন্দোবস্ত করবো।”

আমি দরখাস্ত লিখে দিয়ে ফলের আশায় উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। কয়েক দিন পরে পেশকালফ আমাকে বললে, “দেখা যাচ্ছে, আপনি রাজনীতির দিক থেকে বিপজ্জনক। সে ক্ষেত্রে কিছুই করবার নেই।” এবং চোখ দুটি নিচু করে সে বললে, “দুঃখের কথা যে, সত্যটা আপনি লুকিয়ে ছিলেন।” আমি তাকে বলি “সত্যটা” আমার কাছেও নূতন, কিন্তু মনে হয় সে আমার কথা বিশ্বাস করে নি। সে শীঘ্রই শহর ছেড়ে চলে যায় এবং নববর্ষের কিছুকাল পরেই আমি মস্কোর একখানি সংবাদ-পত্রে দেখি যে স্নানের ঘরে গিয়ে সে ক্ষুর দিয়ে গলা কেটে মরেছে।

আমার জীবন বয়ে যেতে লাগলো, বিশৃঙ্খলায় ও কঠোরভাবে। আমি একটা বীয়ার-ষ্টোরে কাজ করতাম। ভিজে স্যাঁৎসেঁতে কুঠরির এখান থেকে ওখানে বীয়ারের পিপে গড়িয়ে নিয়ে যেতাম, বোতল ধুতাম, ছিপি বন্ধ করতাম। তাতে আমার সারাটি দিন যেত। তারপর একটা মদের কারখানার অ্যাফিসে গেলাম কাজ করতে। কিন্তু আমার চাকরির প্রথম দিনেই

কারখানার ম্যানেজারের স্ত্রীর গ্রে হাউণ্ডটি আমাকে তাড়া করলে। আমি তার মাথায় একটা ঘুষি দিয়ে তাকে মেরে ফেললাম এবং এই কারণে সঙ্গে সঙ্গে আমার চাকরি গেল।

অবশেষে অতি কঠোর দিনে আমি কোরোলেংকোকে আমার কবিতাগুলো দেখাতে সঙ্কল্প করলাম। তিন দিন ধরে তুষার-ঝড় বইছিল। তুষার-স্তূপে পথ-ঘাট বন্ধ। বাড়িগুলোর চাল সাদা শিরস্ত্রাণ পরেছে। জানালাগুলো ঢেকে গেছে তুষারে। আর, ম্লান আকাশে জ্বল্ জ্বল্ করছে শীতল সূর্য্য।

কোরোলেংকো থাকতেন শহর-সীমান্তে একখানি কাঠের বাড়ির তে-তলায়। বাড়িখানার সামনে পেভমেনটে অদ্ভুত ধরনের কান-ঢাকা টুপি মাথায়, হাঁটু-সমান একটি ভেড়ার চামড়ার বিশ্রী ছাটের কোট গায়ে, ভিয়াটকা-তুষার জুতো পায়ে, এক হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি একখানা চওড়া কোদাল দিয়ে কৌশলে তুষার সরাচ্ছিলেন।

আমি দরজায় তুষার-স্তূপের ওপর উঠে পড়লাম।

"তুমি কাকে চাও ?"

"কোরোলেংকোকে।"

"আমিই।"

আমি তাঁকে চিনতে পারি নি। কারণ পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হলেও তাঁর মুখ দেখতে পাই নি।...তিনি কোদালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার কথা ও আমার যাবার উদ্দেশ্য কি শুনে চোখ দুটি অর্দ্ধ নিমীলিত করে কি যেন ভাবলেন।

"তোমার নামটা পরিচিত। প্রায় দু বছর আগে রোমাসের কাছ থেকে তোমার কথাই কি শুনি নি? ঠিক, ঠিক!" তিনি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করলেন, "শীত করছে না? তোমার গায়ে পাতলা জামা।...এই রোমাসটি কি শক্তিমান চাষী! বুদ্ধিমান উক্রেনীয়! সে এখন কোথায়? ভিয়াটকাতে..."

লেখবার টেবিল, বুককেস্ ও তিনখানি চেয়ারে ভরা একখানি ছোট ঘরে গিয়ে দাড়িগুলো রুমাল দিয়ে মুছে আমার মোটা পাণ্ডুলিপিখানির পাতা উল্টাতে উল্টাতে বললেন, "আমি এটা পড়বো! কি অদ্ভুত হাতের লেখা। দেখতে সরল, পরিষ্কার কিন্তু পড়া কঠিন।"

তিনি রোমাসের কথা আলোচনা করলেন এবং আমার কবিতাগুলি পড়তে পড়তে নানা দোষত্রুটি দেখাতে লাগলেন। আমি সেগুলোর ভারে একেবারে ভেঙে পড়লাম এবং হয়তো জ্বলন্ত কয়লার মতো লালও হয়ে থাকবো। কোরোলেংকো সেটা লক্ষ্য করে গ্লাইয়েব [illegible] কতকগুলি ভুলও সহাস্যে উল্লেখ করলেন। এটি উদারতা, কিন্তু আমি আর বেশি কিছু শুনতে পারছিলাম না, বুঝতেও পারছিলাম না, কেবল প্রার্থনা করছিলাম, সেই লজ্জাকর অবস্থা থেকে কখন ছুটে পালাতে পারবো...

এটা জানা কথা যে, সাহিত্যিক ও অভিনেতাগণের আত্মাভিমান পুতুল-কুকুরের মতো। আমি চলে এলাম এবং পরের কয়েকটি দিন অত্যন্ত নিরুৎসাহের মধ্যে কাটালাম।

আমার সঙ্গে একজন অসাধারণ লেখকের সাক্ষাৎ হয়েছিল। …কোরোলেংকোই প্রথম যিনি আমাকে রচনা-শৈলীর প্রয়োজনীয়তা ও বাক্যের সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিযুক্ত কথা বলেন। কথাগুলির সরলতায় ও তাদের মধ্যকার সত্যে আমি চমৎকৃত হই। তাঁর কথা শুনতে শুনতে বেদনার সঙ্গে মনে হয়, লেখা সহজ কাজ নয়। আমি তাঁর কাছে বসেছিলাম দু'ঘণ্টা। তিনি আমাকে অনেক কিছু বললেন, কিন্তু আমার কবিতাগুলির মর্ম্ম ও তার অন্তরস্থ ভাবের কথা একটিও বললেন না। বুঝেছিলাম, সে-সম্বন্ধে কোন সুমন্তব্য শুনতে পাবো না।

সপ্তাহ দুই পরে সংখ্যা-বিজ্ঞানের "ক্ষুদে" অধ্যাপকটি, ডবলু. আই. ডিরিয়াজিন, পাণ্ডুলিপিখানি আমাকে এনে দিয়ে বলেন, "কোরোলেংকো মনে করেন, তিনি তোমাকে খুব বেশি দমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, তোমার শক্তি আছে, কিন্তু দার্শনিকতা না করে স্বাভাবিক ভাবেই লেখা উচিত। তোমার মধ্যে হাস্যরসও আছে, যদিও একটু অমার্জ্জিত, কিন্তু সে ঠিকই আছে। আর পদ্যগুলোর কথা তিনি বলেন, উচ্ছ্বাসময়।"

পাণ্ডুলিপিখানির ওপরেও পেনসিলে সে কথা লেখা ছিল… "তোমার জীবনে সত্যিই যা ঘটেছিল সে বিষয়ে লিখে আমাকে দেখিও।…"

কবিতায় যা লিখেছিলাম সবই আমার জীবনে ঘটে ছিল।…' এখন সকলেই জানবে আমি উচ্ছ্বাসময় কবিতা লিখি।…

আমি আর কখন কবিতা না লেখার সঙ্কল্প করি এবং নিজনিতে যতদিন ছিলাম বাস্তবিক ততদিন আর কোন কবিতা লিখিনি—তার মানে দু' বছর। কিন্তু সময় সময় লিখবার ইচ্ছা তত প্রবল।...

লোকে পড়তো কারোনিন, ম্যাকটেট, জাশোডিমসকি আর পোটাপেংকোকে পরীক্ষা করতে।

তুরগেনেফ, দসটোইয়েস্‌কি, তলসটয় ছিলেন লোকের কৌতূহলের সীমার পারে।

কোরোলেংকোর "মাকারের স্বপ্ন" তাঁর যশ ও মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু তাঁর গল্পগুলিতে এমন কিছু ছিল যা লোকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করতো। কারণ তা তাদের দেশের ও চাষীদের চরিত-কথাসাহিত্য-পড়া মনের কাছে ছিল অপরিচিত।

কিন্তু কোরোলেংকোর নাম শহরের সকল দলের মধ্যেই শোনা যেত। তিনি কৃষ্টিসম্পন্ন সমাজের ছিলেন মধ্যমণি এবং চুম্বকের মতো লোকের সহানুভূতি ও বিদ্বেষ আকর্ষণ করেছিলেন।...

৮

যখন আমি টিফলিস্ থেকে নিজ্‌নিতে ফিরে আসি কোরোলেংকো তখন পিটারসবুর্গে।

হাতে কোন কাজ না থাকায় আমি কতকগুলো ছোট গল্প লিখে রিয়েনহারডের কাগজ "ভোলজস্‌কি ভাবৎনিয়াতে"

পাঠিয়ে দিই। কাগজখানার খুব মর্য্যাদা ছিল।. কারণ কোরোলেংকো তার সঙ্গে স্থায়ী যোগ রেখে ছিলেন।

গল্পগুলোতে স্বাক্ষর থাকতো এম. জি. বা জি—আই। গল্পগুলো তাড়াতাড়ি ছাপা হয় এবং রিয়েনহার্ড আমাকে খুব প্রশংসা করে একখানি চিঠি লেখেন ও এক গাদা টাকা, প্রায় ত্রিশ রুবল পাঠান। কোন অজ্ঞাত কারণবশত এখন সেটা ভুলে গেছি কি কারণে যে সব লোকের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল, তাদের কাছে গল্পগুলোর রচয়িতা কে তা গোপন রাখি। কিন্তু রিয়েনহারড কোরোলেংকোর কাছে কথাটা প্রকাশ করে দেন এবং তিনি পিটারসবুর্গ থেকে ফিরে এলে আমাকে বলা হয়, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

তিনি তখনও শহর-সীমান্তে সেই কাঠের বাড়িখানাতেই থাকতেন।...গেলাম। সেদিন তখন তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা চা খেয়ে বেড়াতে বেরিয়ে গেল।

কোরোলেংকো বললেন, "তোমার গল্প 'সিসকিনের কথা' সম্প্রতি আমরা পড়েছি। তাহলে, তোমার রচনা প্রকাশ করতে শুরু করেছো? তোমাকে অভিনন্দন জানাই। তুমি জেদী—তুমি এখনও রূপক দিয়ে লেখ। যদি সরস হয় তাহলে রূপকেরও ভাল দিক আছে, আর জেদও খারাপ গুণ নয়—"

তিনি আমাকে আরও কয়েকটি স্নেহ বাক্য বললেন ..তাঁর পোশাক দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি কোন দূর দেশ থেকে এসেছেন, আবার তখনই দূরে চলে যাচ্ছেন। তাঁর বুদ্ধিমাখা চোখ দুটি নির্ভীকতা ও আনন্দে জ্বলছিল। তাঁকে বললাম,

"আমি আরও কয়েকটি গল্প লিখেছি। সেগুলির একটি ছাপা হয়েছে 'ককেসাসে'।"

"তুমি সঙ্গে কিছুই আননি? কি দুঃখের! তোমার লেখার ধরনটা অদ্ভুত। একটু ছাড়া ছাড়া আর অমার্জ্জিত কিন্তু খুব কৌতূহল জাগানো। লোকে বলে তুমি হেঁটে বেড়িয়েছ অনেক দেশ। আমিও সারা গ্রীষ্মকালটা ভল্‌গার ওপারে বহুদূরে হেঁটেছি। তুমি কোন্ দিকে গিয়েছিলে?"

আমার পদব্রজে ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিব দিলে তিনি বলে উঠলেন, "হাঁ হাঁটা বটে! তাই তুমি সেই তিন বছরে এমন বীর্য্যবান হয়ে উঠেছো। সম্ভবত তোমার গায়ে যথেষ্ট জোরও হয়েছে।"

আমি সম্প্রতি তাঁর "নদী খেলা করে" নামে গল্পটি পড়েছিলাম। তার গঠন পরিপাট্যে ও বিষয়বস্তুতে খুবই মুগ্ধ হই। আমার মনে জাগে তৃপ্তি এবং রচয়িতার সম্মুখেই তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলাম।...কোরোলেংকো নীরবে আমার অস্পষ্ট বক্তৃতাটি শুনে গেলেন ও মনোনিবেশে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। পরিশেষে দেওয়ালে হেলান দিয়ে হেসে উঠে বললেন, "তুমি অতিরঞ্জন করছো। সহজ ভাবে বলা যাক, গল্পটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। সেই যথেষ্ট। আমি একথাটা গোপন করবো না যে, আমি নিজেও সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু গল্পের চাষীটি চাষীর মতো কি না, তা জানিনা। তোমার গল্প পড়ে মনে হয়, তুমি ভেবেছ অনেক। দেখেছও

অনেক। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে অভিনন্দন জানাই। সর্ব্বান্তঃকরণে, শুনছো ?”

তিনি রুক্ষ কঠিন হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তাতে কড়া পড়েছিল। সেগুলো সম্ভবত কুড়ল ধরে বা দাঁড় টেনে হয়ে থাকবে। তিনি কাঠ কাঠতে, মোটের ওপর শারীরিক ব্যায়াম, ভালোবাসতেন।

“তুমি যা দেখেছো বল।”

তাঁকে সে-সব বলে আমার সঙ্গে যে নানা ধরনের সত্যান্বেষীর সাক্ষাৎ হয়েছে প্রসঙ্গত তাদের কথা শুরু করলাম। তারা শত শত শহর থেকে শহরে, মঠ থেকে মঠে, রুশদেশের জটিল পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

কোরোলেংকো জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন “তারা সাধারণত বদমায়েশ। ব্যর্থ বীর তারা; নিজেদের সঙ্গে তারা গভীর ভাবে প্রেমে পড়েছে। লক্ষ্য করেছো কি, তাদের বেশির ভাগই দুষ্ট প্রকৃতির ? তাদের মধ্যে বেশির ভাগই অমলিন, পবিত্র সত্যকে আদৌ অন্বেষণ করে না,তারা খোঁজে জীবিকার্জ্জনের সহজ পন্থা, অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকার উপায়।”...

আমি তাঁর কাছে আমার পাণ্ডুলিপি রেখে এলাম। পরদিন তাঁর একখানি চিরকুট পেলাম। “আজ সন্ধ্যায় এসে একটু আলাপ করো।”

আমাকে তিনি সিঁড়িতে অভ্যর্থনা করলেন, হাতে কুড়ুল। কুড়ুলখানা ঘুরিয়ে বললেন, “মনে করো না

এটা আমার সমালোচনার অস্ত্র। আমি কাঠ রাখবার ঘরে কয়েকটা তাক ঠিক করছিলাম। কিন্তু তোমার জন্যে খানিকটা কাটাকাটি আছেই, বাপু।"

তাঁর সঙ্গে আলোচনা শুরু হল।…নানা কথার পর বললেন, "দেখ, আমি তোমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বল্‌তে পারি? আমি তোমাকে খুব অল্পই জানি, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে শুনি অনেক—আর নিজেই কিছু লক্ষ্য করতে পারি। তোমার জীবন-যাত্রা দুঃখের। তুমি ঠিক জায়গায় ঘা দাও নি। আমার মনে হয় এখান থেকে চলে গিয়ে তোমার কোন সুন্দরী বুদ্ধিমতী মেয়েকে বিয়ে করা উচিত।"

"আমার বিয়ে হয়েছে।"

"তোমার পক্ষে ঠিক ঐটেই খারাপ।"

তাঁকে বললাম, বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না।

"তাহলে আমাকে ক্ষমা কর।"

তিনি আমাকে নিয়ে হাস্য-পরিহাস করতে লাগলেন এবং হঠাৎ উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "শুনেছো কি রোমাস গ্রেফতার হয়েছে? অনেককাল হল! সত্যি?…"

রোমাসের ফ্লাটে একটি ছাপার যন্ত্রও পুলিশ হস্তগত করেছিল। ছাপাখানাটা রোমাস গড়ে তুলেছিলেন।

কোরোলেংকো বললেন, "কি রকম অস্থির লোক সে! আবার তাকে কোথাও নির্ব্বাসন দেবে।…"

একদিন তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে তিনি বলেছিলেন,

"...দেখ, কোন পত্রিকার জন্যে বড় বড় কিছু লেখবার চেষ্টা কর। তোমার করবার সময় এসেছে।..."

আমি বাড়ি ফিরে এসে তৎক্ষণাৎ "চেলকাশ" গল্পটি লিখতে বসি। গল্পটি ওডেসার এক ভবঘুরের। গল্পটা লিখি দুদিনে এবং পাণ্ডুলিপিখানি পাঠিয়ে দিই কোরোলেংকোকে। তিনি আমাকে খুব প্রশংসা করেন। তাঁর প্রশংসায় অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়ি। সন্ধ্যাবেলায় তাঁর ছোট পড়বার ঘরখানিতে একখানি চেয়ারে পায়ের ওপর পা দিয়ে তিনি উত্তেজনা ভরে বলে যেতে লাগলেন, "...কি করে চরিত্র সৃষ্টি করতে হয় তুমি জান। লোকে তোমার সঙ্গে কথা বলে, নিজের থেকেই কাজ করে।...আর সব চেয়ে ভাল ব্যাপার হচ্ছে, যে, বাস্তবিকই যেমন তুমি ঠিক তেমনি ভাবেই তার গুণ লক্ষ্য কর। আমি তোমাকে অনেকদিন আগেই বলেছিলাম, তুমি হচ্ছ বাস্তববাদী।" এবং একটু ভেবে আবার বললেন, "ঐ সঙ্গে রোমান্টিসিস্টও বটে। দেখ, তুমি এখানে এসেছ সিকি ঘণ্টা; আর এইটে নিয়ে ...রটে সিগারেট ধরালে।"

"আমি খুব উত্তেজিত হয়েছি।"

"সেটা অনাবশ্যক। তুমি সর্ব্বদাই একটু উত্তেজিত অবস্থায় থাক। হয়তো সেইজন্যেই লোকে বলে, তুমি মদ খাও।... তোমার কি হয়েছে?"

"জানি না।"

"লোকে যা বলে, তুমি কি সত্যই মদ খাও?"

"না, ওটা মিছে কথা।"

"আর তোমার ওখানের হট্টগোলের কথা…দেখ, যদি কেউ একটু এগিয়ে যায় অম্‌নি তার মাথায় ঝড় পড়তে থাকে যাতে সে আর কোনরকমে এগোতে না পারে। এখন কথা হচ্ছে—সব জঞ্জাল, তা সে তুমি যতই ভালোবাস না, দূর করে দাও। আমরা 'চেলকাশটা' ছাপবো রাসকোজির প্রথম পাতায়। তাতে সম্মান ও মর্য্যাদা দেওয়া হবে। তোমার পাণ্ডুলিপিতে ব্যাকরণের কয়েকটি ভুল আছে…আমি সেগুলো সংশোধন করে দিয়েছি। তুমি দেখতে চাও না?"

আমি অবশ্য দেখতে রাজী হলাম না।

তিনি পায়চারি করতে লাগলেন।…তিনি আমার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে ভারী হাত দুখানা রাখলেন।

"দেখ, তুমি এখান থেকে যেতে চাও না? ধর সামারাতে? সামারার পত্রিকায় আমার এক বন্ধু আছেন। যদি তুমি চাও তাঁকে লিখতে পারি তোমায় একটা কাজ দেবার জন্যে। লিখবো?"

"আমি কি এখানে কারো পথ আগলে আছি?"

"না, কিন্তু লোকে তোমার পথের অন্তরায়…"

এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তিনি আমার মদ খাওয়ার, 'স্নানের ঘরে' উচ্ছৃঙ্খলতা ও সবশুদ্ধ আমার লম্পট জীবনের কাহিনীতে বিশ্বাস করেছিলেন। এই নিঃস্ব জীবনের সবচেয়ে বড় পাপ ছিল দারিদ্র্য। কোরোলেংকোর পরামর্শে এবং আমার শহর থেকে চলে যাওয়ার জন্যে তাঁর জেদে আমি অপমানিত

ও ক্ষুব্ধ হলাম ; আবার সেই সঙ্গে পাপের গভীর পঙ্ক থেকে আমাকে তাঁর টেনে নেবার ইচ্ছা আমার মর্ম্ম স্পর্শ করলে। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে আমি তাঁকে আমার জীবনের সকল কথা বললাম। তিনি নীরবে আমার কথাগুলো শুনে ভ্রূকুটি করে বললেন, "কিন্তু তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছো, এসব একেবারে বে-মানান। কল্পনার সঙ্গে এইসব তোমার ধাতে সইবে না।... এটা একান্ত দরকার যে, তুমি এখান থেকে চলে যাবে, তোমার জীবনের গতি পরিবর্ত্তন করবে..."

* * *

পরে আমি যখন "সামারা পত্রিকায়" নিকৃষ্ট ধরনের প্রাত্যহিক রচনা লিখতাম, তখন তাতে ছদ্ম নাম ব্যবহার করতাম। কোরোলেংকো চিঠিতে আমার বিদ্রূপাত্মক কঠোর সমালোচনা করতেন। কিন্তু তার মধ্যে থাকতো আমার প্রতি তাঁর গভীর সখ্যতা।

বিশেষ করে একটি বারের কথা আমার মনে পা[illegible]। এক কবি আমাকে বিরক্ত করে তুলেছিলেন। তাঁর নাম ছিল 'স্কুকিন্' (একঘেয়েমি)। তিনি সম্পাদকের আফিসে আমাকে তাঁর রচনাগুলি পাঠাতেন। কবিতাগুলো ছিল অজ্ঞতা আর একেবারে নীচতায় ভরা। সেগুলো ছাপানো ছিল অসম্ভব। কিন্তু তার যশোপিপাসা যশলাভের এক মৌলিক উপায় উদ্ভাবন করেছিল। তিনি কবিতাগুলো গোলাপী রঙের পাতায় ছাপিয়ে শহরের বিভিন্ন মুদিখানায় বিলিয়ে দিতেন। দোকানের ছোক্‌রারা কাউণ্টারে তাই দিয়ে খরিদ্দারকে মুড়ে দিত চা,

মিছরি, আচার ও সসেজ। এইভাবে খরিদদারেরা সওদার জন্যে উপহার পেত আধগজ লম্বা পদ্য। কবিতায় থাকতো শহর কর্ত্তৃপক্ষের, মার্শালের, সম্ভ্রান্তসমাজের, গভর্নরের ও বিশপের প্রশংসা। তাঁরা সকলেই ছিলেন বিশিষ্ট ও দেখবার মতো। কিন্তু বিশপটি ছিলেন বিশেষ করে দ্রষ্টব্য ব্যক্তি। তিনি জোর করে এক তাতার তরুণীকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তাতে সমস্ত তাতার অঞ্চল উত্তেজিত হয়ে ওঠে।... তাঁর সবচেয়ে মহান্ কাজটি ছিল এই—এক খারাপ আবহাওয়ার দিনে তিনি যাচ্ছিলেন তাঁর ডাইওসেসিতে। কিন্তু একখানি ছোট পরিত্যক্ত গ্রামের কাছে তাঁর গাড়িখানি ভেঙ্গে যায়। ফলে একটি চাষীর কুঁড়েতে তাঁকে আশ্রয় নিতে হয়। সেখানে তাকের ওপর বিগ্রহগুলোর পাশে তিনি একটি জিউজ্ মূর্ত্তি দেখতে পান। তাতে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পড়েন। অনুসন্ধানে ও প্রশ্নে প্রমাণিত হয় যে, ওলিম্পাসাধিপতি ও দেবী ভেনাসের মূর্ত্তিও অন্য চাষীদের ঘরে পাওয়া যাবে। কিন্তু মূর্ত্তিগুলো কোথা থেকে এসেছে তা তাদের কেউই বলতে চায় না।

সামারার পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা গড়ে তোলার পক্ষে এই-ই ছিল যথেষ্ট। অভিযোগ দায়ের হয় যে, তারা প্রাচীন রোমের দেব-দেবীর মূর্ত্তি পূজা করে। তাই এই পৌত্তলিকদের সকলকে গ্রেফতার করে রাখা হয় কয়েদখানায়। সেই সময়ে অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয় যে, তারা এক মাটির মূর্ত্তি-ব্যবসায়ীকে খুন ক'রে তার মাল-পত্র ও টাকাকড়ি লুঠে নিয়ে

মূর্ত্তিগুলো নিজেদের মধ্যে বন্ধুভাবে বিতরণ করে।. এই পর্য্যন্ত।

এক কথায় আমি গভর্নর, বিশপ, সেই শহর, জগৎ-সংসার, আমার নিজের এবং আরও অনেক জিনিষের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠি। তাই রুক্ষ মনে ও বিরক্তিভরে, যে কবিটি ঐ সব লোকের—যাদের আমি ঘৃণা করি, তাঁদের প্রশংসা করেছিলেন, তাঁকে গালাগাল দিই।

কোরোলেংকো আমাকে অবিলম্বে একখানি ভর্ৎসনাপূর্ণ পত্র লেখেন।...পত্রখানি ছিল চমৎকার। কিন্তু থানাতল্লাসীর সময় সেই চিঠিখানি কোরোলেংকোর অন্যান্য চিঠির সঙ্গে অদৃশ্য হয়।

১৮৯৭ সালের বসন্তকালের প্রথম দিকে নিজনিতে আমাকে গ্রেফ্তার করা হয় এবং খুব কোমল ভাবে নয়; আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় টিফ্লিসে। সেখানে কর্নেল কোনিস্কি, তিনি পরে পিটার্সবুর্গ থানার কর্ত্তা হন, আমাকে রুক্ষভাবে বলেন, "কোরোলেংকো তোমাকে কি সুন্দর চিঠি লেখেন! রুষদেশে এখন তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক।...আমি কোরোলেংকোর দেশের লোক..."

* * *

১৯০১ সালে আমি প্রথম পিটার্সবুর্গে, "সরল ও কুটিলমনা মানুষদের" শহরে আসি। আমিই তখন লোকের "ফ্যাসান" হয়ে উঠেছি; "যশ" আমাকে ঘিরে ধরে আমার জীবনে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। আমার জনপ্রিয়তা ছিল খুব গভীর। একটি রাত্রের

ঘটনা মনে পড়ে। আনিদকফ ব্রীজ দিয়ে বাড়ি আসছি, পথে দুটি লোক আমার পাশে এল। তারা নাপিত। একজন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিতভাবে তার বন্ধুর কানে কানে বললে, "দেখ—ঐ গোর্কি।"

অপর ব্যক্তিটি থামলো এবং মনোযোগ দিয়ে আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে, আমাকে যেতে পথ ছেড়ে দিয়ে উল্লাসে বলে উঠলো, "হা, বুড়ো শয়তানটা রবারের জুতো পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে!"

দিনের বেলা আমার চারধারে হত ভিড়···কিন্তু রাত্রে, যখন আমি একা হতাম তখন হঠাৎ অনুভব করতাম, আমি যেন এক পলাতক অপরাধী। আমার চারধারে আছে গোয়েন্দা, বিচারক ও চর।···কিন্তু প্রায়ই আমাকে স্কুলের ছাত্রের মতো পরীক্ষা দিতে হত।

কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা বা পাদ্রিরা আমাকে প্রশ্ন করতেন, "আপনি কিসে বিশ্বাস করেন?"

অমায়িক প্রকৃতির ছিলাম বলে তাদের সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতাম। আমার ধৈর্যে আমি নিজেই যেতাম আশ্চর্য্য হয়ে। কিন্তু সেই বাক্য-যন্ত্রণার পর আমার উৎকট ও কলঙ্কময় কিছু করতে ইচ্ছা হত।···

* * * *

কোরোলেংকো পিটারসবুর্গের প্রস্তর ইমারতের মধ্যেও একটি ছোট কাঠের বাড়ি খুঁজে বার করেছিলেন। তাতে ছিল মফঃস্বলের আরাম ও প্রাচীনত্বের কোমল সুবাস।···

একদিন তিনি বললেন, "আমি অনিদ্রায় ভুগছি। ভয়ঙ্কর বিরক্তি বোধ হয়। দেখ, ক্ষয়রোগ সত্ত্বেও যত খুশি তামাক খাও। তোমার ফুস্‌ফুস্ কেমন আছে? আমি কৃষ্ণসাগরের তীরে যাচ্ছি। চল একসঙ্গে যাওয়া যাক্।"

"টমাস্ করডিফে'র চেয়ে 'বারাংকা ওলেসোভা'র মতো জিনিসই তোমার হাতে খোলে ভাল। 'টমাস্ করডিফে'র উপন্যাসখানা কঠোর-পাঠ্য। ওর ভেতর বস্তু যথেষ্ট আছে, কিন্তু কোন শৃঙ্খলা বা মসৃণতা নেই।"

এবং শরীরটাকে এমনভাবে সোজা করলেন যে, শিরদাঁড়ায় কট্‌কট্ শব্দ হল। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি মারকস-বাদী হয়ে উঠেছো?"

যখন বললাম, প্রায় তার খুব কাছাকাছি তখন বললেন, "আমি ওটা বুঝতে পারি না।" এর অল্পকাল পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে রুষ-সাহিত্যে পুরাতনের অবসান হয়।

সমাপ্ত